শ্রী প্রদীপ ঘোষ

— নাটক —

— শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ —

সুপ্রসিদ্ধ

"আর্য্য অপেরা পার্টি" কর্ত্তৃক অভিনীত

ষষ্ঠ মুদ্রণ

প্রকাশক:— শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার - কে, সি, ধর
৩২৭, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

নাটকীয় চরিত্র

পুরুষ

দধিমুখ	কৌণ্ডিল্যের অধীশ্বর
চন্দ্রহাস	ঐ পুত্র
ধৃষ্টবুদ্ধি	ঐ মন্ত্রী
নরোত্তম	ঐ বয়স্য
কলিঙ্গ	নগর রক্ষক
মদনকুমার	ধৃষ্টবুদ্ধির পুত্র
সাগর	ধৃষ্টবুদ্ধির সহচর
নন্দলাল	কলিঙ্গের ভৃত্য
কপিল	নন্দলালের পুত্র
সুন্দর	নর্ত্তক
সম্বর	ভীল সর্দ্দার
গোপাল	ছদ্মবেশী নারায়ণ

কাল, সন্ন্যাসী, পুরোহিত, চারণ, প্রজাপতি, সভাসদ,
কৃষ্ণমূর্ত্তি চতুষ্টয়, চারণবালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

সাধনা	ধৃষ্টবুদ্ধির পত্নী
বিষয়া	ঐ কন্যা
ধীরা	ধাত্রী
সুন্দরী	নরোত্তমের পত্নী
নমিতা	নর্ত্তকী

কালী, সিদ্ধেশ্বরী (ছদ্মবেশিনী কালী), কল্পনা, নর্ত্তকীগণ,
সখীগণ, ভীল-রমণীগণ, নাগরিক-কন্যাগণ ইত্যাদি।

বাঙালী (শেষ নমাজ) শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ আর্য্য অপেরা ও নবরঞ্জন অপেরার বিজয় পতাকা। বাঙ্গলার শেষ পাঠান নবাব দায়ুদ খাঁর চমকপ্রদ কাহিনী সুনিপুণ তুলিকায় চিত্রিত। নবাবের সমদর্শী বিচার, মোবারকের মহাপ্রাণতা, আলি মনসুরের নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ছবির চোখের জল মিশিয়া কি অপূর্ব্ব নাট্যসম্ভার রচনা করিয়াছে পড়িয়া তৃপ্ত হউন। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

পরশমণি শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। নট্ট কোম্পানির গৌরবাধার অভিনব পঞ্চাঙ্ক নাটক। পরশমণির স্পর্শে লোহা সোণা হয়, কিন্তু স্ত্রী-পরশমণির স্পর্শে সংসার-উদ্যানে মাণিকের ফুল ফোটে। মনীষার প্রভাব নরকে নন্দনকানন প্রতিষ্ঠা করে, পশুকে করে দেবতা। মনীষার অপমানিত মর্য্যাদার মহীয়ান রূপ, গৌরীশঙ্করের নবজন্ম, বসন্তের সৃজনীশক্তি, মকরীর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার বিষময় ফল, সরযূর ঘুমন্ত নারীত্বের জাগরণ নিপুণ শিল্পীর তুলিকায় রূপায়িত। অল্পলোকে সহজে সাবলীল অভিনয়ের অপূর্ব্ব সুযোগ। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

অভিযান শ্রীআনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। খেয়ালী বাদশাহ মহম্মদ তোগলগের জীবনের বৈচিত্রময় ঘটনা। পিতৃ-হত্যার মিথ্যা অপবাদে তাঁর জীবনের স্রোত ফিরে গেল ভিন্ন মুখে। তখন তিনি হলেন অত্যাচারী—আরম্ভ হলো তাঁর অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা। হত্যা করলেন ব্রাহ্মণ পুত্রকে। তখন সারা হিন্দুস্থান দাঁড়ালো তাঁর বিরুদ্ধে। নররক্তে লাল হয়ে উঠলো ভারতের মাটী। দুর্দ্দমভাবে চলতে লাগলো তাঁর দুর্দ্ধর্ষ খেয়ালের অভিযান। হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যশক্তির সম্মিলনে বন্ধ হলো হত্যার তাণ্ডব অভিযান। সেই অভিযানের যবনিকায় নেমে এসেছিল—বেদনার জলোচ্ছ্বাস—রেখে গেলেন তিনি হিন্দুস্থানের বুকের উপর তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি—খেয়ালের অভিযান। মূল্য ২৲।

ঝরা-ফুল শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পৌরাণিক নাটক। কর্ম্মের আবর্ত্তনে দরিদ্র গৃহস্থের ঘরে ফুটে উঠ্‌লো আসমানের ফুল। সে ফুলের দিকে লোভ পড়লো ধনীর। জোর করে দরিদ্রের কুটীর দলিত করে তাকে তুলে নিয়ে এল নিজের প্রাসাদে। জেগে উঠ্‌লো রাজার সেই নিপীড়নে দেশব্যাপী বিরাট আন্দোলন। ভাই দাঁড়ালো ভাইয়ের বিরুদ্ধে। হলো নরহত্যা রক্তপাত। ফুল কিন্তু আর ফুটলো না, দারুণ মনোবেদনায় চিরদিনের জন্য ঝরে পড়লো মাটির বুকে। অল্পলোকে সহজে সুন্দর অভিনয় হয়। মূল্য ২৲ দুই টাকা।

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী, ১০৫নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

চন্দ্রহাস

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৌণ্ডিল্যনগর—ধৃষ্টবুদ্ধির বাটী

নাচঘরে নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল

নর্ত্তকীগণ। গীত

কোন্ সকালের ঝরা ফুলের ঝুমকো মালা জাগিয়ে রাখা দায়।
আশা নদীর উপকূলে মন আশায় দোলে শিউরে ফিরে চায়॥
বনের ফাঁকে মন ছুটে যায়,
খুঁজে বেড়ায় নীল আঙিনায়,
সাগর তলে সাধ ছুটে যায় জীবন বিকায় আশার বধূ-পায়॥
নিরাশে যৌবন যায়,
হতাশে বেভুল বেজায়,
বিলাসের ফুল ঝরে যায় ব্যথার নেশায় ধুলায় মিশে কায়॥

[এই গানের মধ্যে মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি, রাজা দধিমুখকে বহু অভ্যর্থনায় সঙ্গে আনিয়া রত্নাসনে বসাইলেন, নৃত্যগীত শেষ হইলে দধিমুখ কহিলেন—]

দধিমুখ। সুন্দরীগণ! অতুলন এই নৃত্যগীত তোমাদের। আজ আমার পরম বন্ধু, পরম মিত্র মন্ত্রীবর ধৃষ্টবুদ্ধির নবজাত কন্যার জন্মোৎসবে তোমাদের কারো সাধ অপূর্ণ থাক্‌বে না। আমি পরিতৃপ্ত—তোমরা বিশ্রাম গৃহে অপেক্ষা কর—আমি নিজে তোমাদের পুরস্কৃত করবো।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। মহারাজের অনুকম্পা যে, এ অযোগ্যের গৃহে পদার্পণ ক'রে তাকে কৃতার্থ করেছেন। আশা করি, যোগ্য সম্বর্দ্ধনায় ক্রটী থাকলে মহানুভব মহারাজ তা মার্জ্জনা করবেন। কারণ, আমি রাজ্যেশ্বরের সেবকমাত্র—বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারী। এ সমস্তই আপনার অনুগ্রহ—আপনারই আজ্ঞায় রাজ্যরক্ষী।

দধিমুখ। না মন্ত্রী, তুমি আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ। তোমার অমূল্য মন্ত্রণার ভিত্তির উপরই আমার এই বিপুল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত—তোমার মহত্বের ঋণ আমি জীবনে পরিশোধ করতে পারবো না।

ধৃষ্টবুদ্ধি। এ আমার পরম সৌভাগ্য ! এই, কে আছ ? [সাগর একটী পাত্রে এক পাত্র পানীয়, তাম্বুল ও গন্ধমাল্য লইয়া উপস্থিত] ওঃ! এনেছ ? [ধৃষ্টবুদ্ধি দধিমুখের গলায় মাল্য দান করিয়া গন্ধাদি লেপন কার্য্য শেষ করিয়া কহিলেন—] মহারাজ ! এই পানীয়, তাম্বুল গ্রহণ করুন। [দধিমুখ হাসিমুখে পানীয় পান করিয়া তাম্বুল গ্রহণ করিলেন—ধৃষ্টবুদ্ধি সাগরকে কহিলেন—] যাও—[সাগর চলিয়া গেল] আবার বলি মহারাজ, এ আমার পরম সৌভাগ্য। এত মহৎ আপনি—এত উদার অন্তর আপনার—

দধিমুখ। মন্ত্রী! একি, সহসা আমার শিরঃপীড়া উপস্থিত—আমি অসুস্থ—আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, বুকের ভেতর এক অব্যক্ত যন্ত্রণা।

ধৃষ্টবুদ্ধি। কেন, কিসের যন্ত্রণা মহারাজ ? কি অসুস্থতা অনুভব ক'রছেন ?

দধিমুখ। আমার দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে—চোখে অন্ধকার দেখছি—সারা জগৎ চোখের সামনে থেকে স'রে যাচ্ছে। মন্ত্রী! বড় তৃষ্ণা—একটু জল দিতে বল।

ধৃষ্টবুদ্ধি। তাই ত,' এ কি সর্ব্বনাশ! কে আছ ? [সাগরের প্রবেশ] মহারাজ অসুস্থ—বৈদ্য ডাক—প্রতিকার কর। বিশ্রাম কক্ষে শয্যা রচনা ক'রে দাও—

দধিমুখ। জল—জল—সপ্ত সমুদ্রের জল নিয়ে এসো মন্ত্রী—তবে যদি তৃষ্ণা যায়—

ধৃষ্টবুদ্ধি। যাও—যাও, এঁকে যত্ন ক'রে ধ'রে নিয়ে যাও বিশ্রাম কক্ষে—সুবর্ণ ভৃঙ্গারের সুবাসিত জল দাও তৃষ্ণা নিবারণ ক'রতে! বৈদ্য ডাক—দাস-দাসী ডাক—মহারাজ অসুস্থ! [সাগর দধিমুখকে লইয়া চলিয়া গেল] হাঃ-হাঃ-হাঃ, মহারাজ দধিমুখ! স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়েরও সাধ্য নাই তোমার এ অসুস্থতার প্রতিকার ক'রতে। আমার বহু প্রচেষ্টায় প্রস্তুত কালকূট তুমি পান করেছ। এ কালকূটের প্রয়োজন হয়েছিল কেন জান? কৌণ্ডিল্যনগরের সিংহাসন অধিকার ক'রতে। সুযোগ পেয়েছি আমার নবজাত কন্যার জন্মোৎসবে—তুমি নিমন্ত্রণ এসেছিলে আমার বিষের আবাহনে—আমি ঢেলে দিয়েছি সেই বিষ তোমার কণ্ঠে আমার সৌভাগ্য সৃষ্টি ক'রতে। এ পাপ? কে বলে পাপ? আজ আমি কৌণ্ডিল্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর—পাপ কিসের?

সাগরের পুনঃ প্রবেশ

সাগর। মহারাজ দধিমুখ মৃত!

ধৃষ্টবুদ্ধি। ব্যস্, আমি এরই প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম। যাও, খুব গোপনে—কৌশলে মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দাও—যেন প্রকাশ না হয়—কার্য্যোদ্ধারে পুরস্কার পাবে—অন্যথায় প্রাণদণ্ড—স্মরণ থাকে যেন। [সাগরের প্রস্থান] মহারাজ দধিমুখ মৃত! কার চক্রান্তে? আমার? নিশাবসানে প্রাতঃসূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনপদবাসী অঙ্গুলী নির্দ্দেশে কা'কে দেখিয়ে দেবে অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে? আমায়? আমি কে? আমার অদৃষ্ট আমায় হাত ধ'রে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—আমি নিয়তির হস্তের যন্ত্র-পুত্তলিকা।

সুন্দর ও নমিতার প্রবেশ

সুন্দর। কই মন্ত্রীমশাই? মহারাজ এলেন—আমোদ আহ্লাদ সুরু হলো—আর আমরা নর্ত্তক-নর্ত্তকী একটু সুযোগ পাবো না বুঝি মহারাজের সামনে নাচগান ক'রে একটু আমোদ কর্‌বার?

ধৃষ্টবুদ্ধি। তোমরা? ও—হঁ্যা—কিন্তু মহারাজ অসুস্থ—তিনি বিশ্রাম গৃহে! আচ্ছা, তোমরা নাচগান কর—আমোদ কর—আমি আসৃছি।

[প্রস্থান।

নৃত্যগীত

সুন্দর। ওগো সোণার কমল ফুল,
তোমার ঘোমটা দেওয়া মুখের হাসি মাতায় অলিকুল।
নমিতা। হাসি ঢালা স্বভাব ফুলের পাপ্‌ড়ী হারের দুলিয়ে দিয়ে দুল॥
ফুল দরদী ফুলের হাসি চায়,
সুন্দর। ভোমরা বধূ মধু হাসি লুটে নিয়ে যায়,
নমিতা। পাতার আড়ে যৌবন তার লুকিয়ে রাখা দায়,
সুন্দর। ....হারিয়ে ফেলে কুল॥
নমিতা। কুল হারায়ে ফুল ঝরে যায়,
সুন্দর। এত সে কোমল সরল মানের এত দায়,
নমিতা। যত্নহারা নয়নতারা শুথায় নিরালায়,
সুন্দর। ....কেউ কি বুঝে ভুল॥

কলিঙ্গের প্রবেশ

কলিঙ্গ। স্তব্ধ হও—রুদ্ধ কর বিষে-ভরা নৃত্যগীত! কই, কোথায় মন্ত্রীবর ধৃষ্টবুদ্ধি? যাও—যাও, ডাক তাঁকে—আমি কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি। পূর্ণ যৌবন প্রখর মার্ত্তণ্ড কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে নীরব কণ্ঠে মাটীতে আছড়ে পড়েছে কার ইঙ্গিতে? যাও—যাও—বিলম্ব করো না—মহারাজ দধিমুখ মৃত!

সুন্দর। মৃত!

কলিঙ্গ। হঁ্যা—হঁ্যা—আমি পথে দেখে এসেছি তাঁর শবদেহের শ্মশান যাত্রা—অতি গোপনে—অতি সাবধানে! [সুন্দর ও নমিতার প্রস্থান]
এ মৃত্যু কার অভিপ্রায়ে? ঈশ্বরের? না—না, এ সম্ভব নয়! কে আছ এই উৎসবময় পুরীতে? আমার সামনে এসে উত্তর দাও—মহারাজ দধিমুখ সত্যই কি মৃত?

ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ

ধৃষ্টবুদ্ধি। হ্যাঁ, মহারাজ দধিমুখ মৃত।

কলিঙ্গ। সহসা তাঁর মৃত্যুর কারণ?

ধৃষ্টবুদ্ধি। মৃত্যু এমনিই আসে। সামান্য একটু উপলক্ষ মাত্র—শিরঃপীড়া! অসুস্থ অবস্থায় শয্যায় শয়ন কর্‌লেন—চক্ষের পলক ফেলতে না ফেলতে মৃত্যু এসে তাঁকে নিয়ে গেল!

কলিঙ্গ। না—না, মৃত্যু এত সহজ নয়—মৃত্যু এত অবিচারী নয়? আর তাই যদি হয়, রাজ্যবাসীর অজ্ঞাতে সেই শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন কেন? মহারাজ দধিমুখের মৃতদেহ তাঁর শোক-সন্তপ্ত প্রজামণ্ডলীর মধ্য দিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে না গিয়ে সকলের অজ্ঞাতে তা শ্মশানে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য কি?

ধৃষ্টবুদ্ধি। এইরূপই আমার আদেশ।

কলিঙ্গ। এ আদেশের অর্থ আমি বুঝলুম না।

ধৃষ্টবুদ্ধি। এর অর্থ নির্ণয় কর্‌বার প্রয়োজন করে না। আমার পদমর্য্যাদা স্মরণ ক'রে তোমার নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ।

কলিঙ্গ। স্বার্থপরের উক্তি। নীরব থাকতে পারেন আপনি আপনার পদমর্য্যাদা নিয়ে, এমন উৎসবময়ী রজনীর কোল থেকে একটী অমূল্য জীবনের চির প্রয়াণে আপনার চক্ষের জল নীরব থাকতে পারে—কিন্তু সমগ্র কৌণ্ডিল্যনগরের অধীশ্বরের প্রকৃতিপুঞ্জ পূর্ণ সুধাকরের নিরঞ্জনে নীরব থাকতে পারে না! তাদের মধ্য থেকে অন্ততঃ একটী সন্দিগ্ধ প্রাণও উচ্চকণ্ঠে রাজাধিরাজ মহারাজ দধিমুখের এই অপমৃত্যুর কৈফিয়ৎ চাইবে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাবধান কলিঙ্গ—কি বলতে চাইছ তুমি?

কলিঙ্গ। আমি, মহারাজের মৃত্যুর সন্তোষজনক কারণ শুনতে চাই।

ধৃষ্টবুদ্ধি। এ তোমার স্পর্দ্ধা—

কলিঙ্গ। না—আমি বলি উত্তর না দেওয়া ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য।

ধৃষ্টবুদ্ধি। বল—কি আমার ধর্ম্ম? মহারাজ দধিমুখের শবদেহ ফেরাতে চাও ফেরাও—তাঁকে শ্মশানের চিতায় পুড়তে না দাও, তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দাও—তাঁকে বাঁচাতে পার বাঁচাও—তাঁর কাছেই কৈফিয়ৎ চাও তাঁর মৃত্যুর কারণের! আমি কে? সংসারের একজন ক্ষুদ্র কর্ম্মী মাত্র! ঈশ্বরানুগ্রহে জগতে তাঁরই কার্য্য শুধু ক'রে যাই। কলিঙ্গ! আমার বুকে কি আঘাত লাগেনি? অমন তপ্তকাঞ্চন সদৃশ কমনীয় প্রশান্ত মূর্ত্তি, আমারই চোখের সামনে থেকে রাহুর করাল কবলে মিশিয়ে গেল—আর ভাবছ কি আমার তাতে আনন্দ হচ্ছে? জান না—আমি কি রত্ন হারিয়েছি! এই বুকে হাত দিয়ে দেখ—কি ব্যথা রক্ত মাংস জড়িত জাগ্রত এই বুকে।

কলিঙ্গ। কি বুঝবো মন্ত্রীমশাই? ভূমিকম্প দেখে সর্ব্বংসহা পৃথিবীর বুকের ব্যথা ধারণা করা যায় না! ব্যথার কম্পনে ঝরে বুকভাঙা চোখের জল—কিন্তু হিংসার কম্পনে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় আগ্নেয়গিরির ধ্বংসকরী ধূমাগ্নি! [প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ কি আমায় সন্দেহ করে? সে কি মহারাজের মৃত্যুর কারণ আমার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে? বাতাস কি শত্রুতা ক'রে এই গুপ্ত হত্যা প্রচার ক'রে দিল? তবে কি সাগর—সাগর কি তবে বিশ্বাসঘাতক? কালই তাকে হত্যা করবো! কলিঙ্গ। বিদ্রোহিতা করলে তোমারও নিস্তার নেই। শত্রুতায় বিষের আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে মারবো—

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ। গীত

তবে আকাশ কুসুম হলো সত্যি তোমার এমনি কপাল।
কাঠের বেড়াল তোমার ধরলে ইঁদুর মন-মাতালের খেয়াল॥
ধূলিমুঠি ধ'রে দেখছো সোণা,
গাঁথছো মালা তার কাটিয়ে দানা,
তোমার জল্পনা আর কল্পনা সুখ-সায়রের মরাল॥

ধৃষ্টবুদ্ধি। চারণ! আহুত অনাহুত সকলেই আমার কন্যার জন্মোৎসবে আনন্দ ক'রে যায় এই আমার ইচ্ছা—তোমার আগমনে আমি সন্তুষ্ট।

চারণ।　　**গীত**

যেন বিষ দিও না ঢেলে।
বিষের ব্যঞ্জন তপ্ত কড়ায় উঠছে ফুলে ফুলে॥
সোণার চাঁদে বিষ খাওয়ালে,
শ্মশান চিতায় যাবে জ্বলে,
আমার বক্ষ ভাসে অশ্রুজলে শিউরে উঠি ছলে॥

[প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। দাঁড়িয়ে যাও চারণ! কৈফিয়ৎ দিয়ে যাও—কে গাইতে শেখালে তোমাকে এ বিদ্রোহ-সঙ্গীত? এ রাজদ্রোহীতা—কে আছ চারণের গতিরোধ কর—তাকে ধর—বন্দি কর—কারারুদ্ধ কর।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রাজবাটী সংলগ্ন উদ্যান

চন্দ্রহাস ধাত্রী ধীরাকে আঁচল ধরিয়া
টানিতে টানিতে উপস্থিত

চন্দ্রহাস। এসো না মাসী, এই ফিনিক্‌ফোটা চাঁদের আলোয় একটু বসো না—আমি তোমায় গান শোনাবো।

ধীরা। হ্যাঁরে পাগল, এখন গান শোনবার সময়? চৌঘুড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে—মন্ত্রীমশায়ের বাড়ীতে নেমন্তন্ন যেতে হবে না? সেখান থেকে দশবার তারা লোক পাঠিয়েছে! মহারাজ কখন গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন—তারা কি মনে কর্‌ছে বল্‌তো?

চন্দ্রহাস। মাসী! এই বাগানে আজ আমার মা আসবে বলেছিল—সন্ধ্যার পর চাঁদের আলোয় ফুলের মাঝখানে আমায় দেখ্‌তে! খুঁজে দেখ না মাসী—মা আমার কোন ফুলের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে আছে?

ধীরা। চন্দ্রহাস!

চন্দ্রহাস। তুমি অমন ক'রে চোখ রাঙালে আমি তোমার কোন কথা শুনবো না।

ধীরা। সোণার চাঁদ আমার! ছি, অভিমান করতে নেই! কে তোর মা? আমিই না চন্দ্রহাস?

চন্দ্রহাস। তুমি তো মাসীমা—তুমি শুধু আমায় বুকে ক'রে ঘুম পাড়াতে জানো! তুমি শুধু আসল মায়ের নকল ক'রে আমায় বুকে আঁকড়ে ধ'রে আছ? কিন্তু ধাত্রী-মা, তুমি তো জান না—ভোরাই রাতে তোমার বুকের ভেতর শুয়ে আমি মায়ের দেখা পেয়েছি! আমার মা—স্বপ্নে এসেছিল—স্বপ্নে ব'লেছিল—এইখানে তাকে দেখবো—এইখানে তাকে পাবো—আজ—এই চাঁদের আলোয়!

ধীরা। চন্দ্রহাস! বাপ আমার, সত্য হোক তোর স্বপ্ন—ফিরে আসুন তোর স্বর্গগতা জননী—স্নেহ-মধুর জীবন্ত ক'রে তুলে নিন তাঁর গচ্ছিত রত্ন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে সত্যিকারের মা হ'য়ে! চন্দ্রহাস! মাতৃহারা সন্তান! চোখের জলের আকর্ষণে নিয়ে আসতে পারবি বাবা তোর বিসর্জ্জিতা জননীকে? তোর সাধের স্বপ্ন কি সত্য হবে?

চন্দ্রহাস। গীত

মা মা মা সাজানো কাননে জাগো আমার মা।
ফলে ফুলে তুমি রূপ ধর মা নব নব দেখি মহিমা॥
আকাশ ঝরা শিশির হয়ে লতায় পাতায় নয়ন ঝুরে,
আমার মাথায় ঝরে বক্ষে ঝরে দুঃখে দাও মা গরিমা॥
শাখী শাখায় তোমার বাহু লতায় তোমার বাঁধন মধু,
আকাশ তলায় বাতাস দোলায় কাল বয়ে যায় জাগো মা॥

ধীরা। আসবেন না চন্দ্রহাস! সে পরলোকের বাঁধন ছিন্ন ক'রে তোর স্নেহময়ী মায়ের ফিরে আসবার পথ রুদ্ধ! ওরে, বুক ফাটা কান্নার ডাক সেখানে পৌঁছয় না! কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস তুই জ্যোৎস্নাহসিত এই কাননের ফুলের মাঝখানে? পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে তাঁর সোণার দেহ—মিশে গেছে সেই ভস্মরাশি আকাশ বাতাস জলের সঙ্গে রেণু রেণু হ'য়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

চন্দ্রহাস। ধাত্রী-মা? সত্যি? মা তবে আর ফিরে আসবে না?

ধীরা। নাই বা এলেন! ওরে চন্দ্রহাস! তোর মায়ের অনুভূতি নিয়ে আমি যে আঁকড়ে ধ'রে আছি তোকে—তোর মা হ'য়ে। চন্দ্রহাস! তোর মা মরেনি—মরেনি—আমি তোর মা—তোর স্থান আমার এই বুকের মাঝখানে! [কোলে লইল]

চন্দ্রহাস।　　গীত

যদি হবে গো আমার মা তবে মুছ মা নয়ন ধারা।
আমি মায়ের ছেলে মা মা ব'লে অভিমানে কেঁদে সারা॥
প্রাণের কথা বলবো তোমায়,
মা হয়ে মা ভুলিও ব্যথায়,
থাক্‌বো তোমার বুকের ছাওয়ায় হয়ে তোমার নয়নতারা॥

[গীত গাহিতে গাহিতে চন্দ্রহাস কোল হইতে নামিল]

ধীরা। আর কাঁদবো না বাবা—তুই যদি না কাঁদাস, তুই যদি না কাঁদিস! আমি হাসি দিয়ে তোকে ঢেকে রাখবো আমার জীবন পর্য্যন্ত! আমরা মায়ের জাতি—পরের ছেলেকে বুকে নিয়ে আদর করা মায়ের অন্তরে ভগবানের দান! নইলে জগতে মা বাঁচতে পারে না! ওকি, এখনো কাঁদছিস? ছিঃ, কান্না নিয়ে কারো বাড়ী যেতে নেই! সেখানে কত লোকজন—তারা নিন্দে করবে যে?

চন্দ্রহাস। চল, নিমন্ত্রণে যাই। আর আমি কাঁদবো না।

ধীরা। এসো, কোলে এসো। (চন্দ্রহাসকে কোলে লইল)

কলিঙ্গের প্রবেশ

কলিঙ্গ। ধ'রে রাখ ধাত্রী—ঐ সুকুমার শিশুকে ঠিক মায়ের মত তোমার স্নেহ-মধুর সত্যের আশ্রয়ে। যেন সপ্ত সমুদ্রের আলোড়নে ঐ বক্ষাশ্রিত শিশু ভেসে না যায়—যেন বিশ্ববিধ্বংসী ঝটিকার নিশ্বাসে ঐ গচ্ছিত বক্ষরত্ন তৃণের মত উড়ে না যায়—যেন প্রলয় সূচনার ঘন ঘন বিদ্যুৎ পশ্চাতে বজ্রাঘাত নিয়ে এসে আশ্রিত সন্তানকে ভস্ম ক'রে না দেয়। তোমার স্নেহের সাধনায় পরাজিত কর বলীয়ান্ গরীয়ান্ যমরাজের কঠিন আকর্ষণকে! আমি প্রদর্শনী দেখার দর্শকের মত, তাই দাঁড়িয়ে দেখে বিশ্বনাথকে ধন্যবাদ দিয়ে তৃপ্তিলাভ করি।

ধীরা। মহামান্য নগর রক্ষকের প্রতি আমার সহস্র ধন্যবাদ! আজ এ সামান্য ধাত্রীকে এত বড় ক'রে দেখবার কারণ বুঝলুম না।

কলিঙ্গ। ধাত্রী! কেন এ কথা বলছি জান? তুমি মায়ের জাতি—তোমার কোলে সাগর-ছেঁচা পরম রত্ন সন্তান! তাকে বাঁচাতে হবে তোমায়!

ধীরা। ভগবানের চরণে কামনা করুন, যেন প্রকৃতই সন্তানের মা হ'তে পারি।

কলিঙ্গ। সন্তানকে নিয়ে কোথায় চলেছ?

ধীরা। মন্ত্রীমশায়ের বাড়ীতে—নিমন্ত্রণে।

কলিঙ্গ। তুমি যেতে পার, কিন্তু রাজপুত্রের যাওয়া হবে না।

ধীরা। [চন্দ্রহাসকে কোল হইতে নামাইয়া] সে কি? চৌঘুড়ি প্রস্তুত—তাঁরা লোক পাঠিয়েছেন—মহারাজও সেখানে গিয়েছেন—যাবার সময় রাজপুত্রকে সেখানে নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন। না গেলে মহারাজ রাগ কর্‌বেন—মন্ত্রীমশাই দুঃখিত হবেন।

কলিঙ্গ। যিনিই দুঃখিত হোন—আমার সতর্ক অনুরোধ শোনো—যাওয়া হবে না।

ধীরা। কেন ভদ্র ?

কলিঙ্গ। রাজপুত্রের বিপদ ঘটবে।

ধীরা। সে কি ?

কলিঙ্গ। এমন কি কুমার চন্দ্রহাসকে নিয়ে আর এক মুহূর্ত্ত রাজ-পুরীতেও থেকো না।

ধীরা। কেন, রাজপুরীতে কি ?

কলিঙ্গ। স্বয়ং রাহু তার করাল কবল বিস্তার ক'রে ছুটে আস্‌ছে পূর্ণিমার কিরণোজ্জ্বল চন্দ্রকে গ্রাস কর্‌তে।

ধীরা। আমি কিছু বুঝতে পারছি না—আমার যে বড় সন্দেহ হচ্ছে।

কলিঙ্গ। গুপ্ত হত্যার ষড়যন্ত্র—কুমারকে হত্যা করবে।

ধীরা। সে কি ? কে হত্যা করবে ?

কলিঙ্গ। এখন বলবো না—শুনতে চেয়ো না! বৃক্ষ-লতা, ফল-ফুলেরও কাণ আছে—তারা শত্রুতা ক'রে শত্রুর কাণে পৌঁছে দেবে—তুমি কুমারকে নিয়ে পালিয়ে এসো আমার সঙ্গে।

ধীরা। কোথায় যাবো ?

কলিঙ্গ। আমার গৃহে।

ধীরা। এত বড় শত্রু কে ভদ্র ?

কলিঙ্গ। শুনলে শিউরে উঠবে—শুধু তুমি নও—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেঁপে উঠে চৌচির হয়ে ফেটে যাবে। যা কল্পনায় আসে না তাই হয়েছে—যা ধারণায় আসে না তা প্রত্যক্ষ দেখতে হবে! আকাশের বিরাট গরিমাময় সূর্য্য মাটীতে প'ড়ে আর্ত্তনাদ ক'রে ধ্বংস হয়ে গেছে! সব বলবো—সব শুনতে পাবে—আগে কুমারের প্রাণ রক্ষা কর।

ধীরা। শুধু আমি নই ভদ্র—এই নিন, মহারাণীর গচ্ছিত রত্ন আমি বিশ্বাস ক'রে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি—আপনি রক্ষা করুন এই শিশুর জীবন শত্রুর করাল গ্রাস থেকে! মহারাজ কোথা—তাঁকে এ সংবাদ দেন নি ?

কলিঙ্গ। তিনি বধির—শত্রুর শত্রুতায় অন্ধ! জাগ্রত রেখে দিয়েছেন শুধু আমাকে—ধর্ম্মের অস্ত্র হাতে নিয়ে এর প্রতিকার কর্‌তে! এসো ধাত্রী, কুমারকে নিয়ে আমার নিরাপদ আশ্রয়ে এসে শুনবে এসো—শত্রুর শত্রুতার করুণ কাহিনা--

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কৌণ্ডিল্যনগর--রাজসভাগৃহ

ধৃষ্টবুদ্ধি, পুরোহিত, কলিঙ্গ, সভাসদ উপস্থিত—ধৃষ্টবুদ্ধি সিংহাসনের দক্ষিণ আসনে উপবেশন করিলেন—একটী পাত্রে পুরোহিতের হস্তে রাজমুকুট ও রাজদণ্ড। গীতকণ্ঠে চারণবালকগণ উপস্থিত

চারণবালকগণ। **গীত**

এস হে—এস হে—আমাদের রাজা।
প্রজারঞ্জনকারী সজ্জন মহাতেজা॥
প্রয়াণে তোমার বিশ্ব কাঁদে ঘরে ঘরে হাহাকার,
হতাশ আঁধারে ডুবে গেছে সব প্রদীপ জ্বলে না আর,
এসো নিতে এসো প্রাণের আরতি ডাকে তব দীন প্রজা॥

[প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। রাজসভাগৃহে উপস্থিত রাজভক্তগণ! মহারাজ দধিমুখের অকাল মৃত্যুতে আমি এবং আপনারা সকলেই শোকে মুহ্যমান। প্রজাগণ সকলেই কাতরতা প্রকাশ ক'রছেন। এ শোকসভায় আমাদের পরম কর্ত্তব্য, মহারাজ দধিমুখের আত্মার সদ্গতি কামনা করা। আমি ব্যথিত—মর্ম্মাহত

—মহারাজ দধিমুখের এই অকাল মৃত্যুতে। আমি যে কি রত্ন হারালাম, তা জানেন সেই একমাত্র অন্তর্য্যামী ভগবান।

কলিঙ্গ। [স্বগত] আর আমিও জানি ধৃষ্টবুদ্ধি—আর দু'দিন পরে রাজ্যবাসী সকলেই তা জানতে পারবে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। কিন্তু আরো দুঃখের বিষয় রাজকুমার চন্দ্রহাসকে আজ কয়দিন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আহা! পিতৃ মাতৃহারা অভাগা সন্তান, কেউ তার সন্ধান বল্‌তে পারলে না! কুমার চন্দ্রহাসকে পেলে তাকে সিংহাসনে বসিযে আমরা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করতাম। কলিঙ্গ!

কলিঙ্গ। আদেশ করুন—

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি ঘোষণা ক'রে দাও—চন্দ্রহাসের সন্ধান নিয়ে যে তাকে রাজপুরীতে ফিরিয়ে আনতে পারবে, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা সে পুরস্কার পাবে।

কলিঙ্গ। যথাদেশ।

ধৃষ্টবুদ্ধি। এ মহারাজ দধিমুখের সাম্রাজ্য—রাজসিংহাসন শূন্য পড়ে থাকলে তাঁর নিরাশ্রয় আত্মা তাই দেখে শিউরে উঠবে। মহারাজ দধিমুখ ও কুমার চন্দ্রহাসের অভাবে রাজসিংহাসন কি শূন্য প'ড়ে থাকবে? বলুন আপনারা—নীরব থাক্‌লে চলবে না।

নরোত্তমের প্রবেশ

নরোত্তম। না—না, সত্যি কথা—এতো বড় অন্যায় ব্যাপার—এ রকম দল বেঁধে ধর্ম্মঘট ক'রে নীরব থাকলে চলবে কেন? একটা সোজা-সুজি উত্তর দিতে হবে সকলকে। গোঁজামিল দিয়ে "না" এর জায়গায় "হ্যাঁ", "হ্যাঁ" এর জায়গায় "না" বললেও চলছে না! মনের কথাটী স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে—মহারাজ দধিমুখ ও কুমার চন্দ্রহাসের অভাবে রাজ-সিংহাসন কি শূন্য প'ড়ে থাকবে? যদি না থাকে, তাহ'লে ঐ সিংহাসনে কা'কে বসানো হবে, সেটা ব'লে ফেলা হোক। কি বলেন মন্ত্রীমশাই? আমরা ও সব ধর্ম্মঘটের ভেতর নেই।

ধৃষ্টবুদ্ধি। বয়স্ত নরোত্তম ঠাকুর! আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। শোকাধিক্যে আমি যুক্তিহারা — আমায় যুক্তি দিন।

নরোত্তম। মন্ত্রীমশাই! আমি বামুনের ছেলে, এইটুকু বুঝি— সন্দেশের থালা হাতে নিয়ে কে খাবে কে খাবে ব'লে চীৎকার ক'রে খোসামোদ করার চেয়ে টপাটপ নিজের বদনে দেওয়াই ভাল। বেশ তো, সিংহাসনে কেউ বসতে না চান, আপনি ঐ মুকুটখানা মাথায় চড়িয়ে রাজদণ্ডটা বাগিয়ে ধ'রে দেখিয়ে দিন তো একবার সিংহাসনে কি ক'রে ব'সতে হয়। হ্যাঁ, ভারি তো কাজ, তার আবার অত খোসামোদ! আপনি ব'সে যান—ব'সে যান—সিংহাসনে বসবার লোকের অভাবে রাজ্যটা মাঠে মারা যাবে নাকি?

ধৃষ্টবুদ্ধি। সে কি? আমি? আমি সিংহাসনে বসবো? মহারাজ দধিমুখ ও কুমার চন্দ্রহাস অবর্ত্তমানে? আমি? রাজমুকুট মাথায় ধরে হাতে রাজদণ্ড নিয়ে? এ যে মনে করাও পাপ! মাতঙ্গের ভার কি পতঙ্গে বহন করতে সক্ষম হয়? কলিঙ্গ! নরোত্তম ঠাকুরের এ কি অমূলক কল্পনা? আমি রাজসিংহাসনে বসবো? এত দুঃখেও আমার হাসি পাচ্ছে কলিঙ্গ! হাঃ— হাঃ—হাঃ—

কলিঙ্গ। আশ্চর্য্য হবেন না মন্ত্রীমশাই! এ একটা ভাবরাজ্যের কবির কল্পনার কথা। যে আকাশে মেঘমুক্ত চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রের লীলামাধুর্য্য পরিলক্ষিত হয়, সেই আকাশেই কালবৈশাখীর কালো মেঘ ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের তাণ্ডবলীলা নিয়ে প্রলয়ের সূচনা দেখিয়ে দেয়?

ধৃষ্টবুদ্ধি। এসো কলিঙ্গ, ধর্ম্মের নামে শপথ ক'রে এসো, আমরা অন্বেষণ ক'রে দেখি—কোন্ মন্দরাক্ষসী আমাদের সারা ভবিষ্যৎ অন্ধকার ক'রে কুমার চন্দ্রহাসকে লুকিয়ে রেখেছে। (পুরোহিতের হাত হইতে মুকুট লইয়া) এই রাজমুকুট গ্রহণ কর—তোমাদের মনোস্তুষ্টির জন্য এ মুকুট তোমরা যাকে ইচ্ছা দান কর্‌তে পার! হয়তো তোমরা আমাকেই

দান করবার সঙ্কল্প করেছ! কিন্তু এ আগুন-ভরা অভিশপ্ত মুকুটের হয়তো আমি সম্পূর্ণ অযোগ্য! কলিঙ্গ! যদি ইচ্ছা হয়—এ মুকুট তুমিও গ্রহণ করতে পার।

কলিঙ্গ। হলের কর্ষণে মাটীর বুকে বীজ বপন ক'রে উৎপন্ন ফসল ন্যায়তঃ ধর্ম্মত কর্ষণকারীরই প্রাপ্য। আপনার আয়াসলব্ধ বস্তু আপনাকে বঞ্চিত ক'রে আমি গ্রহণ করলে, দেশ ও দশের বিচারে আমি ধর্ম্মে পতিত হবো! রাজমুকুট আপনিই গ্রহণ করুন মহাত্মা!

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমি? হ্যাঁ নরোত্তম ঠাকুর—আমি?

নরোত্তম। ব্যাপারটা অসম্ভব ঠেক্‌ছে বটে! কিন্তু মুকুটখানার একটা ব্যবস্থা ক'রতে হ'লে একটা পাকাপোক্ত বুদ্ধিওলা মাথা দাঁড় করাতেই হবে! নইলে মুকুটখানা কি ভেসে ভেসে বেড়াবে? চন্দ্রহাসই বলুন আর সূর্য্যিহাসই বলুন, সব কোথায় অতল তলে তলিয়ে গেছে! একটা নক্ষত্রও এখন কাছে ঘেঁসছেন না ঐ মুকুট পরতে! এই বেলা বুদ্ধিমানের মত মাথায় চাপিয়ে দিন—নইলে হ'রে-ন'রে শঙ্করা যে পাবে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে নিয়ে কামড়া-কামড়ি করবে—আর জোনাকি পোকার বাতি জ্বলবে—টিম্‌টিম্—টিম্‌টিম্—

ধৃষ্টবুদ্ধি। জানি না ভগবানের অভিপ্রায় কি! পুরোহিত, আমি স্তম্ভিত হয়েছি আপনাদের আচরণে! তথাপি আজ আপনাদের অভিপ্রায়কে ক্ষুণ্ণ করবার অভিরুচি আমার নেই! আপনাদের সকলেরই অভিমত যখন আমিই রাজমুকুট গ্রহণ করি, আমিই কৌণ্ডিল্যের রাজসিংহাসনে ব'সে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করি, আমাকেই জেগে থাকতে হবে বিনিদ্র নেত্রে প্রজা-মণ্ডলীর শিয়রে তাদের শুভাশুভ লক্ষ্য করে, তখন ভগবানের ধর্ম্মাধি-করণের পাদমূলে নতজানু হ'য়ে সত্যের সেবকরূপে সর্ব্বজন সমক্ষে প্রথামত পুরোহিত প্রদত্ত রাজমুকুট ও রাজদণ্ড গ্রহণ করছি। (পুরোহিত ধৃষ্টবুদ্ধির মাথায় রাজমুকুট ও হাতে রাজদণ্ড দিয়া সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন) কিন্তু

কেউ মনে করবেন না—কোনরূপ প্রভুত্বের দাবী নিয়ে আমি সিংহাসনে অভিষিক্ত! শুধু মহারাজ দধিমুখের মুখ চেয়ে—রাজবংশধর চন্দ্রহাসের মুখ চেয়ে—শুধু প্রজামণ্ডলীর মুখ চেয়ে! এ সিংহাসনের উপর আমার এতটুকু স্বার্থ নেই—ধর্ম্মের শপথ—

কলিঙ্গ। [স্বগত] ওঃ, নৃশংস মানুষগুলোর কপটতার বাহাদুরী আছে! সত্যকে ঢেকে রাখতে এরা মিথ্যার মুখোস প'রে জগতে কত বড় জঘন্য লীলার অবতারণা করতে পারে—এই নরহন্তা ধৃষ্টবুদ্ধিই তার জ্বলন্ত প্রমাণ! কিন্তু জানে না যে,একদিন তার ঐ মিথ্যার মুখোস খুলে যাবে—আসলরূপ ধর্ম্মের বাতাসে প্রকাশ পাবে—নত শিরে সাশ্রুনয়নে কৈফিয়ৎ দিতে হবে একটীর পর একটী তার স্মরণীয় করণীয় সমস্ত কার্য্য-কলাপের!

ধৃষ্টবুদ্ধি। হ্যাঁ, আমার আর একটি নিবেদন কলিঙ্গ! তোমাকে অধিষ্ঠিত হতে হ'বে মন্ত্রীর আসনে—তুমি হবে আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ!

কলিঙ্গ। ক্ষমা করবেন প্রভু, বিধাতার ধর্ম্মের রাজ্যে এ উচিত বিধি নয়! আমি ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছি—আমার মনের উচ্চবৃত্তি এখনো এমন নীচগামী হয়নি যে, পদগৌরবের লালসায় ঐশ্বর্য্যের রঙ্গভূমিতে দাঁড়িয়ে গণ্ডের তপ্তঅশ্রু শুকিয়ে না যেতে দিক্‌দিগন্ত মুখরিত করবো অফুরন্ত স্বার্থপরের হাসিতে! কিসের মন্ত্রীত্ব—কিসের পদগৌরব? ওতে শান্তি নেই—তৃপ্তি নেই—আপনি খেলা করুন ঐ মুকুট আর রাজদণ্ডের কালসর্প নিয়ে! তার পরিবর্ত্তে কেড়ে নিন্ আমার পদমর্য্যাদা—দেখিয়ে দিন পবিত্যক্ত পর্ণ-কুটীর—ভোগের অট্টালিকা থেকে নির্ব্বাসিত করুন নিষ্পাপ তরুতলে নিরাপদ তৃণ-শয্যার কোলে—হাতে ভিক্ষাপাত্র দিন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে! আমি অনভিজ্ঞ—আপনার নীতির তাপে আমি শুকিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবো!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ! আমার অনুরোধ—

কলিঙ্গ। কিন্তু এই অনুরোধের পশ্চাতে লুকিয়ে আছে ভীষণ চক্রান্ত—

ধৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ! তুমি উত্তেজিত হয়েছ।

কলিঙ্গ। সত্যই কি তাই? যদি বিবেক থাকে— যদি মনুষ্যত্ব থাকে— নিজের বুকে হাত দিয়ে তারই সত্য নিয়ে বলুন—উত্তেজিত আমি না আপনি?

ধৃষ্টবুদ্ধি। তোমার উদ্দেশ্য কি?

কলিঙ্গ। আমি চাই মহারাজ দধিমুখের মৃত্যুর কৈফিয়ৎ।

ধৃষ্টবুদ্ধি। জীবমাত্রই মৃত্যুমুখী—তার কৈফিয়ৎ কে দেবে?

কলিঙ্গ। স্বভাব মৃত্যুর কৈফিয়ৎ চাইতে হয় না—সে মৃত্যুকে সবাই স্বীকার ক'রে নেয় এক হাতে চোখের জল মুছে—অন্য হাতে চিতা সাজিয়ে প্রেতকার্য্য সমাধা করতে! কিন্তু অপমৃত্যুর কৈফিয়ৎ দিতে হয় স্বয়ং ভগবানকেও।

ধৃষ্টবুদ্ধি। তবে কি মহারাজ দধিমুখের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী?

কলিঙ্গ। সম্পূর্ণ!

ধৃষ্টবুদ্ধি। সেই ধারণাই বদ্ধমূল যদি তবে কেন বসালে আমায় রাজ-সিংহাসনে? কেন দিলে রাজমুকুট রাজদণ্ড? বলুন সকলে, আমি এই মুহূর্ত্তে আমার আধিপত্য ছেড়ে দিয়ে বনাশ্রয় গ্রহণ করি ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করতে! আমিতো সিংহাসন চাইনি—আপনারাই দিয়েছেন—আপনাদেরই অনুরোধে রাজ্যের কল্যাণে আমি সিংহাসনে বসেছি! আপনারা ফিরিয়ে নিতে চান্—এই নিন্— গ্রহণ করুন এই মুকুট! এ আমার পাপ—নিন্ গ্রহণ করুন।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ

চারণ। গীত

এবার চেলেছে এক মস্ত চাল।
দাবার চালে সবাই বোবা হেথায় নৌকা হলো বানচাল॥
এ'দিক রাখলে ওদিক যাবে,
দাবা এসে ঘোড়ায় খাবে,
চালের চালে কিস্তি দেবে ফস্কে যাবে সকল চাল॥

ধৃষ্টবুদ্ধি। তোমায় এখানে কে আসতে দিলে ?

চারণ। পূর্ব্বগীতাংশ

জমাট মেলায় দাবার খেলা,
দেখতে এলাম জিতের পালা,
তোমার খেলার কথা যায় না বলা এরা হয়ে গেছে সবাই ঘাল ॥

[প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। আপনারা নীরব রইলেন কেন ? মুকুট নিন্, আমি সকল যুক্তি-কৈফিয়তের বাইরে দাঁড়িয়ে আপনাদের রক্ষিত সাম্রাজ্য, রাজমুকুট, রাজদণ্ড আপনাদেরই হাতে তুলে দিতে চাই ! নিন্, যে কেউ হোক, সাম্রাজ্য ভার গ্রহণ ক'রে আমায় মুক্তি দিন।

কলিঙ্গ। কে নেবে হাত পেতে ঐ আগুন—ঐ অভিশাপ ?

ধৃষ্টবুদ্ধি। কেন, তুমি ?

কলিঙ্গ। আমি নিতে পারি মাত্র গচ্ছিত রেখে তার প্রহরীরূপে নিযুক্ত থেকে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। তার অর্থ ?

কলিঙ্গ। অর্থ এই যে, কুমার চন্দ্রহাসের যতদিন না সন্ধান পাওয়া যায়, ততদিন মুকুট আর রাজদণ্ড রত্ন-ভাণ্ডারে গচ্ছিত থাকবে। ঐ সিংহাসন শূন্য থাকবে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। নির্ব্বোধের উক্তি—

কলিঙ্গ। তবে আপনার ইচ্ছামত আপনিই বসুন ঐ সিংহাসনে শিরোশোভা মুকুট ধারণ ক'রে ! কিন্তু নামিয়ে দিতে হবে তা একদিন এমনি প্রকাশ্য সভায় দশের সম্মুখে মাথা নত ক'রে !

ধৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ !

কলিঙ্গ। ধৃষ্টবুদ্ধি ! (তরবারি উন্মুক্ত করিলেন)

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাবধান কলিঙ্গ, স্মরণ থাকে যেন এ স্বর্গগত মহারাজ দধিমুখের শোকসভা!

কলিঙ্গ। কিন্তু এই শোকসভায় দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলতে আপনি প্রকাশ করেছেন রক্ত আঁখিতে অন্তরের হিংসার অগ্নি! কিন্তু রাজ্যরক্ষী কলিঙ্গের হাতে এই উন্মুক্ত তরবারি বিদ্যমানে সে সর্ব্বগ্রাসী বাড়বাগ্নিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। [প্রস্থানোদ্যত]

ধৃষ্টবুদ্ধি। দাঁড়াও! এই আমি রাজমুকুট রাজদণ্ড পরিত্যাগ করছি। (পুরোহিতের হাতে রাজদণ্ড ও মুকুট দিলেন) ঈশ্বর জানেন, আমি কত আগ্রহে আপনাদের রক্ষিত রাজ্য রক্ষা করতে গিয়েছিলুম! বিদায়—বিদায় বন্ধুগণ—আজ আমি মুক্ত—[প্রস্থানোদ্যত]

পুরোহিত। যাবেন না—দাঁড়ান!

নরোত্তম। আমিও বলি, রাগ ক'রে চ'লে গেলে এতবড় দায়ীত্বটা মাথা পেতে নিচ্ছে কে? কলিঙ্গ ছেলেমানুষী করছে ব'লে আপনি টপ ক'রে সব ছেড়ে দিয়ে অমনি লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন? এত বড় সাম্রাজ্যের একটা ভবিষ্যৎ নেই? কলিঙ্গের কথা আপনি শুনবেন কেন? আপনি বরাবর মন্ত্রীত্ব ক'রে এসেছেন—মহারাজ দধিমুখ আপনার কথায় উঠতেন বসতেন—আপনার একটা মান্ত্রি নেই—ভান্ত্রি নেই? এমন সোণার রাজ্যটাকে একটা অরাজকতার মধ্যে ফেলে দিয়ে যাবেন?

ধৃষ্টবুদ্ধি। উত্তম, আপনাদের অনুরোধে আমি আবার মুকুট দণ্ড গ্রহণ করলেম! (পুনরায় পুরোহিত ধৃষ্টবুদ্ধির মস্তকে রাজমুকুট দিয়া হাতে রাজদণ্ড দিলেন) এখনো বলুন, আর আপনাদের কোন আপত্তি নেই? কলিঙ্গ!

কলিঙ্গ। আপনিই কৌণ্ডিল্যের অধীশ্বর—আমি প্রতিবাদ করলেও আমার সে প্রতিবাদের কোন মূল্য থাকবে না—আমার বিদ্রোহীতার ক্রটী স্বীকার করছি—যদি দণ্ড দেবার থাকে আমায় দণ্ড দিন।

ধৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ, আমি দণ্ড দিচ্ছি তোমাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ ক'রে। (আলিঙ্গনে উদ্যত)

কলিঙ্গ। ক্ষমা করবেন—আমি প্রকৃতিস্থ নই—আমি রাজদ্রোহী—আমি আপনার মুকুট দণ্ডের প্রতি অমান্য প্রদর্শন করেছি—এ অবিচারী লোকসমাজে ঘৃণিত পাপী—এত বড় পুণ্যাত্মার আলিঙ্গনের স্পর্শ সহ্য করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই। [প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। আপনারা দেখুন—দেখুন—কলিঙ্গ এখনো প্রকৃতিস্থ নয়—এত বড় দায়িত্বের মাঝখানে কলিঙ্গকে হারালে আমি একদণ্ড বাঁচতে পারবো না।

নরোত্তম। কি বলেন তার ঠিক নেই! ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব? একটা কলিঙ্গ যায়—অমন দশটা কলিঙ্গ মুখিয়ে আছে আপনার অধীনে কাজ করবার জন্যে! অমন দধিমুখকে দধিমুখ পাচার হয়ে গেল—আপনি গ্যাঁট হ'য়ে ব'সে থাকুন রাজসিংহাসনে—ভয়টা কিসের? বড় জোর দুটো গালাগালি দেবে—তা সে চোখ বুজে কোঁৎ ক'রে গিলে ফেললেই হবে! পুরোহিত মশাই! আসুনতো, ব্যাপারখানা কি একবার দেখি! [নরোত্তম ও পুরোহিতের প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। এতদিনে পূর্ণ মনস্কাম!
আশার উর্ব্বর ক্ষেত্রে
ভাগ্যবীজ করিয়া বপন,
পাইয়াছি ফলফুলে সুশোভিত
কল্পিত সবল তরু!
আজি নূতন জীবন মোর নূতন উদ্যম—
তীব্র কালকূটে জীবন কণ্টক
নাশিয়াছি দধিমুখে; ফল তার—
আমি ধৃষ্টবুদ্ধি, কৌণ্ডিল্যের অধীশ্বর!

ফুলের মালা হাতে নমিতা আসিয়া দাঁড়াইল

নমিতা। আর আমি?

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি কে? ওঃ! তা এখানে কেন?

নমিতা। আপনার সাগর আমায় পাঠিয়ে দিলে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাগর? কেন?

নমিতা। গীত

ওগো নূতন রাজা তোমায় ফুল দিয়ে সাজাতে।
ফুলহারের পরাগ রেণু অঙ্গে তোমার মাখাতে॥
উপহারের সাধ মেটাতে,
প্রাণের তারে সুর বাজাতে,
নিরালায় বরণ দিতে ভেসেছি ভাবের তরীতে॥
বয়ে যাক প্রেমের ধারা,
যে যা বলে বলুক তারা,
প্রেমে তুমি আপন হারা মেতে থাক সেই নেশাতে॥

সাগরের প্রবেশ

সাগর। নমিতা, এসেছিস্? আমিই পাঠিয়ে দিয়েছি প্রভু! আপনি রাজা হয়েছেন— আমার আহ্লাদ রাখবার আর জায়গা নেই—! আমার পুরস্কার? হ্যাঁ—আর এই নমিতা—ও জানে—ওই বলেছে—কুমার চন্দ্রহাস—

ধৃষ্টবুদ্ধি। কুমার চন্দ্রহাস কি?

সাগর। কলিঙ্গের বাড়ীতে—

ধৃষ্টবুদ্ধি। কে বললে?

নমিতা। আমি—

সাগর। আমিও দেখে এসেছি! আমার পুরস্কার?

ধৃষ্টবুদ্ধি। পুরস্কার আশাতীত—তাকে ধ'রে নিয়ে এসো সাগর—যে কোন উপায়ে--যে কোন কৌশলে—আমার সম্মুখে! আমার অর্দ্ধরাজ্য তোমায় পুরস্কার দোবো—

সাগর। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে—.

[দ্রুত প্রস্থান।

নমিতা। আর আমার পুরস্কার?

ধৃষ্টবুদ্ধি। উপকারের প্রত্যুপকার নিতে তুমি পুরস্কার নিও আমাকে! এসো মন্ত্রণা কক্ষে—পরামর্শ আছে—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নদীতীরস্থ কুটীর সম্মুখ

দধিমুখের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী উপস্থিত

সন্ন্যাসী। এইবার এইখানে এই মুক্ত বাতাসে একটু বিশ্রাম কর।

দধিমুখ। কে তুমি বন্ধু? স্রোতের বুকে ভাসমান আমার মৃতদেহ তুলে এনে শুশ্রূষায় জীবনী সঞ্চার করলে? আহার্য্য দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে পরম বান্ধবের স্থান অধিকার করলে?

সন্ন্যাসী। আমি কিছু করি নাই—করেছেন আমার মা—জলের আকারে তিনি তাঁর স্নেহের অঙ্কে তোমায় তুলে নিয়েছিলেন—শুশ্রূষা করতে তিনিই শক্তি দিয়ে আমায় আশ্রম থেকে পাঠিয়েছেন! আমি তোমায় জল থেকে তুলেছি মাত্র—প্রকৃত রক্ষাকারিণী তিনি—আমার মা—

দধিমুখ। আবার সেই মায়ের ইঙ্গিতে তুমিই হয়তো একদিন সুযোগ পেয়ে আমার গলা টিপে ধরবে!

সন্ন্যাসী। কে বললে?

দধিমুখ। এই সংসারের নিয়ম! ছিঁটে ফোঁটা কেটে সর্ব্বত্যাগী সেজে উদারতা দেখালেই সংসার তোমায় ছেড়ে দেবে না সন্ন্যাসী—তার বিষাক্ত বাতাসে ক্ষিপ্ত হ'য়ে তোমার ভিক্ষার ঝুলিতেও দেখতে পাবে বিষের বাটী—হত্যার তীক্ষ্ণ ছুরি! যে হাতে শুশ্রূষা করেছ—সেই হাতেই মানুষ মেরে হত্যাকারী সাজবে! কে মা? কিসের মাতৃত্ব তাঁর? আমি কি ডাকিনি কখনো? আমি কি সেবা করিনি তাঁর? ডেকেছি আমার মহাবিদ্যা মাকে—ডেকেছি বিশ্বনাথ সর্ব্বমূলাধার নয়নরঞ্জন শ্রীহরিকে! তার পরিণামে কি পেয়েছি জান? পান করেছি হলাহল—বিসর্জ্জিত হয়েছি অগম জলে! মনেও করো না—এতটুকু কৃতজ্ঞতা দেখাবো তুমি শুশ্রূষায় আমার জীবন রক্ষা করেছ ব'লে! তুমিও আমায় বিষ খাওয়াবে বন্ধু—নইলে কেন আসবে এই বিষের সংসারে জন্মগ্রহণ করতে?

সন্ন্যাসী।　　　　গীত

বল মা মা মা সন্দেহ রবে না কর নূতন জীবনে নূতন সাধনা।
নব আনন্দে হৃদয় মাতিবে শত শোকের দাহনে পাবে সান্ত্বনা॥
মা ব'লে ডাকিলে পাবে মহামায়া,
হরি ব'লে ডাক পাবে তাঁর দয়া,
সন্দেহ নিয়ে বৃথা যাবে কায়া কভু পদছায়াতলে মেলে না করুণা॥

দধিমুখ। না—না বন্ধু—নূতন জীবন পেয়েছি—সংসার বক্ষে নূতন নিশ্বাস ফেলে পদচারণা করবো নবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে! সংসার আমার চক্ষে নরক—এখানে কার্য্য-কুশলতা দেখাতে হবে অত্যাচার অনাচার ব্যভিচারের দাসত্ব ক'রে! দেবতার পূজা—দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার—? কে করবে—আমি? যে একবার দাগা পেয়েছে তার সাজানো সংসার দেবদেবীর চরণে অঞ্জলি দান ক'রে—সে আবার কেন যাবে প্রতারিত

হয়ে মাটীর বুকে শুধু হতাশার নিশ্বাস ফেলতে? তুমি বিরক্ত হও—আমি তোমার এতটুকু করুণা প্রত্যাশী নই!

সন্ন্যাসী। গীত

আমি পেয়েছি সন্ধান তোমার বুকভরা অভিমান।
গরলের নেশা কাটেনি তোমার এখনো আশা গরল পান॥
পরম ওষধি এনেছি তোমার করো না ভুলে পরিহার,
চঞ্চল হৃদি শান্ত কর মিলিবে শান্তি আশার তোমার,
ধর্ম্মের ধ্বজা নাচিবে পবনে উঠিবে তোমার জয়গান॥

দধিমুখ। কি বলতে চাও—কি করতে চাও তুমি আমায় নিয়ে?

সন্ন্যাসী। শত কামনায় তোমার মঙ্গল পসরা তোমার মাথায় তুলে দিতে চাই।

দধিমুখ। না—না, আমি পারবো না তা বহন করতে!

সন্ন্যাসী। তুমিই পারবে—তোমার তাতে অধিকার আছে। তুমি নিশ্চয় কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়—এখনো তোমার পরিচয় পাইনি। বল, কে তুকি?

দধিমুখ। বলবো না—

সন্ন্যাসী। তাতে তোমার মঙ্গল হবে।

দধিমুখ। মঙ্গল? আমার মঙ্গল? স্বয়ং ভগবান এসে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেও আমার মঙ্গলানুষ্ঠানে সক্ষম নয়! যাও— যাও সন্ন্যাসী—তোমার নিজের মঙ্গল তুমি খুঁজে দেখ! কেন তুমি আমায় বাঁচালে? তোমারি জন্য কলুষিত সংসারে স্মৃতির তাড়না সহ্য ক'রে বেঁচে থাকতে হবে।

সন্ন্যাসী। তুমি বাঁচতে চাও না?

দধিমুখ। না! খানিকটা বিষ এনে দাও—আমি খেয়ে আত্মহত্যা করি—তুমি টেনে ফেলে দাও নিকট-প্রবাহিনী নদীর জলে বৈষম্যতাড়িত জর্জ্জরিত মৃত দেহটাকে!

সন্ন্যাসী। মায়ের আদেশ—তোমাকে বাঁচতেই হবে! বেঁচে থেকে মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে হবে—মাকে ডাকতে হবে—তার করুণা আকর্ষণ করতে হবে!

দধিমুখ। মায়ের আদেশ? সত্য বলছো মায়ের আদেশ? কই, কোথায় তোমার মা?

সন্ন্যাসী। ঐ আশ্রমে—দেখবে এসো মায়ের মঙ্গল ঘট!

দধিমুখ। ঐ মঙ্গল ঘট বিদীর্ণ ক'রে প্রকট হবেন তোমার মা? দেখতে পাবো তাঁর এলায়িত কুন্তল—স্বর্ণকীরিট স্বর্ণাভরণ পরিহিত বরাভয়দায়িনী স্বলোকবাসিনী উজ্জ্বল মূর্ত্তি? দেখতে পাবো তাঁর অভয় করুণা? যদি না পাই—তবে সন্ন্যাসী ঐ ঘট তোমারই সম্মুখে আমি নদীর জলে ডুবিয়ে দোব—খেলাঘরের পুতুলখেলার প্রস্তর খণ্ডের মত! এসো, দেখে আসি আমি তোমার বিশ্বাসের মঙ্গল ঘট!

[সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিঙ্গের বাটী—প্রাসাদ শিখর

চন্দ্রহাস

চন্দ্রহাস। **গীত**

হরি তোমারি করম পথে।
তুমি রেখে গেছ করম সাধিতে আপনি আনিয়া সাথে।
তোমারি করমে জীবন সঁপেছি,
তোমারি শ্রীপদে শরণ লয়েছি,
তব নামামৃত কণ্ঠে ধরেছি বসাইয়া মনোরথে॥

নন্দলালের প্রবেশ

নন্দলাল। দাদু ভাই!

চন্দ্রহাস। দাদু! কই, তোমার লাঠি কই?

নন্দলাল। লাঠি কি হবে? তোমায় নিয়ে আজ ঘোড়া ঘোড়া খেলবো! মুখে লাগাম বেঁধে আমি টকাবগ্ টকাবগ্ ক'রে চলবো—তুমি আমার পিঠে চ'ড়ে—'এই ডাইনে যাও—এই বাঁয়ে যাও'—ব'লে ছিপটী মারবে—আমি অমনি—কেমন দাদু ভাই? যদি বল হাতী হও—হাতী হবো—নদর-গদর করতে করতে থপ্ থপ্ ক'রে চলবো? যদি বল বাঘ হ'তে—বাঘ হবো, সিংহী হবো, তোমায় কাঁধে ক'রে তড়াক তড়াক ক'রে লাফাবো—কেমন দাদু ভাই—এ্যাঁ? আমি ঘোড়া হই, তুমি পিঠে চাপো—কেমন? (ঘোড়া হইল) নাও চাপো—ঘোড়া কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? ঘোড়ায় চাপো—হেট্ হেট্ কর—নইলে ঘোড়া রাগ ক'রে

আস্তাবলে চলে যাবে! (খেলায় নিরস্ত হইয়া) কেন দাদু ভাই, খেলবে না কেন? কা'র ওপর রাগ করেছ—ধীরা-মা বকেছে বুঝি?

চন্দ্রহাস। না দাদু, তুমি একগাছা লাঠি নিয়ে একবার আমার সঙ্গে চল! ধাত্রী-মা চুপি চুপি কাকে বলছিল—আমার বাবাকে কে মেরে ফেলেছে! আমি শুনতে পেয়েছি! হ্যাঁ দাদু, সত্যি? তাই কি ধাত্রী-মা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে?

নন্দলাল। কে বললে তোমার বাবাকে মেরে ফেলেছে? তোমার বাবা কোথায় বেড়াতে গেছেন! আজ না হয় কাল—কাল না হয় আরো দু'দিন পরে—না হয় আরো পরে তিনি আসবেন বই কি! ফিরে এসে তিনি তোমায় কত আদর করবেন—তোমাকে চন্দ্রহাস ব'লে ডাকবেন। দুষ্টলোকে তোমায় মেরে ফেলবে ব'লে ভয় দেখিয়েছে তাই ধীরা-মা তোমায় এখানে নিয়ে এসেছে!

চন্দ্রহাস। কেন, কে আমায় মেরে ফেলবে?

নন্দলাল। ঐ যারা পরের ভাল দেখতে পারে না—দু'বেলা কেউ খেয়ে আঁচালে হিংসেয় যাদের বুকখানা চড় চড় ক'রে ফেটে যায়—যারা সভাসমিতি ক'রে কর্ত্তা হয়ে পরের সর্ব্বনাশে মন্ত্রণা দেয়—যারা আকাশের চাঁদ ধ'রে দেবে ব'লে লোভ দেখিয়ে শেষে বিষের বাটী হাতে তুলে দেয়—এ ষড়যন্ত্র তাদেরই।

চন্দ্রহাস। কেন, আমি কি করেছি তাদের?

নন্দলাল। তুমি এখন কিছু না করলেও, বড় হয়ে ভবিষ্যতে এমন একটা কিছু করতে পার—এমন একটা কৈফিয়ৎ চাইতে পার—যে প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেবার পূর্ব্বেই শিউরে উঠে তোমার পায়ের তলায় তারা মাথা নত ক'রে করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করবে!

চন্দ্রহাস। ওঃ! তাই তারা আমায় হত্যা করবে? তাই ধাত্রী-মা আমায় এখানে লুকিয়ে রেখেছে? দাদু, তোমার ক'গাছা লাঠি আছে?

তার একটা আমায় দাও—একটা তুমি নাও—দেখিয়ে দাও কে আমায় মেরে ফেল্‌তে চায়! তুমি আমি দু'জনে সামনে দাঁড়িয়ে তাদের শাসন ক'রে আসবো।

নন্দলাল। যাবো—দাদু ভাই যাবো—আজ নয়—দু'দিন বাদে। তাদের কাঁচা মাথাগুলো ফুটিফাটা করতে গাছকতক নতুন লাঠি পাকাতে দিয়েছি কড়ুয়া তেল মাখিয়ে! তেল খেয়ে লাঠিগুলো পুরুষ্টু হোক্—গাঁটে গাঁটে লোহা ঢালাই হোক—তখন এই নন্দলাল—ওরে দাদু ভাই—এক-ধার থেকে সব লালেলাল ক'রে দিয়ে আসবে! ওরে, নন্দলেঠেল রাজার চাকর—সে মনিব মারার প্রতিশোধ নেবে না?

চন্দ্রহাস। আমি রাজার ছেলে—এমনি ক'রে আমি ঘরের কোণে লুকিয়ে থাক্‌বো? দাদু, তুমি থাকতে? ধাত্রী-মা থাকতে?

নন্দলাল। তাইত—তুমি আমার সোণার চাঁদ রাজার ছেলে—রাজার বেটা রাজা—আমার দাদু ভাই—ওরে আমার বুকের মাণিক—(কোলে লইয়া) তুমি লুকিয়ে থাকবে? আদর ক'রে আমি তোমায় সিংহাসনে বসাবো না? দেশের সবাই দেখবে না—সারা রাজ্যিটা তোমার রূপে আলো হয়ে যাবে না? তবে আর এতদিন আমি লাঠি ধ'রে করলুম কি?

চন্দ্রহাস। (কোল হইতে নামিয়া) না, আমি তোমার কোন কথা শুনবো না—আমি এখনি যাবো—

নন্দলাল। আচ্ছা, তাই হবে—এখন একদান ঘোড়া ঘোড়া খেলি এস।

চন্দ্রহাস। না, আমি কাণামাছি খেলবো—একদান—তার বেশী নয়—তোমার চোখ বেঁধে দেবো—কাপড় নিয়ে আসি— [দ্রুত প্রস্থান।

নন্দলাল। আমি দিচ্ছিরে বাবু—না বড় জ্বালাতন করে দেখছি—কাঁহাতক সাম্‌লে সাম্‌লে রাখি বলতো? [প্রস্থান।

কলিঙ্গ ও ধীরার প্রবেশ

কলিঙ্গ। চন্দ্রহাস কোথা ?

ধীরা। তার দাদুর সঙ্গে খেলা করছে! আপনার নন্দলালের সে দাদু ভাই!

কলিঙ্গ। যাক্, চন্দ্রহাসের প্রতিপালন সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত—! একদিকে স্নেহ-প্রবণ শক্তিমান নন্দলাল, অন্যদিকে মাতৃজগতের আদর্শ-মূর্ত্তি ধীরা—তুমি! কিন্তু শত্রু ঘুমিয়ে নেই ধীরা, তারা নিশ্বাসে অন্বেষণ করছে চন্দ্রহাসের—মাটী খুঁড়ে অন্বেষণ করছে চন্দ্রহাসের—প্রত্যেক পল্লীতে প্রত্যেক গৃহে চর নিযুক্ত ক'রে অন্বেষণ করছে চন্দ্রহাসের! ধীরা, সাধনা কর—ভগবানের কাছে শক্তি ভিক্ষা কর—যেন কুমার চন্দ্রহাসকে রক্ষা করতে আমরা অসাধ্য সাধনও করতে পারি!

ধীরা। ভদ্র! বুদ্ধিহীনা নারী আমি—ভগবান বুকভরা স্নেহ দিয়েছেন সন্তান পালনের—কিন্তু জানি না তার শক্তি কতটুকু! সর্ব্বদাই আতঙ্ক—প্রতি মুহূর্ত্তে শিউরে উঠি। পাখীর স্বরে শত্রুর কলরব শুনতে পাই—শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দে শত্রুর পদশব্দ মনে হয়—বাতাসে শত্রুস্পৃষ্টির ভ্রম হয়! চন্দ্রহাসের অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমি চঞ্চল—মানসিক দৌর্ব্বল্যে আমি ত্রস্ত! ভবিষ্যতের অভাবনীয় সর্ব্বনাশী চিত্র আমার মনের দর্পণে প্রতি-ফলিত হয়ে আমায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায়! আমার চোখের সামনে থেকে আমার সাজানো প্রদীপ বুঝি নির্ব্বাপিত হয়ে যায়! আমি শক্তিহারা—যুক্তিহারা—বুঝি এতটুকু শক্তি নেই আমার চন্দ্রহাসকে রক্ষা করবার! ওগো ভদ্র—ওগো রাজভক্ত বিশ্বাসী দেবতা—রক্ষা করুন আপনি চন্দ্রহাসকে—চন্দ্রহাস আপনার—চন্দ্রহাস আপনার—

কলিঙ্গ। ধর্ম্ম সাক্ষী, ভগবান সাক্ষী, আমার দেহ, মন, জীবন, অস্তিত্ব সাক্ষী—চন্দ্রহাস আমার রাজা—আমি তার সত্যাশ্রয়ী রাজ্যরক্ষী

রাজভক্ত প্রজা ! আমার উপর বিশ্বাস অবিশ্বাস নিয়ে তুমি চিন্তায় কাতর হয়ো না ধীরা ! যখন চন্দ্রহাসকে রক্ষা করবো ব'লে ধর্ম্মের নামে শপথ ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছি, তখন শত কৃতঘ্নতার ফলে—নীচ নৃশংসতার তাড়নায়—এ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজসেবক সঙ্কল্প হ'তে বিরত হবে না !

ধীরা। জানি ধর্ম্মবীর, নিজের সঙ্কল্পকে দৃঢ় না করলে, এত বড় শত্রুতার মাঝখান থেকে কুমার চন্দ্রহাসকে নিজের গৃহে এনে স্থান দিতেন না ! কর্ত্তব্যের সকল তত্ত্ব না জেনে আপনি নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে কুমারকে আশ্রয় দেন নি ! উপকারের প্রত্যুপকার পাবার পরিবর্ত্তে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হবে নীতিবিরুদ্ধ ধর্ম্ম অপলাপকারী নির্ম্মম নিষ্ঠুরের কঠোর কুঠারাঘাতে, তা জেনেও এ মহৎ কার্য্যে বিরত হ'ন নি ! বিধাতার সাম্রাজ্যে তার কি পুরস্কার নেই ? দয়া-দাক্ষিণ্য মহত্ত্ব-ঔদার্য্য নিয়ে এই পরোপকার ব্রতের পুরস্কার কি ভগবান দেবেন না ? হে সাধু কর্ম্মবীর, আপনি জয়ী হোন আপনার সাধনকার্য্য সম্পন্ন ক'রে !

কলিঙ্গ। ধীরা, দাঁড়িয়ে তোমার প্রশংসাবাদ শুনলেই আমার সাধনব্রত সম্পন্ন হবে না ! শত্রুর চক্রান্তে আমরা জীবন্মৃত—অথবা দাঁড়িয়ে আছি জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে ! ধীরা, আমি অপমান করেছি ধৃষ্টবুদ্ধির—আমি খুলে দিয়েছি তার মুখোসপরা মুখখানি সভাগৃহের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে—ধৈর্য্য হারিয়ে কোষমুক্ত করেছি আমার তীক্ষ্ণ তরবারি তার শির লক্ষ্য ক'রে রক্ত আঁখির বিরুদ্ধে ; সে কি প্রতিশোধ নেবে না তার ? ভেবে দেখবে না—কে তাকে অপমান ক'রে গেল ? ঘৃণিত, অহঙ্কার দৃপ্ত কাপুরুষ নরহন্তা চক্রান্ত সৃষ্টি করেছে আমার বিরুদ্ধে ! ধীরা, আমি দিব্য নেত্রে দেখতে পাচ্ছি—আমার ভবিষ্যৎ গাঢ় অন্ধকার, তথাপি ধর্ম্মের ইঙ্গিতে পরিচালিত কলিঙ্গ প্রকৃতি-বিপ্লবে পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে থাকবে অচল অটল, কর্ত্তব্যের ধ্বজা হাতে নিয়ে।

ধীরা। আমিও দাঁড়াবো বীর আপনার কর্ত্তব্যের পূজার যোগ্য উপচার হাতে নিয়ে! আমি দাঁড়াবো জগতের বুকে সন্তানের মা—আমার মাতৃত্ব নিয়ে—আমার ধর্ম্ম নিয়ে—আমার সাধনা নিয়ে! এই প্রকৃতি-বিপ্লবে পৃথিবী রসাতলে ডুবে গেলেও ধ'রে থাকবো আপনার জয়ের নিশান, আপনার রাজভক্তির নিদর্শন প্রচার করতে! আমিও ঘুমোইনি কর্ম্মবীর—জেগে আছি উদ্দাম মনোবৃত্তি জাগরিত করতে! শত্রুর হিংসার দৃষ্টিকে পদদলিত করতে আমি হবো সুপ্তসিংহিনী—রক্তপিয়াসী পিশাচী—নরহন্তার করালিনী রাক্ষসী! আপনাকে জেগে থাকতে হবে আমার প্রতিহিংসার আগুনে ইন্ধন যোগাবার সাহায্যে।

কলিঙ্গ। ধন্য ধীরা, সন্তান রক্ষায় তোমার এই অদম্য চেষ্টা আমাকেও বিস্মিত করেছে। আজ সালঙ্কারা দনুজদলনী মূর্ত্তিতে তুমি দাঁড়িয়ে আছ আমার সম্মুখে সারা বিশ্ববাসীকে অভয়দান করতে! ভগবান করুন, এ করুণা দুর্গ হ'তে তোমার সন্তানকে ছিন্ন করবার শক্তি যেন সর্ব্বতোভাবে প্রতিহত হয়! ধীরা, আমি একবার ধৃষ্টবুদ্ধির কূট কৌশলের সন্ধান নিতে যাবো, খুব সাবধানে থেকো!

ধীরা। ফিরে আসুন—আমিও স্নান ক'রে আসি! কুমার এখন আপনার নন্দলালের সঙ্গে খেলায় উন্মত্ত।

[উভয়ের প্রস্থান।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ

চন্দ্রহাস। দাদু, এইবার আমায় ধর—আমি লুকিয়েছি—হাত দিয়ে যেন বাঁধন খুলো না, তাহ'লে আবার চোর হ'তে হবে। (একস্থানে লুকাইল)

চোখ-বাঁধা নন্দলালের প্রবেশ

নন্দলাল। না গো দাদু ভাই: না—খুলবো কেন? ধরতে পারলে কিন্তু তুমি চোর হ'বে! কই, টু দাও—

চন্দ্রহাস। টু—(নন্দলাল চক্ষু বাঁধা অবস্থায় খুঁজিতে লাগিল)

[সহসা নমিতা প্রবেশপূর্ব্বক ইসারায় সাগরকে ইঙ্গিতে ডাকিল—সাগর ক্ষিপ্রহস্তে বস্ত্রখণ্ডে চন্দ্রহাসের মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়া তাহাকে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইল—নমিতাও পলায়ন করিল]

নন্দলাল। কই, টু দাও, তা নইলে আমি খেলবো না! দাদু ভাই! ও দাদু ভাই! আরে যাও, মাঝে মাঝে টু না দিলে কখনো খেলা হয়? আচ্ছা—তুমি যখন চোর হবে, আমিও দুষ্টুমী করবো, তখন যদি একটা টু দিইতো কি বলেছি! টু দেবে না তো? দেবে না তো? তবে আমি খেলবো না, যাও! (চোখের বাঁধন খুলিয়া ফেলিল) ও, এখান থেকে আবার অন্য জায়গায় গিয়ে লুকোনো হয়েছে! দাদু ভাই, আর খেলবো না—এই দেখ আমি চোখ খুলে ফেলেছি—আর লুকোতে হবে না—এইখানে এসো একটা গল্প বলি—দাদু ভাই—ও দাদু ভাই—

ধীরার প্রবেশ

ধীরা। নন্দলাল! সাগর এসেছিল বাড়ীর মধ্যে—আমায় দেখতে পেয়ে পালিয়ে গেল—তার বুকের মধ্যে কাপড় জড়ানো কি একটা—ভাল বুঝতে পারলুম না—আর একটী মেয়ে তার সঙ্গে ছিল—কে, আমি চিনতে পারলুম না—

নন্দলাল। সাগর?

ধীরা। হ্যাঁ, কুমার কোথা?

নন্দলাল। আমার চোখ বেঁধে দিয়ে চোর চোর খেলছিল, বুঝি দুষ্টুমী ক'রে লুকিয়ে আছে! দাদু ভাই—দাদু ভাই—

ধীরা। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস! নন্দলাল! আমার সন্দেহ হচ্ছে—সাগর এসেছিল যখন বোধ হয় সে সর্ব্বনাশ ক'রে গেছে! চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস—

নন্দলাল। খুঁজে দেখ ধাত্রী, তা যদি সত্য হয়—তাহ'লে এই দিনের বেলায়—আমি বেঁচে থাকতে চোখের ওপর ডাকাতি হয়ে গেল? দাদু ভাই!

ধীরা। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস— [প্রস্থান।

নন্দলাল। যদি তাই হয়—যাবে কোথায় সাগর? গভীর সাগরতল থেকে আমার দাদু ভাইকে টেনে নিয়ে আসবো! পাপীদের মন্ত্রণাগার ভেঙে তচ্‌নচ্‌ কর্‌বো! তাদের মুণ্ডুগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে গেণ্ডুয়া খেলবো! রাজকুমারকে যদি না পাই—যদি আমার দাদু ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতে না পাই—তাহলে বুঝিয়ে দোবো সবাইকে— কে এই নন্দলাল! সাগর? সে তো একটা কাদার পুতুল, তাকে পায়ে করে পিষে ফেলবো—দাদু ভাই—দাদু ভাই— [প্রস্থান।

[নন্দলালের এই উক্তির মধ্যে নেপথ্যে ধীরার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল—"চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস!"]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কৌণ্ডিল্যনগর—রাজসভা

নর্ত্তকীগণ

নর্ত্তকীগণ। **গীত**

আমরা ফুল বাগানের ফোটা ফুল।
হাওয়ায় হাসি দুলে ফুলের মরম খুলে, প্রিয়ার কাণে যেন প্রিয় দুল॥
সজাগ তরুণ তার সবুজ পাতা,
সলাজ বধূর চোখে ঘোমটা লতা,
ফুলের আশায় তার চোখের নেশায় ফুল ভুলে আসে অলিকুল॥
কত মনোভুল—যৌবনে তার নাই কুল—
ভুলের জীবন নিয়ে ফোটে ফুল—
মোহিনী ফোটা ফুল সোহাগী অনুকুল শুধায় ঝরে—মরণ প্রতিকুল।

সুন্দরের প্রবেশ

সুন্দর। বা মরে যাই বাঃ, তোরা তো নাচবি ভাল গাইবি ভাল—তোদের নাচগান দেখিয়ে মহারাজের কাছে পুরস্কার পাবো! কিন্তু আমার রাঙা বউ নমিতা সুন্দরীর আক্কেল কি? নাচ শিখে নাচতে এসে এমন ভেস্তে গেল যে, আমায় এখন হরিমটর ভাজতে হবে! যাতো ধ'রে নিয়ে আয়তো রাঙা বউকে! [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান] কি সর্ব্বনাশ—যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই! আমার রাঙা বউ—আমার ঘরের স্ত্রী—নাচতে শিখে দু'পয়সা রোজগার করে ব'লে ভেস্তে যাবে? তা যদি হয় তাহ'লে নেচে-গেয়ে আমি মাটী রসাতল দেবো!

গীত

সুন্দর। ওগো আমার প্রিয়া।
আমার ঘরে জ্বালতে প্রদীপ এখন জ্বালছো কোথায় গিয়া॥

গীতকণ্ঠে নমিতার প্রবেশ

নমিতা। রোজই জ্বালি সাজিয়ে ডালি জ্বালছি দু'দিন যেথায় আমার হিয়া॥
সুন্দর। আমার প্রাণের বেচা-কেনা হলো না এই হাটে,
নমিতা। কথায় কথায় সকল কাজে থাকিস যে তুই চ'টে,
সুন্দর। তাই কি আমার ঘরের লক্ষ্মী উড়ে বেড়াও উড়ো পক্ষী,
নমিতা। আমার ঘরের চেয়ে বাইরে ভাল মনের ঘরের সাক্ষী,
সুন্দর। তোর গলায় দড়ি,
নমিতা। তাতে লাগবে কড়ি,
সুন্দর। পরের দোরে প্রাণ বিকিয়ে দিলি,
নমিতা। আমার মনের মতন তুই কইবা হ'লি,
সুন্দর। গয়না কড়ির লোভে গোল্লায় গেলি,
নমিতা। মনের মানুষ তারেই বলি মন রেখে হই মনমোহনের প্রিয়া॥

নমিতা। এই দেখ, গলার হার—পরের দোরে না গেলে, তুই গরীব গুরবো মানুষ—পাবি কোথায় যে দিবি?

সুন্দর। বলিহারী তোর আধুনিক রুচি! নরকে যা—নরকে গিয়ে খুব ঘুরে ঘুরে রোজগার কর! পরের সঙ্গে মিশতে শিখেছিস—ঘরের স্বামী মনে ধরবে কেন? তুই নাচতে শিখে আমার মাথায় চড়ে নাচবি তা কি জানি? এইবার বিত্তের পুঁটুলী বেঁধে খুব নেচে মরগে।

নমিতা। হ্যাঁরে, কোথায় চল্‌লি?

সুন্দর। যেদিকে দু'চক্ষু যায়—এখানে আর থাকছি না—তুই পরের মন যোগাবি আর আমি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকবো—তার চেয়ে বনে যাওয়া ভাল! ঘরের বউ যদি গরীব স্বামীর সঙ্গ ত্যাগ ক'রে বিলাসের উপাদান পেয়ে পরের গৃহে বাসনা চরিতার্থ করে, তবে সে গরীব স্বামীর বনে যাওয়াই ভাল—তাই যাচ্ছি—

নমিতা। আমিও যাবো—

সুন্দর। দূর, তুই তো বেশ আছিস, এখানে থাক না!

নমিতা। না, আমি যাবো—

সুন্দর। যাস যাবি, না যাস না যাবি—আমার বয়ে গেল—আমি এই চললুম। [প্রস্থান।

নমিতা। ওরে দাঁড়িয়ে যা—দাঁড়িয়ে যা—এই দেখ পরের দেওয়া গলার হার ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি! ওরে ফিরে আয় মিনসে—ফিরে আয়—

[প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ

ধৃষ্টবুদ্ধি। একি, শূন্য কক্ষ! কেউ আমার কাছে আসতে চায় না—মনে হয় সবাই আমায় ত্যাগ করেছে! কিন্তু আমি জানি—সংসার আমায় ত্যাগ করলেও ঈশ্বর আমায় ত্যাগ করেনি! সংসারের এ অবজ্ঞার প্রতিকার করতে হ'লে, হয় প্রতিশোধ নয় মৃত্যু! কলিঙ্গের অপমান, নরোত্তমের বিদ্রূপ সহ্য ক'রে বেঁচে থাকা অসহ্য! যারা পরপদলেহী তুচ্ছ চাটুকারের দল, তারা অন্তরে অন্তরে কাল-বিষধর হয়ে আমার কাছে

অগ্নিতুল্য বিশ্বাসঘাতক ! আমার কাছে তাদের জীবনের মূল্য পাদুকার আবর্জ্জনা।

মুখ-বাঁধা চন্দ্রহাসকে লইয়া সাগর উপস্থিত

সাগর। কুমার চন্দ্রহাস—

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাগর ! চন্দ্রহাসকে পেয়েছ ? খুলে দাও—খুলে দাও—মুখের বাঁধন খুলে দাও ! (সাগর চন্দ্রহাসের মুখের বাঁধন খুলিয়া দিল) চন্দ্রহাস, আমার কাছে এসো—

চন্দ্রহাস। না, আপনাকে দেখে আমার ভয় হচ্ছে—আপনার চোখ থেকে আগুন বেরিয়ে আসছে—আমায় পুড়িয়ে মারবেন !

ধৃষ্টবুদ্ধি। কে বললে ?

চন্দ্রহাস। আমি শুনেছি—আপনি আমায় কেটে ফেলবেন—

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাগর ! শুনছো ? হাঃ—হাঃ—হাঃ, চন্দ্রহাস বলছে—আমি তাকে কেটে ফেলবো ! চন্দ্রহাস নিজের কাণে তা শুনেছে ! ওঃ, তাই বুঝি তুমি কলিঙ্গের বাড়ী লুকিয়েছিলে ?

চন্দ্রহাস। হ্যাঁ, নগরকোটাল মশাই আমাদের নিয়ে গেছলেন—ধাত্রী-মা আমায় কোলে ক'রে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেল ! আমায় কেউ বাড়ীর বাইরে আসতে দিত না—বল্‌তো আমায় কে কেটে ফেল্‌বে ! কাকামশাই, বাবা তোমায় কত ভালবাসেন—আপনি আমায় কত ভালবাসতেন ; তবে সাগর-দা কেন আমায় বেঁধে নিয়ে এলো আপনার কাছে? সত্যি, আপনি আমায় কেটে ফেলবেন ? না কাকামশাই, আমার মা নেই—আমায় কেটে ফেললে বাবা কাঁদবেন, ধাত্রী-মা কাঁদবে—কলিঙ্গ-কাকা—নন্দলাল দাদু—সবাই কাঁদবে ! কাকামশাই, আপনার পায়ে ধরি আমায় কাটবেন না—আমি আপনাকে খুব ভালবাসবো ! আপনার ছেলে মদনকে আপনি কাটতে পারবেন ? তাকেও যেমন লাগবে, আমাকে কেটে ফেললেও যে তেমনি লাগবে কাকামশাই !

ধৃষ্টবুদ্ধি। হুঁ, কলিঙ্গ—নন্দলাল—ধাত্রী—কিন্তু সবার উপরে চন্দ্রহাস—তোর এই মুখখানিই আমার চিন্তার বিষয়! সাগর, বেঁধে ফেল এই মুখ—

চন্দ্রহাস। না—না—(সাগর চন্দ্রহাসের মুখ বাঁধিল)

ধৃষ্টবুদ্ধি। নিয়ে যাও সেই নির্দ্দিষ্ট মশানে গভীর বনমধ্যে আমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করতে! [চন্দ্রহাসকে লইয়া সাগরের দ্রুত প্রস্থান] এই রীতি! অগ্নি যখন গৃহ দগ্ধ করে, তখন সে ভাবে না, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাস যখন পৃথিবী বক্ষ ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন সে ভাবে না, উপবাসী ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দুল নিরীহ মেষশাবককে সম্মুখে পেয়ে সে শোণিত শোষণ করতে ভাবে না! তবে দ্বিধা কিসের—সঙ্কোচ কিসের? ভূমিকম্পের কর্ত্তব্য পৃথিবীকে রসাতলে স্থান নির্দ্দেশ করা—

মদনের প্রবেশ

মদন। বাবা—বাবা—

ধৃষ্টবুদ্ধি। কে—মদন? কি চাও?

মদন। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস—মা বললেন—চন্দ্রহাসকে অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। তোমার জননীকে বলগে—চন্দ্রহাস গিয়েছে মশানে প্রাণবলি দিতে!

মদন। বাবা!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কেন মদন?

মদন। **গীত**

ফিরায়ে আন সে রতনে।
আমি সাথী হয়ে তার নয়ন আসার মুছাইব করে যতনে॥
তারে মায়ের কোলে সঁপিব,
অমিয় কথা কহিব,
সুখের সায়রে মিলন গীথি গাহিব সান্ত্বনা দিব জীবনে॥

ধৃষ্টবুদ্ধি। মদন, এখান থেকে যাও—

মদন। বাবা, চন্দ্রহাসকে দাও, মা বলেছেন—চন্দ্রহাসকে সঙ্গে নিয়ে যেতে—

ধৃষ্টবুদ্ধি। যাও মদন, অবাধ্য হয়ো না—

মদন। চন্দ্রহাসকে না পেলে—

ধৃষ্টবুদ্ধি। কি? ওরে অবাধ্য বালক, এই পদাঘাতে—(পদাঘাত)

সহসা নরোত্তমের প্রবেশ

নরোত্তম। আ-হা-হা, করলেন কি মহারাজ? অজ্ঞান অবোধ বালক, তার অপরাধটা কি হলো যে, এমনি ক'রে পদাঘাতে—তার ওপর নিজের পুত্র—শাসন করতে হয় ভাল কথায়—

ধৃষ্টবুদ্ধি। না নরোত্তম, আমি আমার পুত্রকে প্রশ্রয় দিতে বসিনি—আমি শাসন করতে বসেছি আমার বিদ্রোহী প্রজার!

নরোত্তম। এই এতটুকু প্রজা—একে শাসন করতে হবে পদাঘাতে?

ধৃষ্টবুদ্ধি। হ্যাঁ, তোমার অসহ্য হয় তুমি এ স্থান ত্যাগ করতে পার!

নরোত্তম। না—না, আমার বেশ ভাল লাগছে! পাঁচটা পাঁচ রকম দেখা ভাল! নিজের ছেলে ব'লে শাসন করবেন না—একি অন্যায় কথা? আমার ঠাকুর্দ্দার এই রকম রাগ ছিল—শুনেছি এক চড়ে তিনি একটা হাতী মেরেছিলেন—তাঁর মেজাজও ছিল সর্ব্বদাই তেরিয়া—গরম কত! গায়ে শাল-দোশালা চাপাতেন তাও একেবারে গরম আগুন! আমাদের গাঁয়ে উনুন জ্বলতো না! বিকেল বেলায় দেশের গিন্নিবান্নিরা আমাদের বাড়ী আসতো—রুটী বেলতো—আর ঠাকুর্দ্দার শালখানা পেতে তার ওপর ফেলে দিত—দেখতে দেখতে ফোঁস ফোঁস ক'রে রুটীগুলো ফুলে উঠতো আর দিস্তে দিস্তে রুটী তৈরী হতো! জল মাখিয়ে, ঘি মাখিয়ে রুটীর একেবারে আগুশ্রাদ্ধ হয়ে যেতো! এ সব গল্প কথা দাঁড়িয়েছে মহারাজ! বুঝে দেখুন, আমার ঠাকুর্দ্দার মেজাজটা কি রকম গরম ছিল—যাকে মারবো

বলতেন সে শুনেই ম'রে যেতো ! সে কাল আর নেই মহারাজ ! নইলে একটা পদাঘাত সহ্য করে ছেলেটা এখনো বেঁচে আছে !

ধৃষ্টবুদ্ধি। তোমার গল্প শোনা আমি প্রয়োজন মনে করি না !

নরোত্তম। যে আজ্ঞে—কিন্তু পদাঘাতটা—

ধৃষ্টবুদ্ধি। পদাঘাতের প্রয়োজন হয়েছিল—

সাধনার প্রবেশ

সাধনা। কিন্তু সে পদাঘাত শুধু পুত্রের উপরেই পড়েনি মহারাজ, পুত্রের জননীও সে আঘাত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছে !

ধৃষ্টবুদ্ধি। রাজ্ঞী, তুমি এখানে ? এ সভাগৃহ—রাজরাণীর যোগ্য স্থান নয়।

সাধনা। মহারাজের অনুকম্পায় আজ আমি রাজরাণী—রাজা প্রকৃতি-পুঞ্জের আজ আমি রক্ষাকারিণী জননী—এখন আমার কর্ত্তব্য নয় মহারাজ, অন্তঃপুরে শুধু বিলাসের সামগ্রী হয়ে প'ড়ে থাকা ! এখন আবদ্ধ-সীমার বাইরে যদি প্রলয় ঝটিকা বয়ে যায়, আমার কর্ত্তব্য সেই গণ্ডীর শত বাধা অতিক্রম ক'রে প্রকৃত মা হয়ে আসন্ন বিপদে সন্তানকে রক্ষা করা ! তুমি রাজা—রাজ্য শাসন করবে তুমি—আর সহধর্ম্মিণী আমি, আমার এতটুকু কর্ম্মদক্ষতা নিয়ে তোমার এতটুকু সাহায্য করতে পারবো না ? তুমি সাম্রাজ্যবাসীর প্রতিপালক পিতা—আমি সন্তানপালিকা জননী !

ধৃষ্টবুদ্ধি। না—না, এ তোমার নিন্দনীয় কার্য্য ! মদনকে নিয়ে তুমি অন্তঃপুরে যাও—

সাধনা। এরই মধ্যে ? মদনকে পদাঘাতের কার্য্য শেষ হয়ে গেছে ? তার ব্যথার অশ্রু মাটীতে না পড়তেই—তুমি ধৈর্য্য হারিয়ে মায়ায় আকুল হয়ে উঠলে ? এই, দেখ মহারাজ, আমি অঞ্চলে তার গণ্ডের নয়নাশ্রু মুছিয়ে দিচ্ছি ! তুমি আরও পদাঘাত কর সন্তানকে—চোখের জলে মাটীর পৃথিবী গ'লে সেও জল হয়ে যাক্ ! শুধু পুত্র তোমার বিদ্রোহী নয়—তোমার যত্নে

গড়া এই রাজরাণীও বিদ্রোহীণী! তাকেও শাসন কর—তাকেও পদাঘাতে তুমি কীর্ত্তি অর্জ্জন কর—আমরা মাতা-পুত্রে তোমার পদাঘাত প্রত্যাশী!
(মদনকে লইয়া ধৃষ্টবুদ্ধির পদতলে বসিল)

ধৃষ্টবুদ্ধি। চল নরোত্তম ঠাকুর, রাজরাণীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরাই সভাগৃহ পরিত্যাগ ক'রে যাই। [প্রস্থানোদ্যত]

সাধনা। তার পূর্ব্বে আমার একটা প্রার্থনা শুনে যাও—

ধৃষ্টবুদ্ধি। কি প্রার্থনা?

সাধনা। চন্দ্রহাস কোথা?

ধৃষ্টবুদ্ধি। ভগবান জানেন—

সাধনা। না, ভগবানকেও ছাপিয়ে উঠে, তাঁর চক্ষেও ধূলি দান ক'রে তুমি তাকে লুকিয়ে রেখেছ!

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমি?

সাধনা। হ্যাঁ, তুমি সাগরের হাতে তুলে দিয়েছ তাকে তোমার কু-অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমি? সাগরের হাতে? চন্দ্রহাসকে? নরোত্তম ঠাকুর—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

নরোত্তম। মহারাজ, অত হাসবেন না, হঠাৎ শোক বা রাগের উপর হাসিতে হৃদ্‌পিণ্ডটা খারাপ হয়ে যেতে পারে; কারণ বুকের কাজটা এখন একবগ্‌গা হয়ে চলেছে কি না! এই কি আপনার হাসির সময়—এরপর মহারাণীর কথায় আপনাকে কাঁদতে হবে! এই বেলা হাসির দমকা ঝাপটাটা চট্‌ ক'রে সরিয়ে দিন! নইলে আমিও হেসে দম ফেটে মরে যাবো! আমার বাবার হাসির ব্যায়রাম আছে—অনেক সময়ে রোগের খাতিরে হাসি না পেলেও ধার ক'রে হাসতে হয়! ও ধেরো হাসি হেসে ফল কি মহারাজ?

ধৃষ্টবুদ্ধি। হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

সাধনা। ও হাসির ঘটা আমি বুঝতে পেরেছি মহারাজ! ঐ হাসির অবকাশে চক্রান্ত সৃষ্টি হচ্ছে—নিজেকে অপরাধ মুক্ত করতে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কিসের অপরাধ রাজ্ঞী? আমি সরল ভাবেই পথ চল্‌ছি! যদি আমার রাজকার্য্যে ত্রুটী হয়ে থাকে, তোমরা আমায় যুক্তি দাও! আমি তো এমন বলি নাই যে, কোন দিন কারো যুক্তি আমি গ্রহণ করবো না!

সাধনা। আমি কোন যুক্তি-তর্কের মীমাংসায় এখানে আসিনি—আমি চাই চন্দ্রহাসকে—

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি যেখান থেকে পার তাকে নিয়ে এসো তোমার অঞ্চল আশ্রয়ে, আমার কোন আপত্তি নাই! আহা, বেচারী পিতৃহীন সন্তান—

সাধনা। সে কোথায় তুমি জান না?

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমি দুঃখিত তার অবস্থায়—

সাধনা। সাগর তবে কোথায় নিয়ে গেল তাকে?

ধৃষ্টবুদ্ধি। তাই না কি? সাগর? চন্দ্রহাসকে নিয়ে এসেছে? সাগর? আমি তাকে পুরস্কৃত করবো—

সাধনা। মহারাজ! তোমার পায়ের তলায় প'ড়ে কাতর আর্ত্তনাদে জানাচ্ছি—এই একটী নিবেদন—চন্দ্রহাসকে ফিরিয়ে দাও— সারা জগত তোমার সকল অবিচার বিস্মৃত হবে—এই একটী পুণ্য কীর্ত্তিতে! নইলে তুমি থাকবে না—আমি থাকবো না—মদন থাকবে না—তোমার সাধের ঐশ্বর্য্য পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—শ্মশান সাম্রাজ্যে একমুষ্টি ভস্মের উপর নৃত্য করবে শকুনি গৃধিনী! ওগো স্বামী—ওগো দেবতা—বাঁচ তুমি সকল পাপ থেকে—আমি সাধনা করবো তোমার জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ আকর্ষণ করতে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। স্তব্ধ হও! চন্দ্রহাস কোথা—আমি জানলেও তা বলবো না!

সাধনা। বলবে না ?

ধৃষ্টবুদ্ধি। না—

সাধনা। কিন্তু ধর্ম্ম আছে—আছে রক্ষাকর্ত্তা ভগবান !
ধ্বংস হবে সব বিধির ইঙ্গিতে
হিংসার আচারে চন্দ্রহাসে করিলে সংহার !
ভেবে দেখ স্বামী—কি কার্য্য করেছ !
হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার ভাঙি'
জাগাইয়া নিদ্রিত বিবেকে
করহ জিজ্ঞাসা—
আকাশের কোন্ মণিময় সিংহাসন হ'তে
সাধনার সুখসূর্য্য ফেলেছ ভূতলে !
বীরাচারী পরম ক্ষত্রিয় তুমি,
রণস্থলে বীরের সংগ্রামে
কোটী কোটী নররক্তে মিটে না পিয়াসা,
তাই রক্ত আশে
ক্ষুদ্রমতি শিশুনাশে সঙ্কল্প তোমার ?
ভেবে দেখ, তীক্ষ্ণধার মহাখড়্গে
ছিন্ন করি জীবন্ত মৃণালে
বৃন্তচ্যুত অফুটন্ত সোণার কমলে
কাল মহানলে অকালে শুকাতে চাও !
কিন্তু ধর্ম্ম যদি সত্য হয়,
গুরু পূজা—ইষ্ট পূজা—
পরিণামে মঙ্গল মিলায় যদি,
তবে শত ঝটিকায়, শত বজ্রাঘাতে,
তীক্ষ্ণধার অসির সম্মুখে,

প্রদীপ্ত ভাস্কর সম, চন্দ্রহাস স্বতেজে আপন,
রহিবে উন্নত শির হিমাদ্রি সদৃশ ;
চক্রান্তের কাল বিষধর
বিস্তারি অযুত ফণা, পারিবে না
দংশনে গরল ঢালি জীবন নাশিতে !
এখনও সতর্ক হও,
ফিরে এসো ধ্বংসের ও ঘৃণ্য পথ হ'তে !

ধৃষ্টবুদ্ধি । ভুলেছ কি রাজ্ঞী —
কি সম্বন্ধ তোমায় আমায় ?
তাই শত তপ্ত শলাকার মত
বাক্যবাণ করিছ বর্ষণ ?

সাধনা । না না, ভুলি নাই স্বামী !
ভুলিতাম যদি, তবে
বাক্যবাণ প্রয়োগের না হইত প্রয়োজন !
দেশবাসী কবে তুমি স্বামী মম,
আর তুমি রবে দাঁড়াইয়া
পাপের বেদিকা গড়ি, ভর দিয়া পদযুগে,
স্ফীত বক্ষে উন্নত গ্রীবায়
তুলিতে মাথায় জগতের অভিশাপ রাশি,—
তাপে যার আমিও শুকায়ে যাবো,
নিন্দা যার আমারে দহিবে,
মর্ম্মজ্বালা যার ধৈর্য্য ধরি আমারে সহিতে হবে—
সে যে সহের অতীত মম !
সারাটী জীবন ব্যাপী
তোমা সনে সম্বন্ধে জড়িত—

তাহা ভুলিবার নয়—মুছিবার নয়—
তাই যুক্তি দিয়ে, স্বার্থ দিয়ে,
অনুরোধে আবেদনে জানাই চরণে—
বাঁধ হিয়া মায়ার বাঁধনে—
লালসা আগুনে নাহি দাও বিসর্জ্জন
সর্ব্ববিধ লোকাচার নীতি সমুদয় !

ধীরা ও নন্দলালের প্রবেশ

ধীরা। সাগর ! সাগর ! কই, কোথায় সাগর ? সাগর আমার চন্দ্রহাসকে নিয়ে এসেছে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাসকে ? সাগর তাকে কোথায় পেলে ? তুমিই ত' চন্দ্রহাসকে এই কয়দিন লুকিয়ে রেখেছিলে ! ছেলে চুরি করলে তুমি—দোষ দিচ্ছ সাগরের ?—আর যদিই সে চুরি ক'রে থাকে, তাহ'লে সে তোমার মতই অপরাধী !

ধীরা। হ্যাঁ, আমি অপরাধী—কিন্তু আমি তাকে চুরি করেছিলুম স্নেহ আর সান্ত্বনা দিতে, কিন্তু সাগর তাকে অপহরণ করেছে তাড়নায় তার জীবন সংহার করতে !

ধৃষ্টবুদ্ধি। তা আমি কি করবো বল ? না হয় সেই অপরাধে আমিও সাগরের জীবন সংহার করতে পারি। যাও, আমি বিচার ক'রে তাকে দণ্ড দেবো ! এ রাজসভা—তুমি, নন্দলাল—এখানে দাঁড়ালে ধর্ম্মাধিকরণের অমর্য্যাদা করা হয়।

নরোত্তম। ঠিকইতো, তোমরা জোর ক'রে দিন দুপুরে আকাশে চাঁদ উঠিয়ে জ্যোৎস্না ভোগ করতে চাও না কি ? যিনি মরছেন, তাকে শান্তিতে মরতে দাও না বাপু ! যদি বেঁচে ওঠে সে ভগবানের হাত যশ—তোমরা হাঁক পাঁক করলে চলবে কেন ? শুধু চোখ চেয়ে দেখে যাও—

বাঁচা অদৃষ্টে থাকে বাঁচুক না—সোনার অট্টালিকা হোক—হাতীশালে হাতী থাকুক—ঘোড়াশালে ঘোড়া থাকুক—বিয়ে-থা হোক—ছেলে-পিলে হোক—সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক—শুধু দেখে যাও—কথা কইলেই গণ্ডগোল—

সাধনা। নরোত্তম ঠাকুর! আপনার মত দৃষ্টি নিয়ে জগতে দাঁড়ালে জগৎ দিন দিন নিম্নস্তরেই নেমে যাবে! মানুষের ভুলের সংশোধন না করলে ভুলই জগতের করণীয় কার্য্য হয়ে দাঁড়াবে! ধৈর্য্য মানুষের পরম ধর্ম্ম, কিন্তু সে ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে। আপনার মন্ত্রণা বাতুলতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়!

ধীরা। রাণী মা! তুমি সাম্রাজ্যের নূতন রাণী! বল মা, তুমি জগতের আশীর্ব্বাদ চাও, না অভিশাপ চাও?

সাধনা। আশীর্ব্বাদ লাভ কি সবার অদৃষ্টে ঘটে মা? আমার রাণীত্ব শুধু অভিশাপ কুড়ুতে।

ধীরা। এ কথা বলতে পারলে মা? সুদূর গগন প্রান্তে একটী একটী ক'রে উজ্জ্বল তারকা ডুবতে চলেছে, দেখতে দেখতে পূর্ণিমার চাঁদ রাহুর করালগ্রাসে অদৃশ্য হয়ে যায়, তুমি সাধন শৃঙ্খলায় তার প্রতিকার ক'রতে একটীবার চেয়ে দেখবে না? অনিয়মে আকাশের গ্রহ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে মাটীতে আছড়ে পড়েছে, চেতনে অচেতনের উপদ্রব, জীবে জড়তার উদ্ভব, পূর্ণ মঙ্গল ঘটের নিরঞ্জন, তুমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখবে—কথা কইবে না? তুমি যদি জেগে ওঠো মা, তবে আনন্দে নীরব সাগর স্ফীত বক্ষে মন্দাকিনীর গৌরবে ফুলে উঠবে—জ্যোৎস্নালোকে কুসুমে কোমল সরল হাসি ফুটে উঠবে—তারার মালা জাগ্রত হবে—পৃথিবী বক্ষে আশীর্ব্বাদের বন্যা ছুটে আসবে! মাগো, তুমি সন্তানের জননী—সন্তানকে বাঁচাও—

সাধনা। দেখ মহারাজ, এ কলঙ্ক কার? তোমার না আমার? কে বুঝবে জননীর বুকের স্পন্দন? আমি না তুমি? ধাপে ধাপে কে

আমাকে নিন্দার নরকে নিক্ষেপ করছে? আমি নিজে না তুমি? দাও মহারাজ, আমাকে মৃত্যুর পথ দেখিয়ে দাও, সংসারে মা হওয়ার বড় জ্বালা—বড় মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা!

নন্দলাল। এই দীনহীন দাসের একটা নিবেদন মহারাজ! রাজবৃত্তি-ভোগী আমি—আপনাদেরই নির্দ্দিষ্ট গৃহে দাস্যবৃত্তি করি—জীবন পণ ক'রে আপনাদেরই জন্য লাঠি ধ'রে শত্রুর গতিরোধ ক'রে আসছি—আজীবন সত্য ছাড়া মিথ্যার পূজা করিনি—দাসত্ব ছাড়া প্রভুত্বের কল্পনা করিনি—আজ এই দীনের একটী মাত্র প্রার্থনা পূর্ণ করতে আপনি কি কাতর হবেন?

ধৃষ্টবুদ্ধি। কি চাও তুমি?

নন্দলাল। আমার বুক থেকে সাগর আমার অজ্ঞাতে খেলার শিশু চন্দ্রহাসকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, তাকে আমার এই বুকের মাঝে ফিরিয়ে দাও রাজা!

ধৃষ্টবুদ্ধি। বাঃ, চমৎকার—অবহেলায় রত্ন হারালে তোমরা—আর সেই রত্ন আমায় খুঁজে আনতে হবে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে? চন্দ্রহাসকে এত ভালবাস যদি তোমরা, তাকে তোমরাই খুঁজে আন—এনে আমার এই বুকের উপর ধর—আমিও তোমাদের মত ভালবাসবো তাকে! আহা, সে পিতৃ-মাতৃহীন বেচারী—

ধীরা। ভালবাসবে রাজা? ঠিক আমার মত—ঠিক নন্দলালের মত? সত্যই মহারাজ, সে ভালবাসার সামগ্রী! সবার বুকজোড়া ভালবাসায় সে বাঁচুক! তার মা বিশ্বাস ক'রে আমার ভালবাসার বুকে সঁপে দিয়ে স্বর্গে চ'লে গেছেন, আমি পক্ষী শাবকের মত তাকে আঁকড়ে ধরেছিলুম; আমায় ডাকতো মাসী মা—আমি সংসার ভুলে যেতুম—আমি স্নেহের চুম্বনে তার রাঙা গাল রাঙিয়ে তুলতুম! সে নিষ্পাপ—সে সরল—সে শিশু—সে আমার প্রাণ—পাপিষ্ঠ সাগর তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে আমার কোল থেকে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমিতো এখনো বলছি, তোমরা সাগরকে ধ'রে এনে দাও আমার সম্মুখে—আমি তাকে দণ্ড দোবো!

নন্দলাল। তুমি আদেশ দাও রাজা—সাগরের ছিন্ন মুণ্ড নিয়ে এসে তোমায় উপহার দোবো! সে বিশ্বাসঘাতক—সে পারে না এমন কাজ জগতে তার নেই! সে অর্থ পিশাচ—তাকে তুমিই পাঠিয়েছ প্রভু অর্থের লোভ দেখিয়ে চন্দ্রহাসের জীবন সংহারে! বল রাজা—কোথায়? কোন্ শ্মশানে কিম্বা মশানে? কোন্ পর্ব্বতে কিম্বা অরণ্যে? বল, কোন স্বার্থে চন্দ্রহাসের জীবন সংহারের প্রয়োজন? তার প্রাপ্য রাজ্য তাকে দেবার ভয়ে? সে ভবিষ্যতে তোমার প্রাণ সংহার করতে পারে তার ভয়ে? সে ঐশ্বর্য্যের উপর ব'সে থাকলে তোমার সন্তান-সন্ততি ভিক্ষুকের মত সেই দিকে তাকিয়ে থাকবে তার আশঙ্কায়? কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি রাজা, সে তা চাইবে না—তাকে আমি ভিক্ষুক সাজাবো—দীনতা শেখাবো—লালসার বুকে পদাঘাত করতে শেখাবো! শুধু তার প্রাণ ভিক্ষা দাও—এই একটী মাত্র নিবেদন প্রভু—ভৃত্যের এই নিবেদন।

ধীরা। হ্যাঁ মহারাজ, আপনার এই ধর্ম্মাধিকরণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আপনার পত্নী-পুত্রকে সাক্ষ্য রেখে—সবার বড় ভগবানকে সাক্ষ্য রেখে বলছি—আপনি আদেশ দিন কুমার চন্দ্রহাসকে প্রেতমন্দিরের উপসাধক সাগরের পৈশাচিক নৃশংসতার হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে—বলুন তার রক্তপিয়াসী লোল রসনা ছিন্ন ক'রে সাগরের প্রেতকার্য্য সম্পন্ন ক'রে চন্দ্রহাসকে ফিরিয়ে আনতে—তাহ'লে আর এই নন্দলাল আর ধাত্রীকে এখানে দেখতে পাবেন না। আমরা কুমারকে বুকে নিয়ে আপনার সকল কণ্টক অপসারিত করতে এ রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবো! তন্ন তন্ন ক'রে অন্বেষণ করলেও আমাদের খুঁজে পাবেন না! মহারাজ, কুমারকে মুক্তি দিন—

নন্দলাল। রাজা—রাজা, কুমারকে মুক্তি দাও—

সাধনা। ওগো স্বামী, বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড চৌচির হ'য়ে গেল স্নেহের করুণ-কণ্ঠের আর্ত্তনাদে! তোমার সহধর্ম্মিণীর অনুরোধ—কুমার চন্দ্রহাসকে মুক্তি দাও!

মদন। বাবা, সন্তানের বুকে পদাঘাত কর—তাকে হত্যা কর—তবু তোমার সন্তানের অনুরোধ—চন্দ্রহাসকে মুক্তি দাও!

নরোত্তম। মহারাজ, বিবেকের একটু ক্ষীণ আলোক-রশ্মি সম্মুখে রেখেও, ঘুমন্ত ছিন্ন বীণাতে সুরের ঝঙ্কার দিতে কোমল করের স্পর্শ সৃষ্টি করুন! আমারও অনুরোধ—ভূতপূর্ব্ব মহারাজ দধিমুখের কুমারপুত্র চন্দ্রহাসকে মুক্তি দিন!

কলিঙ্গের প্রবেশ

কলিঙ্গ। ব্যর্থ অনুরোধ! ও হৃদয় এতটুকু চঞ্চল হবে না ভূলোক-দ্যুলোক ত্রিলোকবাসীর অনুরোধে! দেখতে পাচ্ছেন, কত স্থির শান্ত ঐ মূর্ত্তি! ঝড় উঠবে না অথচ নৌকা ডুবি হবে! দেখতে পাবেন স্বচ্ছ সরোবরের ফুল্লকমল সদৃশ সরল মুখের প্রাণারাম হাসির ছবি—অথচ নিশ্বাসে বেরিয়ে আসবে ধ্বংসকরী গরলের স্রোত! অনুরোধে দেখতে পাবেন স্নিগ্ধ করোজ্জল দীপের নয়নাভিরাম সুকোমল রশ্মি কিন্তু অন্তরের তাপে নিভে যাবে সেই আলোর মালা ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক প্রভা বিস্তার করে। অনুরোধে নয়—দৈব নির্ভরতায় নয়—পুরুষকারের দম্ভে নিজের চেষ্টায় বাঁচাতে হবে রাজকুমারকে! ছুটে যাও ধীরা—ছুটে যাও নন্দলাল—পাহাড়তলীর ভগ্ন কালীমন্দিরের জঙ্গলে সাগর নিয়ে গেছে চন্দ্রহাসকে বলিদান দিতে।

নন্দলাল। বলিদান দিতে?

ধীরা। সেকি—চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস—

সাধনা। আকুল হয়ো না ধীরা—আমার আদেশ—কুমারকে উদ্ধার ক'রে, এক হাতে সাগরের ছিন্নমুণ্ড আর এক হাতে জীবন্ত চন্দ্রহাসকে নিয়ে

ফিরে আসবে ! আশাতীত পুরস্কার—মায়ের বুকে সন্তান তুলে দেবার পুরস্কার—
[মদনকে লইয়া সাধনার প্রস্থান।

ধীরা। নন্দলাল, আমরা যাবার পূর্ব্বে চন্দ্রহাস বেঁচে থাকবে তো ? আমি তাকে জীবন্ত কোলে নিয়ে তার মুখে মাসী-মা ব'লে ডাক শোনবার অবসর পাবো তো ?

নন্দলাল। ভয় কি ধীরা—সেখানে ভাঙা মন্দিরে মা আছেন তাঁর সন্তানকে রক্ষা করতে ! সে কি যে সে মা—সারা বিশ্বখানাকে সন্তান ব'লে বুকে তুলে নেয় ! ধীরা, বুক বেঁধে চোখের জল মুছে আমার সঙ্গে এসো—
[নন্দলাল ও ধীরার প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। তারপর ? নরোত্তম ঠাকুর—তুমি কিছু করবে না ?

নরোত্তম। আজ্ঞে করবো বই কি—বাড়ী গিয়ে গরম গরম দু'টী ভাত খেয়ে একটু নাক ডাকাইগে—
[প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। বিদ্রোহ—বিদ্রোহ—কিন্তু জানে না কেউ এ বিদ্রোহীতার পশ্চাতে ছুটে যাবে তাদের জীবন্ত মারণ অস্ত্র—
[তরবারি উন্মোচন করিয়া প্রস্থানোদ্যত।

কলিঙ্গ। (ক্ষিপ্র হস্তে তরবারি উন্মোচন করিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির তরবারিতে আঘাত করিয়া) সে মারণ অস্ত্র প্রতিহত হয় কলিঙ্গের শত্রু বিমর্দ্দন তীক্ষ্ণ অস্ত্রে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। (প্রকৃতিস্থ হইয়া) ও, আমি ভুল করেছি—তুমি যে আমার মন্ত্রী—আমার দক্ষিণ হস্ত—

কলিঙ্গ। কিন্তু স্মরণ থাকে যেন—মন্ত্রী হত্যা করেছিল রাজা দধিমুখকে বিষ খাইয়ে ; কলিঙ্গও বিষ তৈরী করছে তার মন্ত্রীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে রাজা ধৃষ্টবুদ্ধির প্রাণ সংহারে !
[প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। তাই না কি ? বিষের রাজ্য বিষের বাটিতে ধ্বংস হবে ? না কলিঙ্গ—সে বিষ তোমারি প্রাপ্য !
[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

পাহাড়তলী—ভগ্ন কালীমন্দির

সিদ্ধেশ্বরী

সিদ্ধেশ্বরী। **গীত**

কাহার ইঙ্গিতে শব্দ সজ্ঘাতে সাধনা ইঙ্গিতে আমি কপালিনী।
বিষে কি অমৃতে আঁধারে আলোতে কোন্ জলধি হ'তে শিবের শিবানী॥
কোন্ আবাহনে কোন্ সে মন্ত্রে কোন্ জাগরণে কি নবতন্ত্রে,
কোন্ সে অতীতে মিলনে দ্বন্দ্বে কি মহাছন্দে সমর রঙ্গিণী॥
হাসি কি রোদনে মালা চন্দনে জাগ্রত আমি কি ধ্যানে বন্দনে :—
কাহার করমে এলায়িত কেশা কালোরূপে করে আলোর পিয়াসা,
প্রেমিকা আমি প্রেমিকের আশা, বাতাস পরশে প্রকৃতি মোহিনী॥

সিদ্ধেশ্বরী। এই পরিত্যক্ত প্রান্তরে রচিত হয়েছিল কত যত্নে আমার সাধনা মন্দির! কত অবহেলায় তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বৈষম্যের করস্পর্শে চালিত মোহান্ধ জীব লোক দেখানো পূজা করতো আমার কত ঘটা ক'রে নৈবিদ্যের থালা সাজিয়ে—আজ সেখানে শৃগাল-কুকুরের আর্ত্তনাদ! একদিন সাজিয়ে দিয়েছিল তারা মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে আলোর মালা—আজ সেখানে অন্ধকার! ভেবেছে, এখানে তাদের মা নেই—তাই মন্দিরের সংস্কার হয় না—তাই রৌদ্র জল সহ্য ক'রে মা প'ড়ে আছে এই পরিত্যক্ত প্রান্তরে! ভেবেছে, তাদের মা এখানে দস্যুতা ক'রে রক্তপানে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে—তাই চন্দ্রহাসকে নিয়ে আসছে এই ভগ্ন মন্দিরের গভীর অরণ্যে তাকে বলিদান দিতে। কিন্তু ওরে চন্দ্রহাস—এ তোর বৈষ্ণবী-মা—রক্তপানে তৃষ্ণা নিবারণ করে না— বৈষ্ণব আচারে অকাতরে এ মা নিজের বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে।

[প্রস্থান।

মুখ-বাঁধা চন্দ্রহাসকে লইয়া সাগরের প্রবেশ

সাগর। হ্যাঁ, এইখানে চুপটী ক'রে দাঁড়া! এইবার মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে কড়া ক'রে হাত দু'খানা বেঁধে ফেলি। (তাহাই করিল)

চন্দ্রহাস। না—না, সাগর-দা, তুমি আমায় অমন ক'রে বেঁধো না। আমি তো তোমার কোন অনিষ্ট করিনি? ঐ অস্ত্রে তুমি আমায় হত্যা করবে? সাগর-দা, তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল—তুমি এত বড় নিষ্ঠুর—আমায় পশুর মত হত্যা করবে? তুমি আমায় কতদিন কোলে নিয়ে বেড়িয়েছ—কত আদর করেছ! আজ আমার কেউ নেই ব'লে তুমি আমায় হত্যা করবে?

সাগর। তা কি এখনো বুঝতে পারিসনি? মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধির আদেশ—তোকে কেটে ফেলে রক্তমাখা হাতে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আমায় পুরস্কার দেবেন লক্ষ স্বর্ণমুদ্র—আর অর্দ্ধেক রাজ্য? ওঃ, তোর মুণ্ডের এত দাম? তোকে কাটলে আমি রাজা হবো! ওঃ, মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধি বলেছে—আমি রাজা হবো—

চন্দ্রহাস। তুমি অর্থলোভে আমায় হত্যা করবে? এই নাও আমার গায়ের অলঙ্কারগুলিও খুলে দিচ্ছি, দয়া করে আমায় ছেড়ে দাও, আমি বড় হয়ে যখন রাজা হবো, তোমায় অনেক অর্থ দোবো—তুমি কত অর্থ চাও? অনেক—অনেক অর্থ দোবো!

সাগর। ওঃ, তুমি বড় হ'য়ে আমায় অর্থ দেবে, তবে আমি ভোগ করবো? ততদিনে বাঁচি কি মরি তার ঠিক নেই, আর তাই বিশ্বাস ক'রে আমি সামনে থেকে রত্নের পাঁজা সরিয়ে দোবো? হ্যাঁ, অত বোকা আমি নই! ওঃ, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা—আমি রাজা হবো—আর অলঙ্কারগুলো? ও গুলোতো ফাউ—

চন্দ্রহাস। সাগর-দা, তোমার প্রাণে কি এতটুকু দয়া হয় না? সাগর-দা, আমার কেউ নেই—তোমার হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আমায় বুকে তুলে নাও! আমাকে ভাই বলে আশ্রয় দাও।

সাগর। বাপরে—তাহ'লে আমার গর্দ্দানা যাবে—

চন্দ্রহাস। না সাগর-দা, ভগবান তোমায় রক্ষা করবে!

সাগর। আরে থাম—ভগবান রক্ষা করবে!—ভগবান তোকেও রক্ষা করতে পারবে না! আমার অদৃষ্টে জ্বল্ জ্বল্ করছে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা—ঝল্ ঝল্ করছে একটা সোনার রাজ্য! ভগবান আমাকে রাজা করতে চলেছে, আর তুই ছোঁড়া মিছে বক্ বক্ করছিস্—আমায় কেটোনা—বুকে তুলে নাও—! শুধু কাটবো? কেটে দশ টুকরো করবো—বিশ টুকরো করবো! ভগবানের বাবার ক্ষমতাও নেই তোকে রক্ষা করে!

চন্দ্রহাস। তা নয় সাগর-দা—ভগবান যদি সত্য হয়, বাঁচা যদি আমার অদৃষ্টে থাকে, নিরাশ্রয়ের সহায় ভগবান তোমার হাতের খড়্গ কেড়ে নিয়ে তোমাকেই খণ্ড খণ্ড ক'রে কেটে ফেলবে—ভগবান দয়াময় ইচ্ছাময়—তাঁর দয়ার সীমা নাই—ইচ্ছার তুলনা নাই—

চন্দ্রহাস। **গীত**

তাঁর নাম রেখেছি দয়াময়।
আমার দয়ার নিধি দয়াল হরি ডাকলে সে কি দূরে রয়॥
নিদয় ভরা আঁধার কালো,
মুছিয়ে হরি জ্বালবে আলো,
তাঁর ধর্ম্ম ভাল কর্ম্ম ভাল দয়া তাঁহার ভুবনময়॥
তাঁকে পাওয়া যায়—মনোমন্দিরে তাঁকে পাওয়া যায়,
তাঁর রাঙা পদতলে পরাণ স'পিলে মনোমন্দিরে তাঁকে পাওয়া যায়,
আমার প্রাণের হরি মদনমোহন শ্মশানে মশানে দিবে জয়॥

সাগর। আরে রেখে দে তোর দয়াময়—ও সব ভক্তিটক্তি রাখ! অলঙ্কারগুলো একটা একটা ক'রে খুলে ফেলে ঘাড় নীচু ক'রে বোস্—আমি ধড়্ থেকে মুণ্ডুটা নাবিয়ে দিই! যত দেরী হচ্ছে, মনে হচ্ছে যেন আমার চোখের সামনে থেকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পালিয়ে যাচ্ছে—তাদের যেন ডানা গজিয়েছে—উড়ে উড়ে মেঘের কোলে লুকিয়ে যাচ্ছে।

চন্দ্রহাস। ঐ স্বর্ণমুদ্রার মত তোমার জীবনের সকল সাধ আশা ভবিষ্যৎ ঐ মেঘের কোলে লুকিয়ে যাবে! আমাকে হত্যা করলে—ভেবেছ কি তোমায় শাস্তি দেবার কেউ নেই? ভেবেছ কি দয়াময় হরির দয়ায় আমি বঞ্চিত? ভেবেছ কি ঐ ভাঙা মন্দিরের মা বিগ্রহের বুক থেকে পালিয়ে গেছে? সাগর-দা, তোমার পায়ে ধ'রে কেঁদেও যদি তোমার দয়া না পাই, যদি নিষ্ঠুর পাষাণের মত আমায় হত্যাই কর—তবে আমার ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হরি এসে আমায় রক্ষা করবেন—মন্দিরের ঐ মা এসে আমায় বুকে তুলে নেবেন! বধ কর সাগর-দা—আর আমি তোমাকে ভয় করি না!

সাগর। ওরে,যমের বাড়ী যাবার সময় মানুষের ভয়-ভক্তি কিছুই থাকে না! আর থাকলেই বা হচ্ছে কি—যম তো আর ছেড়ে কথা কইবে না! আমিও আজ সেই যমের দোসর—আমায় ভয় করলে তুই মুণ্ডু দিবি কি ক'রে? আমি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা হাতে নিয়ে ধেই ধেই ক'রে নাচবো কি ক'রে? নে—নে, ব'সে যা—ব'সে যা—আমার হাতের অস্ত্র লক্ লক্ করছে—শুভক্ষণে কোপটা হয়ে গেলে বাঁচি। নে, অলঙ্কার খুলে দে!

চন্দ্রহাস। আমি তো আর আপত্তি করছি না সাগর-দা! আমি ম'রে গেলে তুমি নিজের হাতে সব খুলে নিও! হরির চরণে, ঐ মায়ের চরণে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে সংসার থেকে বিদায় নেবার সম্মতি পেয়েছি! কেবল বিদায় নেওয়া হয়নি বাবার কাছে, বিদায় নেওয়া হয়নি আমার ধাত্রী মার কাছে, কলিঙ্গ কাকার কাছে, নন্দলাল দাদুর কাছে! সাগর-দা, আমার জন্য তারা কাঁদলে তাদের সান্ত্বনা দিও—বলো—আমি হাসতে

হাসতে তোমার অস্ত্রের তলায় মাথা পেতে দিয়েছি, আমার একটুও লাগেনি—আমি ম'রে শান্তি পেয়েছি।

সাগর। তা যাকে যেমন বলতে হয় বলবো বই কি—যাকে যেমন বোঝাতে হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে বই কি? লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার পাবো—এর জন্য যেমনটী করা দরকার তেমনটী মানিয়ে করতে হবে বই কি! আহা, ভাঙা মন্দিরের মা আমার হাসছেন—আহা, মুখ রাখিস মা মুখ রাখিস—করক'রে স্বর্ণমুদ্রার ধামা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে তুইও খিল্ খিল্ ক'রে হাস—আমিও হাসতে হাসতে দম ফেটে ম'রে যাই! (খড়্গ উত্তোলন করিয়া) মার—মার—এইবার বলিদান—

চন্দ্রহাস। হরি হরি, পদ্মপলাশলোচন—রক্ষা কর—রক্ষা কর! জয় তারা—জয় তারা—

সাগর। জয় তারা—জয় তারা—(হত্যায় উদ্যত এমন সময় নেপথ্যে ধীরার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস—নন্দলাল—এই দিকে—আমি আর্ত্তনাদ শুনতে পেয়েছি"—) কে? নন্দলাল? ধীরা? তারা আসছে চন্দ্রহাসকে বাঁচাতে? না না—চন্দ্রহাস, তোর বাঁচা হবে না!

চন্দ্রহাস। ধাত্রী-মা—ধাত্রী-মা—দাদু—দাদু—

ধীরার প্রবেশ

ধীরা। চন্দ্রহাস—বাপ আমার—মাণিক আমার! (চন্দ্রহাসকে বুকে জড়াইয়া ধরিল)

সাগর। স'রে যাও—স'রে যাও ধীরা—আমার কার্য্যে বাধা দিলে তোমারও নিস্তার নেই! এখন সারা জগৎটা আমার চোখের সামনে ঘুরছে—লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আমার চোখের সামনে নৃত্য করছে! ছেড়ে দাও চন্দ্রহাসকে—আঁকড়ে ধ'রে থাকলে তাকে বাঁচাতে পারবে না!

ধীরা। বাঁচাতে পারবো না? ওরে সাগর, তবে কি জন্যে এই বনের মাঝে অশ্রুজল সম্বল ক'রে ছুটে এসেছি? কার ইঙ্গিতে—কিসের আশায়?

মায়ের বুকে ছেলে—তাকে হত্যা করতে হ'লে আমাকেও হত্যা করতে হবে! ছেলে বুকে নিয়ে আজ আমি প্রাণ বলি দোবো! ওরে নিষ্ঠুর—ওরে অর্থলোভী পিশাচ—ফেল্ দেখি তোর ঐ তীক্ষ্ণ খড়্গ আগে আমার গলায়—দেখি কত শক্তি তোর—

সাগর। ওঃ, উনি না বিইয়ে কানায়ের মা! মা বিয়োলোনা বিয়োলো মাসী, ঝাল খেয়ে মলো পাড়াপড়শী! কোথাকার কে তার ঠিক নেই—উনি ছেলের মা! স'রে যা—স'রে যা—মায়া কান্না রাখ! তুই রাক্ষসী ডাইনী—ছেলেও খাবি—আমার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রাও খাবি—

ধীরা। হ্যাঁ, ইচ্ছা করে ডাকিনী হ'য়ে তোর রক্তমাংস আমি চিবিয়ে খাই—

সাগর। তবে রে রাক্ষসী—ছাড়—ছাড়—

ধীরা। ছাড়বো না—আমার কণ্ঠহার আমি অবহেলায় পরিত্যাগ করবো না—জীবন গেলেও নয়—

সাগর। তবে তুইও মর—(হত্যায় উদ্যত)

নন্দলালের প্রবেশ

নন্দলাল। তার আগে এই দিকে ফিরে দেখ্ সাগর—আমার এক হাতে তেল চুক্‌চুকে লাঠি আর এক হাতে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার থলি! কোন্‌টা বরণ করবি? এই লাঠির ঘা না মুদ্রার ঝম্ ঝম্ শব্দ?

সাগর। এঁ্যা, স্বর্ণমুদ্রা? ঐ থলিতে? নন্দলাল, আমায় দেবে?

নন্দলাল। যদি চন্দ্রহাসকে আমাদের কোলে ফেলে দিয়ে তুই এই বন ছেড়ে পালিয়ে যাস্! এই নে মুদ্রার থলি! একটী একটী ক'রে গুণে দেখ্ এতে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আছে। আমার আজীবন সঞ্চিত রত্ন এর কতকটা অংশ—আমার মনিব কলিঙ্গ দেবতা অবশিষ্ট পূর্ণ ক'রে দিয়েছে! দেখ্—হাতে ক'রে দেখ্!

সাগর। সত্যি ? কই দেখি—(থলি হাতে লইয়া দেখিল নন্দলাল, এই আমি মুদ্রার থলি নিলুম—চন্দ্রহাস তোমাদের—এই আমি খড়্গ ফেলে দিলুম – আমি মুদ্রা পেয়েছি—আর আমি চন্দ্রহাসকে কাটতে চাই না—আমি বাড়ী যাই—বাড়ী গিয়ে গুণে দেখবো !

নন্দলাল। দাঁড়া, রাজা ধৃষ্টবুদ্ধিকে কি বলবি গিয়ে ?

সাগর। বলবো, চন্দ্রহাসকে কেটেছি—তাকে শৃগাল-কুকুরের মুখে ফেলে দিয়েছি !

নন্দলাল। যদি তা বিশ্বাস না ক'রে – যদি ছিন্ন মুণ্ড দেখতে চায় ?

সাগর। বলবো, ছোট ছেলের ছিন্নমুণ্ড কি না, তাই ভয়ে শিউরে উঠে ফেলে দিয়েছি—রাজপথে ধরা পড়বার ভয়ে ফেলে দিয়েছি।

নন্দলাল। যদি রক্ত দেখতে চায় ?

সাগর। রক্ত ? দেখতে চাইবে না কি ? তবেই তো—

নন্দলাল। রক্ত দেখাতে হবে সাগর ! ঐ মুদ্রা দিয়েছি তোকে—আর এই নে, হাত পেতে অঞ্জলি গ্রহণ কর—আমার দেহের তপ্ত শোণিত—দু'হাতে মেখে দাঁড়াবি গিয়ে রাজা ধৃষ্টবুদ্ধির সম্মুখে—আবার পুরস্কার পাবি লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা—

সাগর। আবার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ? হ্যাঁ, হ্যাঁ—রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি দেবে বলেছে—ও, আমি আহ্লাদে মরে যাচ্ছি ! কই, রক্ত দাও—রক্ত দাও—

ধীরা। নন্দলাল, কি করছো— কি করছো—(বাধা দানে উদ্যত)

চন্দ্রহাস। দাদু – দাদু, তুমি রক্ত দেবে কি ? কেন—কিসের জন্যে ?

নন্দলাল। (ছুরী বাহির করিয়া) চুপ্ কর সবাই—শুধু কাঁদতেই শিখেছ সব, প্রতিকার করতে শেখনি ! রক্ত চাই—স্নেহের আকর্ষণে রক্ত দিয়ে পূজা করতে হয় সেই স্নেহের—আবাহন করতে হয় তার রক্তের উপাদান দিয়ে ! সাগর, রক্ত নে ভাই—রক্ত নে—(নিজের হাত চিরিয়া রক্ত দিল, সাগর তাহা দুই হাতে মাখিল)

ধীরা। নন্দলাল—নন্দলাল—কি করলে ? ওঃ—

সাগর। তোমরা চন্দ্রহাসকে নিয়ে পালিয়ে যাও—আমি মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধিকে দেখাতে যাচ্ছি—এই রক্ত চন্দ্রহাসের রক্ত—চন্দ্রহাসের রক্ত—

[প্রস্থান।

ধীরা। নন্দলাল !

নন্দলাল। তোমরা ভাবছো কেন ? দাদু, আমার সোনার দাদু, তোমার চোখে জল কেন ? আমি হাত কেটে রক্ত দিয়েছি ব'লে ? ওরে দেহের পাপ-রক্ত বিলিয়ে দিয়ে,আমি নূতন ক'রে সঞ্চয় করেছি এই বুকের রক্ত ! (চন্দ্রহাসকে কোলে লইয়া) এই দেখ দাদু, আমার জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই—আমি হাসি মুখে তোমায় বুকে নিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছিদাদু !

ধীরা। নন্দলাল, তুমি মানুষ নও দেবতা ! তুমি অমনি ক'রে পূর্ণিমার চাঁদ কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক—আমি তোমার দেব চরিত্রের পদতলে একটা প্রণাম করি ! (প্রণাম করণ)

সম্বর ও ভীলরমণীগণের প্রবেশ

সম্বর। আরে ঘণ্টাই,ধুক্‌ধুকি,খাস্তাই,জুম্বা, পিণ্ডি—আজ তারাবেটীর ভাঙা দ্বোরে মানুষের ভিড় লাগলো না কি রে ? পাহাড়তলীর মা বনে ব'সে ব'সে গাছ-পালা খেয়ে অরুচি হয়ে গেছে—তাই নগরের মেঠাই মণ্ডার সাধ হয়েছে ! কারা ডালা সাজিয়ে পূজো দিতে এলো রে ? আরে, একি দেখ দেখ—ঐ মরদটার বুকে একটা সোনার চাঁদ ছেলে। (নন্দলাল চন্দ্রহাসকে কোল হইতে নামাইয়া আসন্ন বিপদ মনে করিয়া তাহার লাঠি বাগাইয়া ধরিল) হাঁ—হাঁ—ও কি রে—নাবিয়ে দিলি বুকে থেকে—কেন বুকখানা কি পুড়ে যাচ্ছিল ? (ধীরা চন্দ্রহাসকে কাছে টানিয়া লইল) ও—না রে না, আমারই ভুল হয়েছে—ছেলে দাঁড়িয়েছে গিয়ে মায়ের আদরের আঁচলখানি ধরে ! ওরে বাবা, এ মরদ আবার লাঠিগাছটা বাগিয়ে ধরেছে দেখ্—বুঝি লড়াই দেবে—তাল খুঁজছেরে—লাঠি হাঁকড়াবে ! ওরে

লাঠিধরা মরদের পো মরদ! এখানে কি কাজে এলি রে? পূজো দিতে না লড়াই করতে?

নন্দলাল। তোমরা শুনবে আমাদের কথা—বুঝবে আমাদের প্রাণের ব্যথা?

সম্বর। হাঁ হাঁ, কেন বুঝবো না রে? আমরা মানুষ তো—না বনে থাকি ব'লে বাঘ সিঙ্গীর মত অবুঝ হ'য়ে মানুষ মেরে খাই? বল্ বল্—আমরা আবার নগরে যাবো—নতুন রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি খবর পাঠিয়েছে—ডালি নিয়ে মান দিতে যাচ্ছি।

নন্দলাল। নতুন রাজা কে?

সম্বর। ধৃষ্টবুদ্ধি! কেন, তোরা নগরে থাকিস—জানিস না—শুনিসনি?

নন্দলাল। জানি!

সম্বর। তবে?

নন্দলাল। তোমরা সরল প্রাণ—মুক্ত-বাতাসে হেসে খেলে দিন কাটাও—তোমরা এর উত্তর বুঝবে কি ব্যাধ?

সম্বর। বুঝিয়ে দিলে বুঝবো না—এ কেমন কথা বলছিস ভাই?

নন্দলাল। এর আগে কে রাজা ছিল জান?

সম্বর। দধিমুখ—সে তো ম'রে গেছে—

নন্দলাল। তাকে মেরে ফেলেছে—ঐ ধৃষ্টবুদ্ধি—

চন্দ্রহাস। কি বলছো?

নন্দলাল। চুপ্ কর দাদু ভাই—কাঁদবার সময় নয়, আশ্চর্য্য হবার সময় নয়—

চন্দ্রহাস। ধাত্রী-মা—(ধীরা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল)

নন্দলাল। বিষ খাইয়ে—

সম্বর। বলিস কি? সে যে দেবতা ছিল রে—তারপর?

নন্দলাল। ধৃষ্টবুদ্ধি রাজা হলো—আর তোমরা ডালি সাজিয়ে তার পূজো দিতে যাচ্ছ! তোমাদের খুব আনন্দ—তুমিই এদের সর্দ্দার বুঝি?

সম্বর। হ্যাঁ রে, আমি সর্দ্দার ব্যাধ—রাজার ডাকে তাকে মান্যি দিতে যাচ্ছি!

নন্দলাল। ধৃষ্টবুদ্ধি শুষ্ক ভক্তিকেও আদর ক'রে কুড়িয়ে নেয়—শুধু তার শত্রুতাকে সজাগ রাখতে! ঐ দেখ সর্দ্দার—তোমাদের প্রকৃত রাজা—মহারাজ দধিমুখের পুত্র তোমাদের সম্মুখে—ধৃষ্টবুদ্ধির অনিয়মে আজ বনের মাঝে নিরাশ্রয়—সামান্য ভিক্ষুকের চক্ষেও ভিক্ষুক মাত্র!

সম্বর। এই রাজপুত্র? মহারাজ দধিমুখের পুত্র—আমাদের দেবতার ছেলে? ওরে প্রণাম দে—প্রণাম দে—পায়ের তলায় ডালি ধরে দে।

ভীলরমণীগণ।   গীত

পরণাম লে রাজা পরণাম লে।
মানের ডালি নে দেওতা পরণাম লে॥
পরাণ জোড়া দে আশীষ্ ভরপুর,
হাওয়ার মত হাসি ঝির্ ঝির্ ঝুর্ ঝুর্,
হুকুম শিরে দে হরদম পরণাম লে॥
চাঁদের মতন থাক চিকণ-চাকণ,
গানের সুরে হোক মাদল বাদন,
মনের মতন গাই ভজন পরণাম লে॥

সম্বর। হ্যাঁরে, তোরা সব কারা?

নন্দলাল। আমি রাজার চাকর। এই মা—এই মা-মরা রাজকুমারের ধাত্রী! রাজরাণী স্বর্গে চলে যাবার পর এই ধাত্রী, মায়ের মত রাজকুমারকে প্রতিপালন ক'রে আসছে।

সম্বর। আর তোরা থাকতে—রাজার চাকর, রাজার মা থাকতে,এমন সোনার চাঁদ রাজা বনের ভেতর দাঁড়িয়ে হাপুস নয়নে কাঁদছে? আর

তোরাই বা কেমন রাজার চাকর—আর তুই বা কেমন রাজার মা—এই কচি ছেলেকে বনের ভেতর টেনে নিয়ে এলি কি ব'লে ?

নন্দলাল। আমরা কি নিয়ে আসবো ব্যাধ—রাজার ছেলে আজ বনের মাঝে তার জন্য দোষ দাও তার অদৃষ্টকে—দোষ দাও ঈশ্বরকে ! আমরা সঙ্গে আছি শুধু দুরদৃষ্টকে হটিয়ে দিতে—ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাঁর নির্ম্মম অনিয়মকে প্রতিহত করতে !

সম্বর। আরে তুই কি একটা ছেলেমানুষ না পাগল রে ? দেবতা ভগবানের সঙ্গে লড়াই কিরে ? দেবতার কাজ করছিস বল্—লড়াই করছিস শয়তানের সঙ্গে ! পদে পদে হেরে মরেছিস, তাই দোষ দিচ্ছিস ঈশ্বরের ! বলিস কিরে—দুনিয়ার একটা পুরাণো লোক তুই—তুই দোষ দিচ্ছিস ভগবানের ? বলিসনি—বলিসনি—জিব খ'সে যাবে—নরকে পচে মরবি !

নন্দলাল। দোষ দোবো না ? হাজারবার দোবো ! কে নিয়ে এলো এই এতটুকু ছেলেকে এই বনের মাঝে ? যদি ভগবান না হয়,যদি তোমার শয়তানই হয়, তবে সে শয়তানকে ভগবান দেখতে পায় না ? তার বুকটা চিরে শ্যাল-কুকুরের মুখে ফেলে দিতে পারে না ? জান ব্যাধ সর্দ্দার—এই ছেলেকে রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি রাজ্যের লোভে কাটতে পাঠিয়েছিল লোক দিয়ে —আমরা বাঁচিয়েছি—

সম্বর। তোরা বাঁচিয়েছিস ? দূর বোকা—ঈশ্বর বাঁচিয়েছেন ! যাক, যে শয়তান কাটতে এসেছিল, সেটা গেল কোথা ?

নন্দলাল। সে অর্থলোভী—তাকে অর্থ দিয়ে সরিয়ে দিয়েছি—সে আমার এই হাতের রক্ত নিয়ে ধৃষ্টবুদ্ধিকে এই কুমারের মিথ্যা হত্যার কথা শোনাতে গেছে !

সম্বর। বটে, তাহলে অনেক কাজ করেছিস দেখছি !

নন্দলাল। এখন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে—কুমারকে বাঁচানো—ব্যাধ সর্দ্দার, আমি তোমার সাহায্য চাই—এই কুমারকে বাঁচাও ! বল, এ শুনে

এখনো তোমরা রাজা ধৃষ্টবুদ্ধিকে মান্তি দিতে যাবে, না এই কুমারকে রাজা ব'লে স্বীকার ক'রে তার জীবন রক্ষা ক'রে ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলবে? কুমারকে লুকিয়ে রাখতে হবে—সন্ধান পেলে আবার নূতন ষড়যন্ত্র ক'রে হত্যা করবে!

সম্বর। তোরা বিশ্বাস করবি আমাকে? মেনে নিতে পারবি আমাকে রাজার নফর ব'লে? তা যদি পারিস, তবে দে ঐ রাজকুমারকে আমার হাতে, আমি এমনি ক'রে বুকে তুলে নিয়ে যাই আমার ফাঁকা পাহাড়ের কুঁড়ে ঘরে—আমি তোদেরই মতন বিশ্বাসী হয়ে পরাণের সবটুকু ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রাখবো—মানুষ করবো ছেলের মতন—ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলবো সেয়ানা ক'রে এই ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা করতে! কি রে বাচ্ছা, যাবি আমার ঘরে? আমি তোকে রাজা করবো!

চন্দ্রহাস। যাবো! ধাত্রী-মা, তুমিও চলো—দাদু, তুমিও চলো—

সম্বর। চল্ না, তোরাও চল্ না!

ধীরা। নন্দলাল, তাই চল—আমরাও যাই—

নন্দলাল। না ধীরা, তা হয় না--আমাদের নগর ছেড়ে যাওয়া হবে না—তাহ'লে রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি সন্দেহ ক'রে চারিদিকে চর নিযুক্ত করবে? তার চেয়ে তুমি নগরে ফিরে যাও, আমি কুমারকে ব্যাধের আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে নগরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবো—চেনা ঘরে মাঝে মাঝে এসে কুমারকে দেখে যাবো! তাই হোক ব্যাধ, নিয়ে যাও কুমারকে তোমার আশ্রয়ে, তুমিই ভগবানের মত তাকে রক্ষা কর!

ধীরা। চন্দ্রহাস! (সম্বরের কোল হইতে চন্দ্রহাস নামিয়া আসিল) তাই যাও বাবা, আমার যাওয়া হবে না—গেলে তোমাকে বাঁচাতে পারবো না! ভয় কি? আমি আসবো এখানে তোমাকে দেখতে—নন্দলাল আসবে তোমার সন্ধান নিতে! তোমাকে এখানে লুকিয়ে রেখে যাচ্ছি! আমি ভুলবো না বাবা, তোমাকে রাজা করতে আজ কোল

থেকে ফেলে দিয়ে যাচ্ছি এই বনাশ্রয়ে বনদেবীর কোলে! চন্দ্রহাস! (মুখচুম্বন করিল) এই কয়বিন্দু চোখের জল তোর বস্ত্রাঞ্চলে রেখে যাচ্ছি—যদি বেঁচে থাকি—চোখে দেখবো আমি—তুই কৌণ্ডিল্যের অধীশ্বর! ভগবান! এতে দুঃখ নেই—তুমি নিজের হাতে হতভাগ্যকে শাস্তি দাও! এই নাও ব্যাধ, আমার সন্তান—তোমাদের রাজা—ধর্ম্মের সংসারে প্রস্ফুটিত কুসুম! ফুলটীকে শুকুতে দিও না—যত্নে রেখো—

চন্দ্রহাস। ধাত্রী-মা, তোমরা যাবে না? দাদু—

নন্দলাল। ওরে, একটা বিরাট মিলনের জন্য বুক পেতে এই বিচ্ছেদ সহ্য করতে হবে দাদু! চল না, আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে কোলে ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসবো! এসো—কোলে এসো—(চন্দ্রহাসকে কোলে করিল) চল ব্যাধ—পথ দেখিয়ে নিয়ে চল! ধীরা, রত্ন চলেছে রত্ন আহরণে, তাকে আশীর্ব্বাদ কর!

ধীরা। চন্দ্রহাস—বাপ আমার! ওরে, ফিরে আয়—ফিরে আয়—(চন্দ্রহাস 'ধাত্রী-মা'—'ধাত্রী-মা' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ধীরাকে জড়াইয়া ধরিল) কেন আর আমায় জড়িয়ে ধরছিস বাবা—বুঝতে পারছি এ আমার অন্যায়—কিন্তু তোকে বাঁচতে হবে যে চন্দ্রহাস! যাও—লক্ষ্মী সোনা আমার—তোমার দাদুর সঙ্গে যাও—

চন্দ্রহাস। তবে যাই—[ধীরে ধীরে গিয়া নন্দলালের কোলে উঠিল—ধীরা ব্যতীত সকলে চলিয়া গেল—ধীরা চীৎকার করিয়া উঠিল—"চন্দ্রহাস"—"চন্দ্রহাস"—নেপথ্য হইতে চন্দ্রহাস কহিল—] ধাত্রী-মা, আমায় দেখতে এসো—

ধীরা। ওরে যাবো—যাবো! ভগবান, কেন আমায় মা সাজালে—কেন পরের ছেলেকে মা বলতে শেখালে আমার স্নেহের বুকের মাঝখানে? আর কত সইবো? আজ আমার বুকফাটা চীৎকারে আমার মাতৃত্ব কেড়ে

নাও—আমি আর মনে রাখতে পারি না—আমি মা—আমি সন্তানের মা—আমি মা—আমি চন্দ্রহাসের মা—

[প্রস্থান।

খড়্গ হস্তে সিদ্ধেশ্বরী সাগরকে করসঙ্কেতে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া আসিলেন

সাগর। একি, ঘুরতে ঘুরতে আবার সেইখানে? তুমি কি রকম সর্ব্বনেশে মেয়ে বলতো? কি মতলব তোমার? ডাকাতের মেয়ে বুঝি? ওরে বাবা—মুদ্রার থলি কেড়ে নেবে! বলি ব্যাপার কি—আমায় এত ঘোরাচ্ছ কেন?

সিদ্ধেশ্বরী। যা বলেছ—আমি ডাকাতের মেয়ে! ঐ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার থলি আগে ঐ ভাঙা মন্দিরের চাতালে ছুঁড়ে ফেলে দাও—মায়ের পূজো হবে! পূজো পাঠাওনি কেন? মা বুঝি উপসী থাকবে? তার ভাঙা মন্দিরে, তার মাথায় একদিন একটা ছাতা ধ'রে উপকার করেছিলে? তার রৌদ্র তাপ সহ্য করবার কথা ভেবে দেখেছিলে? তা ভাববে কেন—সে সময় কোথা? আমোদে ডুবে থাক তোমরা—অনাচারে অর্থের ডালি সাজিয়ে বিলিয়ে দাও—নেশার মদে মাতাল হয়ে থাক—কিন্তু মায়ের জন্য একটা মুদ্রা ব্যয় করতে তোমাদের বুক ফেটে যায়! আজ মা-ও তাই সুযোগ পেয়ে ডাকাতি করছে—ঐ মুদ্রায় মায়ের পূজো হবে—দাও—ফেলে দাও ঐ মন্দিরের চাতালে!

সাগর। ওরে বাবা, আমি যে পাগল হয়ে যাবো! আচ্ছা, তোমার এমন রূপ, অথচ ডাকাতি কর কেন?

সিদ্ধেশ্বরী। অর্থের লোভে ছেলে কাটতে এসেছিলে! ছেলে কাটবে না অথচ মুদ্রা নিয়ে বাড়ীতে যাবে—তাও কি হয়? দাও—মুদ্রা দাও—

সাগর। ও রকম করলে আমি বাধ্য হ'য়ে আত্মহত্যা করবো কিন্তু—

সিদ্ধেশ্বরী। **গীত**

যদি প্রাণ বলি দেবে মায়ের চরণে বিলায়ে দাও।
তারা ব'লে ডাক তারিবে তারিণী ত্রিতাপ স'পিয়ে অমিয় নাও ॥
পাপের রক্ত রাঙা পদে মিশে,
মুক্ত হইবে চোখের নিমিষে,
মুক্তি শঙ্খ বাজাইবে হেসে দ্বার খোলা আছে চলে যাও ॥

এসো, মুদ্রা দিয়ে যাও—আমি পূজোর নৈবিদ্যি সাজাবো!

সাগর। ওঃ, তুমি নিষ্ঠুর পাষাণী! গোলোক ধাঁধার মত বনে বনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডাংপিটে মেয়ে ডাকাতি ক'রে মুদ্রা কেড়ে নেয়—এ আমি চোখেও দেখিনি—কাণেও শুনিনি! তুমি পাষাণী—পাষাণী—রীতিমত ভয়ানক পাষাণী!

সিদ্ধেশ্বরী। হ্যাঁ, তোমাদের মা যে সত্যই পাষাণী! জান না—খর্পরধারিণী উলঙ্গিনী বামা শিবের বুকে পা ফেলে নৃত্য করে! তাই সে পাষাণী—রক্তখাগী রাক্ষসী! মুণ্ডুমালা গলায় পরে এলোকেশ দুলিয়ে বিরাট মূর্ত্তিতে সংহারিণী সাজে ঐ মা! আবার বুকের রক্ত নিঙড়ে ঢেলে দেয় ঐ মা—তখন চোখ বুজে আসে তাই দেখতে পাও না! এখন এসো—মুদ্রার থলি তোমায় মায়ের পূজোয় দিতেই হবে!

সাগর। (যাইতে যাইতে) ওঃ, এ সব ভেল্কী—ভেল্কী! চন্দ্রহাস বেঁচে গেল—আমায় কিন্তু মেরে গেল সে—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কৌণ্ডিল্যনগর উপকণ্ঠ

কল্পনা একটী লাটাই হস্তে উপস্থিত ও তাহার দড়িতে বাঁধা কালকে গুটাইতে গুটাইতে তাহার সম্মুখে টানিয়া আনিল

কাল। ভেসে যাচ্ছিলুম এক দিকে—টেনে তুললি কি মতলবে বলতো?

কল্পনা। রাজ্য পাবার পর এক দুই ক'রে ধৃষ্টবুদ্ধি রাজার পনেরটী বছর চাকার মত দেখতে দেখতে ঘুরে গেল—আর তুইও ঘুরতে ঘুরতে ডুবিয়ে দিলি! এইবার এই ষোল বছরের মাথায় একটু হিসেব ক'রে চল! (কালের কোমরের দড়ি খুলিয়া দিল)

কাল। তুই সুতো ছাড়লি কই? ঘুরোণ চাকা থামিয়ে দিয়ে আমায় টেনে আনলি কেন? যেতে দে—কাজ ক'রে যাই—

কল্পনা। এই ষোল বছরের ঘণ্টায় ঘা পড়তেই—যারা শিশু ছিল বালক হলো—বালক যারা তরুণ হলো—তরুণ যারা যুবক হলো—

কাল। আর যুবক যারা প্রৌঢ় হলো—আর প্রৌঢ় যারা বুড়ো হলো—এই তো বলবি?

কল্পনা। আর তরুণী যারা যুবতী হলো—

কাল। তাতে কি হ'লো?

কল্পনা। তার মধ্যে ভাল ক'রে দেখবার কিছু নেই? একটী যুবতী—এই কৌণ্ডিল্যনগরের রাজকন্যে—বিষয়া—

কাল। ও, যে আগেকার রাজাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে? তার মেয়ে? সে তো বিষ!

কল্পনা। মেয়ের জন্মোৎসবে মেয়ের বাপ বিষের খেলা খেলেছিল ব'লে মেয়ের মা রাগ ক'রে মেয়ের নাম দিয়েছেন বিষয়া!

কাল। বেশ করেছেন!

কল্পনা। কিন্তু বিষখেগো রাজা একটী অমৃত ফল রেখে গেছেন—তার নাম চন্দ্রহাস—সে এখন যুবক!

কাল। আর বিষয়া এখন যুবতী—এইতো?

কল্পনা। হ্যাঁ, আমি এই বিষামৃতের মিলন দেখ্‌তে চাই—

দ্বৈত গীত

কাল। আমার চাকার ঘূর্ণনে বছর পনের পার।
কল্পনা। ঘুরণ পাকে পায় যে রতন সেইতো পাওনা তার॥
কাল। তবে ঘুরিয়ে দিই চাকা,
কল্পনা। আমার কল্পনা তায় দিসনি ঢাকা,
কাল। রেখে ঢেকে কাজ কি এখন পরুক দু'জন মিলন ফুলহার॥
ঘুরণ চাকা ধরিস চেপে,
কল্পনা। থেমে থাকিস চুপে চুপে,
কাল। যদি ভাসতে পারে ভাসুক তারা দেখুক প্রেমের পারাবার॥

(কল্পনা পুনরায় কালের কোমরে দড়ি বাঁধিল)

কাল। কি রে আবার বাঁধছিস যে? সুতো ছাড়িস কিন্তু—নইলে চাকা ঘোরাবো কি ক'রে ঘুরে ঘুরে?

কল্পনা। তা হোক, বাঁধা থাকলে তুই থাকিস ভাল—

কাল। চললুম তবে—সুতো ছাড়িস—[প্রস্থানোদ্যত ও দড়ি টান পড়িল] ওরে সুতো ছাড়—সুতো ছাড়—

কল্পনা। ওরে থমকে দাঁড়া—থমকে দাঁড়া—নইলে লাট খেতে খেতে গোত্তা খেয়ে মুখ ঠুকে আছড়ে পড়বি! আর সুতো নেই—সুতো ফুরিয়ে গেছে! ওরে, এটা অতীত নয়—ভবিষ্যৎ নয়—বর্ত্তমান—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

অরণ্য

দধিমুখ

দধিমুখ। একে একে কেটে গেল পঞ্চদশ বর্ষ—
ডুবে গেল কালচক্রে অতীতের কোলে!
আজিকার এই এমন দিবসে,
বিষে জর্জ্জরিত আমি, নিজ রাজ্য হ'তে
বিসর্জ্জিত হয়েছিনু শত্রুর চক্রান্তে
অগম বারিধি-বক্ষে, রাজার ভূষণে;
আজ সেই দিনে
আমারি সাম্রাজ্য-মাঝে উপনীত আমি,
মায়ার তাড়নে মোহ আকর্ষণে
বনপথে ক্ষুদ্র এক তস্করের প্রায়
পলায়ে এসেছি আমি
সন্ন্যাসীর নিগড় ছিঁড়িয়া! হে সন্ন্যাসী,
ভেবেছিলে সন্ন্যাসী সাজাবে মোরে?
পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী সাধনায়
মায়া যার হলো না ছেদন—
কে তারে সন্ন্যাসী করে?
মৃতদেহে জীবন লভিনু যদি
দেখিব না সাম্রাজ্য আমার—
মাতৃজ্ঞানে ধূলিকণা তার ধরিব না শিরে?

খুঁজিব না—কোথা গেল
অন্তরনিহিত রতন অসহায় চন্দ্রহাস মোর ?
ডুবে যদি গিয়ে থাকে চাঁদ—
সপ্তসিন্ধু মথিত করিয়ে
তুলে এনে চন্দ্রহাসে, ভূগর্ভ বিদারি'
ভোগবতী আনিব টানিয়া
শান্তি দিতে সলিল সিঞ্চনে তার !

মদনের প্রবেশ

মদন। কই, কোথা গেল মনোরম অপূর্ব্ব তুরঙ্গ ?
বিদ্যুতের প্রায় কার অশ্ব
বনমাঝে করিল প্রবেশ—
নেচে চলে ক্ষিপ্রগতি গর্ব্বে ও গৌরবে ?
কোথা গেল—কোন্ দিকে ?
এই দেখা দেয়, ক্ষণ পরে লুকায় আবার !
কহে সবে পাণ্ডবের হয়—
নিশ্চয় এ যজ্ঞীয় তুরঙ্গ ! হয় হোক—
বাঁধি ল'য়ে ফিরিব নগরে ! [প্রস্থানোদ্যত]

দধিমুখ। দাঁড়াও যুবক !

মদন। কে তুমি ? পথিক না ভিক্ষুক ?
দেখিয়াছ এই বনে তুরঙ্গ সুন্দর এক ?
জান সন্ধান তাহার—
গেল কোন দিকে ?

দধিমুখ। জানি—সে কি তোমারি তুরঙ্গ ?
বল—এসো কাছে এসো !

মদন। কেন ?

দধিমুখ। ভাল ক'রে মুখখানি দেখিব তোমার !
দেখিব অশ্ববল্গা ধরা করদ্বয় তব—
দেখিব অশ্বচালকের বক্ষের স্পন্দন,
পরীক্ষা করিব বীরাচার রীতিনীতি তব !

মদন। উন্মাদের মত কি কহ পথিক ?
দেহ মম কথার উত্তর—
বৃথা বাক্যে নাহি প্রয়োজন !

দধিমুখ। আগে বল, কেবা তুমি ?
কিবা নাম—কাহার নন্দন—
কোথা ধাম—কোন্ জাতি ?

মদন। উন্মাদ পথিক তুমি—
উন্মাদের বেশ—
যুক্তি-তর্ক বৃথা তব সনে !
কিন্তু রে ভিক্ষুক !
অশ্বের সন্ধান দিলে
পুরস্কার দিতাম তোমারে !

দধিমুখ। সত্য, অধম ভিখারী আমি—
পথে পথে ফিরি,
হাত পেতে ভিক্ষা করি ক্ষুন্নিবৃত্তি হেতু !

মদন। বল, দিব ভিক্ষা—
দেহ আগে অশ্বের সন্ধান !

দধিমুখ। এও পরিচিত—এ দু'টী নয়ন
আছিল তখন শিশুর আকারে,
ছিল কচি মুখ,

আধ আধ বুলি,
মধুর কাকলি হৃদয়রঞ্জন !
ঠিক এমনি রতন—
আজি এ দীর্ঘ দিবসে
পদার্পণ করিয়াছে এমনি বয়সে,
এমনি চপল, এমনি প্রশান্ত—
সে কি বেঁচে আছে বিষের সংসারে ?
ওরে, হারাণো মাণিক মোর
এসেছি খুঁজিতে এই বনমাঝে—
পার তুমি খুঁজে দিতে সে রতনে ?

মদন। যাও, বৃথা এ বিলম্ব পাগলের সনে !

দধিমুখ। ওরে পাগল হয়েছি আমি চৈতন্য তাড়নে !

মদন। বলিবে না—কোথা গেল অশ্ব ?

দধিমুখ। দেহ পরিচয় !

মদন। ধৃষ্টবুদ্ধি রাজা—তাঁর পুত্র আমি !
মদন আমার নাম—জাতিতে ক্ষত্রিয় !

দধিমুখ। রাজপুত্র তুমি ?
পার তুমি বলিতে সন্ধান—

মদন। না—না, সন্ধান দিব না কারো—
আমি চাই আমার সন্ধান !

দধিমুখ। রুদ্ধবাক্ আমি ! মনোঅশ্ব মোর
বাঁধন কাটিয়া ছুটে যেতে চায়,
অশ্রুজলে দৃষ্টিহীন নয়ন আমার ;
কি বলিব কোথা গেল
বাহিরের চঞ্চল তুরঙ্গ —

কি দেখাবো সন্ধান তাহার ইঙ্গিত নির্দ্দেশে ?
শুধু ঘুরি আমি
তোমারি মত এই বয়সের
সৌষ্ঠব-জড়িত একখানি মুখের সন্ধানে।
বল, বল—জান তুমি সন্ধান তাহার ?

মদন। দূর হও উন্মাদ পথিক !

[সজোরে হাত ঠেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

দধিমুখ। চেনো না, জান না তুমি দর্পিত যুবক !
এই উন্মাদ পথিকের
বুক চিরে দেখিতে যদ্যপি,
কত যে বিষের ব্যথা,
কত যে গোপন কথা,
পরতে পরতে সজ্জিত এখানে—
তবে লজ্জানত শিরে,
তারস্বরে আক্ষেপের ভাষে
আছাড়ি পড়িতে কঠিন মৃত্তিকা বুকে !
ওরে শত্রুপুত্র তুই—
তবু ভালবাসি তোরে
এতটুকু শিশুপুত্র ভাবি !

সশস্ত্র চন্দ্রহাসের প্রবেশ

চন্দ্রহাস। সাবাসি অশ্বের গতি !
অনুমানি রাজা কিম্বা রাজবংশধর কেহ
আসিয়াছে গভীর অরণ্যে শীকার সন্ধানে—
মুক্ত অশ্ব নাচিয়া বেড়ায়
অবসরে প্রভুর কৃপায় !

যে হয় সে হয়, অশ্ব আমি ধরিব নিশ্চয়—
দেখিব সে অশ্ব অধিকারী !

[প্রস্থানোদ্যত।

দধিমুখ। (সহসা চন্দ্রহাসকে জড়াইয়া ধরিয়া)
না—না, দিব না চলিতে !
পিপাসিত—ক্ষুধায় ক্ষুধার্ত্ত আমি ;
দিয়ে যাও খাদ্যজল।

চন্দ্রহাস। ছাড় ছাড়—কে, কে তুমি ?
খেলায় মেতেছি আমি—
ক্ষিপ্ত অশ্ব বাঁধিতে হইবে !
বহু কার্য্য মম—ছেড়ে দাও—
খেলা পণ্ড হইবে আমার !
রহ এই স্থানে—খেলা শেষে
খাদ্যজল আনিব তোমার !

দধিমুখ। কি খাদ্য আনিবে—কি জল খাওয়াবে ?
রাজভোগ ধরিলে সম্মুখে তৃপ্তি নাহি হবে—
স্বর্ণপাত্রে মন্দাকিনী জলে
বুক জোড়া তৃষ্ণা না মিটিবে ?
কিন্তু চিনেছি তোমায়—তুমিই পারিবে
শান্তি দিতে প্রার্থনার খাদ্যজল মম !
বল—দিবে ?

চন্দ্রহাস। কি সে খাদ্যজল ?

দধিমুখ। ওই ঢল ঢল চন্দ্রাননে
একটী—একটী মাত্র চুম্বন প্রয়াসী ;
তাই খাদ্য মম—আর

নয়নের সুখনীর নিয়ে
মিশাইয়ে আমার নয়ন-নীরে
তৃষিতের তৃষ্ণা মিটাইব !

চন্দ্রহাস। বুঝিলাম, ব্যথায় পাগল তুমি !
হারায়েছ মহারত্ন কোন—
তাই খুঁজে খুঁজে এসেছ কুড়াতে—
মধুর চুম্বন আর নয়নের নীর !
কোথা পাবে সে রতন গভীর অরণ্যে ?
সার মাত্র অরণ্যে রোদন !
ফিরে যাও রে পাগল
আপনার বাস্ত গৃহ আঙিনায়—
খুঁজে দেখ, পেলেও পাইতে পার
সুখনীর আর চুম্বন প্রয়াসী যদি !
দুঃখ নাহি কর—
খেলা-ব্রত পণ্ড হবে মোর ! [প্রস্থান।

দধিমুখ। ওই চন্দ্রহাস—ওই চন্দ্রহাস !
শত অশ্রুবিন্দু দৃষ্টিশক্তি করিলেও রোধ,
পিতা-পুত্র সম্বন্ধের ঘন আকর্ষণে,
চিনেছি নয়নে—বেঁচে আছে—
বেঁচে আছে সাধনায় অর্জ্জিত রতন—
কামনার প্রিয় পুত্রধন ! যাই—যাই—
আবার দেখিব—বক্ষে তুলে লবো,
বাঁধিয়া রাখিব—
সযতনে স্নেহের বেষ্টনী দিয়ে !

[প্রস্থানোদ্যত।

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। গীত

ধীরে চল কান্তারে কণ্টক রাজে ক্ষুরধার।
পদে পদে বাধা আঁখি তব বাঁধা বিধিমতে বিধি বিধাতার।
বাঞ্ছিত তব রতন পাইতে,
আগু পাছু দেখ নিজ চারিভিতে,
নহে হারাবে রতন যতনে কুড়াতে নয়নের জল হবে সার॥
অসহ সহেছ বিষের বিতানে,
আরো কি সহিবে বিষের ভুবনে,
ব্যাকুল হইলে ব্যথা পাবে মনে দূরে স'রে যাবে গলার হার॥

দধিমুখ। না—না সন্ন্যাসী—ঝটিকা তাড়নে উন্মাদ নর্ত্তনে উৎফুল্ল তরঙ্গে বাঁধ ভেঙে ছুটে চলেছে স্রোতের জল, তাকে ফিরিও না—তাকে ধরো না—তাকে বাঁধবার চেষ্টা করো না!

সন্ন্যাসী। না, আমি একবার এলুম স্মরণ করিয়ে দিতে—কোথায় ছিলে—কোথায় গিয়েছিলে—আবার কোথায় ফিরে এলে!

দধিমুখ। হে সন্ন্যাসী, দুর্ভাগ্য তাড়নে
ভেসেছিনু জলের তরঙ্গে,—
ফিরে এসে আছি দাঁড়াইয়া
নিরালায় মুখ লুকাইয়া,
নাহি জানি কি ফল লভিতে!
ছিল রাজ্য, ঐশ্বর্য্য বিপুল,
রাজবেশ, রাজার সম্মান,
দাসদাসী অগণন—তবু
ভিখারী অধম আমি তোমার দুয়ারে;
কিন্তু মনোবৃত্তি মম স্পন্দনে জানায়ে দেয়—

না—না, নহিরে ভিক্ষুক—
রাজা—রাজা আমি সত্যের বিচারে !
আগে ছিল অট্টালিকা,
মণিময় রত্নাসন,
নরশিল্পী বিরচিত
রাজছত্র, রাজবেশ, মনুষ্য প্রকৃতিপুঞ্জ,
এখন পেয়েছি হেথা—
উন্মুক্ত ঐ নীল চন্দ্রাতপ তলে
কঠিন কঙ্করময় বেদিকা বিতানে
বিশ্বশিল্পী বিরচিত
পল্লব শাখা শোভিত বৃক্ষছত্র !
চলে গেছে স্বার্থের সে অলঙ্কার,
কুড়ায়ে পেয়েছি ত্যাগ দিয়ে মলিন বসনে ;
প্রজা ছিল নগরের মনুষ্য সমাজ,
আজি প্রজা মম কান্তারের জীবজন্তু যত !

সন্ন্যাসী। নগর মধ্যেও দেখে এলুম—পূর্ব্বপ্রান্তে বিরাট হরিমন্দির—উত্তরপ্রান্তে কালীমন্দির !

দধিমুখ। আছে— আছে এখনো সে মন্দির ? এই পঞ্চদশ বৎসরের দীর্ঘ দিবসের মধ্যে অনাচারের বাতাসে মন্দির-চূড়া এখনো ভেঙে পড়েনি? বিগ্রহ মন্দিরের দ্বার ভেঙে এখনো পাতালে গিয়ে মুখ লুকোয়নি ? হাস্য-মুখে চতুর্ভুজ নারায়ণ—চতুর্ভুজা মহাবিদ্যা পূজার পুষ্প নিয়ে, নৈবিদ্য নিয়ে, এখনো কৌণ্ডিল্যনগরে দাঁড়িয়ে প্রসাদ বিতরণ করছেন ?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ, তোমারি জন্যে ! তোমাকেই আবাহন করতে মন্দিরে হাস্যমুখে ব'সে আছেন চতুর্ভুজ নারায়ণ আর চতুর্ভুজা মহাবিদ্যা—এসো, আর বনে নয়—নগরে—তোমার দেব-দেবীর আশ্রয়ে !　　[প্রস্থান।

দধিমুখ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার নিজের কল্যাণে—আমার পুত্রের কল্যাণে—মোক্ষপদে প্রণাম দিয়ে আত্ম-প্রকাশের সূচনা গড়তে !

[প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি ও নরোত্তমের প্রবেশ

ধৃষ্টবুদ্ধি। শোনো নরোত্তম ! এ মৃগশূন্য অরণ্য, এখানে শিকার পাওয়া অসম্ভব।

নরোত্তম। আজ্ঞে তাই ত' দেখছি মহারাজ !—কেবল একটা পাগ্‌লা ঘোড়া চিঁহি চিঁহি মধুর আওয়াজ ছেড়ে দৌড়াদৌড়ি ক'রে বনটা মাথায় ক'রে রেখেছে ! ঘোড়াটা আমাদের দলের কারো না কি ?—হাত ফস্কে ছটকে গিয়ে এখন আর ধরা দিচ্ছে না ? মহারাজ, আমার বোধ হয়, ওটা কোনও বড় জাতের হরিণ ! ও আর বোঝাবুঝি নয়—ঘোড়াই হোক আর যাই হোক—এবার দেখতে পেলে তাগ ক'রে একটা বাণ ছুঁড়ুন—প্যাঁট ক'রে বিঁধুক—ভালয় ভালয় মৃগশিকারটা হয়ে যাক !

ধৃষ্টবুদ্ধি। আজ আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছি নরোত্তম ! পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে ঠিক এমনি দিনে, এর তিন দিন পরে আমি কৌণ্ডিল্যনগরের রাজমুকুট মস্তকে ধারণ করেছিলাম—সেই স্মরণীয় দিবসের মর্য্যাদার জন্য আজ এই মৃগশিকারের প্রয়োজন ! প্রতিজ্ঞা রক্ষায় যদি কৃতান্তের গৃহে গিয়েও মৃগশিকার করতে হয়—তাতেও পশ্চাদ্‌পদ নই।

নরোত্তম। বলেন কি মহারাজ ! কৃতান্তের বাড়ীতে গেলেই মৃগ পাওয়া যাবে ? এত মৃগ সেখানে ? ও বুঝতে পেরেছি—যে সমস্ত লোক-জন যমের বাড়ী যায়—তাদের খাতির ক'রে মৃগমাংসের ঝোল খাওয়ায়। স্থানটা তেমন সুগম নয়, নইলে একদিন গিয়ে দু'টি গরম গরম ভাত আর মৃগমাংসের ঝোল খেয়ে আসা যেতো !

ধৃষ্টবুদ্ধি। তা নয় নরোত্তম—এমনি দিনে আমার প্রজামণ্ডলীর মুখে আমি শুনতে চাই—"জয় মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধির জয়"—! কৌণ্ডিল্যের সিংহাসনে

ব'সে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত হয়ে গেল, কারো মুখে একদিনের জন্যও শুনিনি আমার জয় ঘোষণা! এর ঘোর অন্তরায় কলিঙ্গ—এই পঞ্চদশ বৎসরে আমার উপর তার সন্দেহ গেল না—সম্মান দিলে না—বিশ্বাস করলে না! অথচ এই কলিঙ্গকে আমি বৃত্তি দিয়ে আজও রক্ষা ক'রে আসছি।

নরোত্তম। ওরা সব ঐ রকম গোঁয়ার-গোবিন্দ মহারাজ! দিনের বেলায় শাস্ত্র পাঠ করে আর রাত্রে ছুরি শানায়! সব দুমুখো সাপ—দুমুখো সাপ! ওরা নিজের মত সবাইকে দেখে! বলে—মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধি আগে নিজের প্রাণটাকে সরল করুন, মনের ময়লা তুলে ফেলুন, লোভের দাপটে হিংসায় পড়ে যা করেছেন প্রকাশ্যভাবে তার অনুতাপ করুন, তাঁর নৃশংসতার প্রায়শ্চিত্ত করুন—যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। তার অর্থ?

নরোত্তম। সেই মহারাজ দধিমুখের কথা—তারা বলে—আপনিই তাকে হত্যা করেছেন!

ধৃষ্টবুদ্ধি। তারা বলে না তুমি বল? নরোত্তম, তোমার এ ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করবো না।

নরোত্তম। না সহ্য করেন, মৃগশিকারটা না হয় আমার ওপর দিয়েই হয়ে যাক্! আপনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে পেটের ভেতর অগ্নিদেব একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন! তিনিতো আমাকে মারতেই বসেছেন—তার ওপর আপনার একটা বাণ এই বুকে বসিয়ে দিন—আমি সটান নিশ্চিন্দপুরে গিয়ে একটু নাক ডাকিয়ে ঘুমুইগে! ক্ষিদের সময় এ সব ভাল লাগে? আপনার মৃগ সুন্দরী কখন আসবেন—কখন দেখা দেবেন—তার জন্য আমাকেও হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাকতে হবে? ক্ষিদের চোটে আমার কান্না পাচ্ছে, তাই ভুল বক্‌ছি মহারাজ! যাক্, এবার ক্ষিদের ম'রে গেলেও কথা কইবো না!

ধৃষ্টবুদ্ধি। নরোত্তম! ঐ দেখ, একটা বিশালকায় ব্যাঘ্র ঐ দক্ষিণ জঙ্গল অতিক্রম ক'রে ঐ ঝোপের মধ্যে যাচ্ছে! চল, আমরা এগিয়ে যাই—

নরোত্তম। বাঘ! ওরে বাবা, সাক্ষাৎ কৃতান্ত—

মদনের প্রবেশ

মদন। পিতা! ধরিয়াছি যজ্ঞীয় তুরঙ্গ এক—
পথহারা এসেছিল বনমাঝে,
ললাটে অঙ্কিত তার পাণ্ডবের হয়!
বীরাচারে বাঁধিয়াছি তারে; কহ পিতা—
রাখিব ধরিয়া কিম্বা রণভয়ে
ক্ষত্রিয় আচার ভুলি ছেড়ে দিব তারে?

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি ধরিয়াছ হয়!—
পাণ্ডবের যজ্ঞীয় তুরঙ্গ?

মদন। না পিতা, যজ্ঞীয় হয় ধ'রে দেছে
বীরাচারী সৌম্যমূর্ত্তি এক ক্ষত্রিয় যুবক!
অতুলন শক্তি তার! বহু চেষ্টা করি
পারিনি ধরিতে আমি; কিন্তু
ক্ষিপ্র হস্তে ধরিল সে হয়,
দিয়ে গেল মোর প্রাপ্য বলি;
ব'লে গেল তেজস্বী ভাষায়—
ছাড়িলে পাণ্ডব হয়
চিরতরে লুপ্ত হবে ক্ষত্রিয় আচার!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কে সে ক্ষত্রিয় যুবক?

মদন। মনে হয়—কান্তারের অধীশ্বর;
উদার অন্তর—
পথ চলে বিদ্যুৎ গতিতে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কিন্তু রে মদন!
রণরঙ্গ সঙ্ঘটন নিশ্চয় তাহাতে!

মদন। জানি পিতা, শুনিয়াছি
সামান্য অরাতি নয় পাণ্ডুপুত্রগণ—
সৈন্য-বল অর্থ-বল অসীম তাদের !
জানি, মহাশক্তি কৃষ্ণের আশ্রিত তারা,
পাণ্ডবের সনে রণ চিন্তার কারণ ;
জানি বিষময় পরিণাম তার !
তবু পিতা, ইচ্ছাশক্তি নিজ করিয়া প্রয়োগ
অন্তরের মীমাংসায় ধরেছি তুরঙ্গ !
জীবনের এই প্রথম উদ্যমে,
সাধ মনে—দেখিব পাণ্ডবে,
দেখিব সে পাণ্ডবের সখা
যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ রতনে !
বৈরীভাবে আকর্ষিয়া আমি
সখ্যভাবে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিব সবে !

ধৃষ্টবুদ্ধি। বুঝিয়াছি, তোমার কারণে
পাত্র ভরি নিতে হবে বিষ
ঢালিতে আপন কণ্ঠে !
কালচক্রে দুর্ভাগ্য এনেছ ঘরে—
সমাদরে বরিতে হইবে তারে কর্ত্তব্য আমার !

মদন। কহ পিতা—
ইচ্ছা তব নাহি থাকে যদি,
আমার কারণ আসন্ন সমর যদি,
ভ্রমবশে অপরাধী সম
দুর্ভাগ্য রাক্ষসী যদি আনিয়াছি গৃহে,
আমার কারণ শান্তির সংসারে তব

জ্বলে যদি ধ্বংসের অনল,
তবে, কহ পিতা, ফিরে দিই হয়
দন্তে তৃণ করি পাণ্ডব সকাশে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। না—না রে মদন—
ক্ষত্রিয়ত্ব লুপ্ত হবে তায়!
নিয়ে যাও ধৃত অশ্ব,
রেখে দাও নগরের প্রদর্শনী মাঝে!—
রণে দিব নিমন্ত্রণ যজ্ঞীয় তুরঙ্গ হেতু!

মদন। যথাদেশ পিতা—
যদি পরাজয় হয় তায়, তাও কাম্য মম!
সাধ শুধু কৃষ্ণ সহ দেখিব পাণ্ডবে।

[প্রস্থান।

নরোত্তম। এ ভালই হলো মহারাজ! একটা যুদ্ধ বিগ্রহ হোক্! অনেকদিন আরাম ভোগ করা গেল, এইবার একটু ব্যতিব্যস্ত হওয়া যাক্! আর সৈন্য-সামন্তগুলোও ডালরুটি খেয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কুড়ে হয়ে যাচ্ছে—একবার যুদ্ধ ক'রে তারাও চাঙ্গা হ'য়ে উঠুক!

ধৃষ্টবুদ্ধি। নরোত্তম! ঐ—ঐ আবার সেই ব্যাঘ্র! (ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিলেন)

নরোত্তম। এঁ্যা, আবার বাঘ? বেটা নেহাৎ অভদ্রতো! আমরা চাই নধর কচি হরিণ—কোথা থেকে এক ব্যাটা বাঘ? মহারাজ, আমি কি করবো? পালাবো?

ধৃষ্টবুদ্ধি। ঐ—ঐ আরো নিকটে? এইবার শর ত্যাগ করি! (ঘন ঘন শর ত্যাগ ও তূণের শর ফুরাইয়া গেল) নরোত্তম! মহা বিপদ উপস্থিত—তূণ বাণ শূন্য—পালাও—পালাও—ব্যাঘ্র আমাদের আক্রমণ করতে আসছে—(তরবারি উন্মোচন করিলেন)

নরোত্তম। এঁ্যা—আঁ—আঁ—আঁ—(পতন)

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমি বিপন্ন—মৃত্যু অনিবার্য্য! (নেপথ্যে চন্দ্রহাস—"ভয় নাই"—"ভয় নাই"—) ওকি! ব্যাঘ্রের দেহে কে শর বিদ্ধ করলে? দেখ্‌তে দেখ্‌তে ব্যাঘ্র ধরাশায়ী হলো! কে—কে? কার এই অদ্ভুত শক্তি? কে তুমি আমার জীবনদাতা? অন্তরালে নয়—আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াও! যদি বনদেবতা হও—আমার দৃষ্টির সম্মুখে এসো—আমি তোমায় প্রণাম করি! [চন্দ্রহাস ছুটিয়া আসিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল] কে তুমি? তুমিই আমার জীবন রক্ষা করেছ?

চন্দ্রহাস। আমি নয়—ঈশ্বর! মানুষের একটা প্রধান ধর্ম্ম ভগবানের প্রেরণা বক্ষে নিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন ক'রে মানুষকে বিপন্মুক্ত করা! আপনার জীবন রক্ষা করা আমার ধর্ম্ম—ধর্ম্মের সংসারে পরম কর্ত্তব্য! আপনি বীর—আপনি যোদ্ধা—আপনার পরম দায়িত্ব সংসারের অহিত দলিত ক'রে হিত সাধন করা—মৃত্যু অপেক্ষা সংসারে বাঁচাই আপনার প্রয়োজন!

ধৃষ্টবুদ্ধি। তোমার নাম?

চন্দ্রহাস। জীবনদাতার পরিচয় এত শীঘ্র গ্রহণ করতে নেই! দু'দিন পরেই জানতে পারবেন—আমি নিজেই পরিচয় দোবো! তবে এই জীবন-দাতার অনুরোধ—এ দরিদ্রের ঐ পাহাড়ের পাষাণ গৃহে আপনাকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে! জীবন দান ব্রতের দক্ষিণা দান করবো!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কিন্তু আমার সঙ্গে এই ব্রাহ্মণ—ভয়ে মূর্চ্ছা গিয়েছেন!

চন্দ্রহাস। তার জন্য চিন্তা কি? এই বনে আমার মা এসেছেন—পীড়িত মূর্চ্ছিত আর্ত্তের শুশ্রূষা করতে! তাঁকে ডাকতে হয় না—তিনি নিজেই খুঁজে খুঁজে তাঁর কোমল হস্তের নিপুণতা বিলিয়ে বেড়ান! সে মাকে আপনি দেখেন নি—সে মায়ের কথাও আপনি শোনেন নি!

· ব্যাধরমণীবেশিনী সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ

সিদ্ধেশ্বরী। তাই শোনাতে এলুম! তোমরা যার যেখানে যাবার চলে যাও—আমি এই ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করছি!

ধৃষ্টবুদ্ধি। আর আমার আপত্তি নাই! চল জীবনদাতা, আমি তোমার নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে আসি।

চন্দ্রহাস। কিন্তু হে অতিথি, যাবার পূর্ব্বে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করতে হবে! আপনার ঐ উষ্ণীষে আপনার চোখ দুটী আবৃত ক'রে, আমার করাঙ্গুলি ধ'রে সঙ্গে আসতে হবে! এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাবেন না! যদি অস্বীকৃত হ'ন অকৃতজ্ঞের মত জীবনদাতাকে বিদায় দিন!

ধৃষ্টবুদ্ধি। না—না, অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই। আমি স্বীকৃত—এই আমার উষ্ণীষ গ্রহণ কর—তোমার ইচ্ছামত আমার চক্ষু আবৃত কর!

চন্দ্রহাস। (ধৃষ্টবুদ্ধির চক্ষু বাঁধিয়া দিয়া) আসুন, এইবার আমার করাঙ্গুলি গ্রহণ ক'রে আমার ও আপনার গন্তব্য স্থানে যাই?

[চন্দ্রহাস ও ধৃষ্টবুদ্ধির প্রস্থান।

সিদ্ধেশ্বরী। (নরোত্তমের গা ঠেলিয়া) ও বামুন ঠাকুর—উঠে পড় —উঠে পড়—কখন উঠবে? সব চ'লে গেল যে—

নরোত্তম। এঁ্যা বাঘ? আছে না চ'লে গেছে? (উঠিয়া) ও বাবা, তুমি আবার কে? রাক্ষসী না কি? গিলবেই যদি, তবে ঘুম ভাঙালে কেন সোনার চাঁদ—ঘুমন্ত গিললেই পারতে।

সিদ্ধেশ্বরী। আচ্ছা বলতে পার—এই দেহটা আর দেহের প্রাণটার মূল্য কি? আর তার জন্য এত ভয়ই বা কেন—এত হা-হুতাশই বা কেন? (নরোত্তমের কোন উত্তর না পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল) বল না— চুপ ক'রে রইলে কেন?

নরোত্তম। বলছি বলছি! ও বাবা, এ একেবারে ভীষণ তর্কবাগীশ দার্শনিক রাক্ষসী! তুমি চেঁচিও না বলছি—উৎকণ্ঠার সময় এ-সব ভাল লাগে না! স্পষ্ট কথা কও দেখি! বলি, এখানে একটী মহারাজ ছিলেন, গেলেন কোথায় বলতে পার? বাঘে নিলে না তুমিই পেটে পূরলে? হ্যাঁগা, তুমি সত্যিই রাক্ষসী না কি?

সিদ্ধেশ্বরী। দেখতে পাচ্ছ না—আমি ব্যাধের মেয়ে!

নরোত্তম। তাতো দেখছি—কিন্তু এত তত্ত্ব কথা শিখলি কোথা?

সিদ্ধেশ্বরী। কেন,ব্যাধ ব'লে তারা মানুষ নয় নাকি? তাদের প্রাণখানা কি খেল্‌নার খোলামকুচি? তারা কি সৌজন্য দেখিয়ে মনুষ্যত্ব ঢেলে দিতে জানে না? যদি তা প্রত্যক্ষ করতে চাও—ঐ পাহাড়ের উপর ভীলের পাষাণ ঘরে গিয়ে দেখে এসো—তাদের উদারতা—তাদের মনুষ্যত্ব—তাদের প্রেম—!

নরোত্তম। কি সর্ব্বনাশ! তোরাও মনুষ্যত্ব আর প্রেম প্রেম ক'রে ক্ষেপে উঠলি না কি?

সিদ্ধেশ্বরী। ভীলের প্রেম ঐ বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে! আমার প্রেম আবার শ্মশানের শ্মশানবাসীর সঙ্গে—গাঁজাখোর ভাঁঙ্‌খোর সাপুড়ের সঙ্গে! আমি নাচতে জানি এলোচুল দুলিয়ে—হাসতে জানি গাঁজাখোরের বুকে দাঁড়িয়ে—যুদ্ধ করতে জানি কৃপাণ হাতে নিয়ে! তোমার বউ নেই—তোমার বুকে দাঁড়িয়ে সে নাচে না?

নরোত্তম। বুকে দাঁড়িয়ে নাচে না বটে, কিন্তু বাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে যখন নাচে তখনই আমার চক্ষুস্থির! তিনি কৃপাণ ধ'রে যুদ্ধ করেন না বটে, কিন্তু ঝাঁটা ধ'রলে সারা কৌণ্ডিল্যনগর কেঁপে উঠে! সে কথা যাক্—এখন রাজাটী গেলেন কোথায় বল দেখি?

সিদ্ধেশ্বরী। বললে তুমি বিশ্বাস করবে? ঐ পাহাড়ে—বাঘের মুখ থেকে একটী যুবক তার প্রাণ রক্ষা করেছিল—রাজাকে সেই নিয়ে গেছে তাকে নিমন্ত্রণ খাওয়াতে!

নরোত্তম। তাই না কি? ভোজের বেলায় তিনি একলা গেলেন বুঝি? হাত্তোর ভাল হোক! যুবক তো খাসা লোক—প্রাণও বাঁচালে আবার নেমন্তন্নও খাওয়ালে! কে সে বলতো?

সিদ্ধেশ্বরী। বলবো? কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর—প্রাণ গেলেও সে কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না?

নরোত্তম। হ্যাঁরে হাঁ—বামুনের ছেলে, একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে আর পালন করতে পারবো না?

সিদ্ধেশ্বরী। যুবক দধিমুখ রাজার পুত্র—চন্দ্রহাস!

নরোত্তম। চন্দ্রহাস? চন্দ্রহাস জীবিত?

সিদ্ধেশ্বরী। হ্যাঁ, জীবিত—ঐ পাহাড়ে ভীলের আশ্রয়ে আমারই যত্নে চন্দ্রহাস জীবিত!

নরোত্তম। তোমার যত্নে! মা—মা, দেবী তুমি—আকাশের চাঁদকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়তে না দিয়ে তাকে আপ্রাণ চেষ্টায় বাঁচিয়ে রেখেছ! হও তুমি ব্যাধ নন্দিনী—আমি কৃতজ্ঞতার নয়নাশ্রু নিয়ে তোমায় প্রণাম ক'রে ধন্য হই!

সিদ্ধেশ্বরী। কি কর—কি কর ব্রাহ্মণ?

সিদ্ধেশ্বরী।

গীত

তারই পায়ে প্রাণ সঁপ না মনের কথা কও না তারে।
কৃষ্ণ বল কালীই বল বাজবে বীণা প্রাণের তারে॥
ধর্ম্ম হ'বার ধন্যবাদে বল কিবা আসে যায়,
ধর্ম্ম রাখার মর্ম্ম বুঝে কর্ম্ম যদি করা যায়,
স্বপ্নে পাওয়া রত্ন মাণিক সত্য হয় সে কপাল ফেরে॥

সিদ্ধেশ্বরী। এ সব প্রেমের গান—বুঝতে পারলে না বোধ হয়?

নরোত্তম। ওরে বুঝি আর না বুঝি গানটা আর একবার বলতো—মুখস্থ ক'রে নিই!

সিদ্ধেশ্বরী। ইস্ তাই নাকি? আহ্লাদ যে ধরে না! বলি বাড়ী কোথা? মশায় কি নামী? ক'কুড়ি বয়েস? গাছ পাথর আছে কি? কোন্ দেশে বিয়ে? বউ কি করে? ছেলে-পিলে আছে না পুড়িয়ে খেতেও নেই? আসি মশাই—দয়া ক'রে চন্দ্রহাসের কথাটা গোপন রাখবেন—নইলে গিয়ে একদিন ঘরে আগুন দিয়ে আসবো।

[প্রস্থান।

নরোত্তম। তা তুমি পার! ওরে বাবা কথা কয় যেন তুবড়ীতে আগুন দিয়েছে। এ কি রকম স্বভাব কে জানে! এই ভাল থাকে আবার এই ক্ষেপে যায়! চন্দ্রহাস বেঁচে থাকে বাঁচুক—এখন আপনি বাঁচলে বাপের নাম! এমন রাক্ষস-রাক্ষসী বাঘ-ভাল্লুকের বনে মানুষে আসে—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নন্দলালের বাটী

নন্দলাল

নন্দলাল। দেখতে দেখতে জলের মত দিন চলে যাচ্ছে! জীবনের শক্তিও কমে আসছে, তবু আশা ছাড়িনি এখনো চন্দ্রহাসকে রাজা ক'রে এ সংসার ত্যাগ করবো! আর যেতে পারিনি বহুদিন সে পাহাড়ে! চন্দ্রহাসকে দেখিনি অনেকদিন—সে লুকিয়ে আসবে ব'লেছিল—কই এলো না! দু'দিন গেলুম—বাঘে তাড়া ক'রলে—পালিয়ে এলুম! সে ভালই আছে—প্রাণে বেঁচে আছে—বড় হয়েছে—এইবার সে আপনার জিনিষ আপনি বুঝে নেবে।

ধীরার প্রবেশ

ধীরা। নন্দলাল! নন্দলাল! বলতে পার স্বপ্ন সত্য হয়?

নন্দলাল। এই দেখ, পাগলী আবার কি বলে দেখ! এই রকম আবোল-তাবোল ব'কে নিজেও কাঁদবে আমাকেও কাঁদাবে।

ধীরা। নন্দলাল, আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার চন্দ্রহাস রাজা হয়েছে!

নন্দলাল। হ্যাঁ, তোমার মাথা হয়েছে! চন্দ্রহাস রাজা হয়েছে—চন্দ্রহাস রাজা হয়েছে ক'রে খুব চ্যাঁচাও—বাইরে থেকে কেউ শুনুক—আর তোমার আমার গর্দ্দানা কেটে নিয়ে যাক্, তাহলেই সব হবে! আর তুমি কাটামুণ্ড নিয়ে খুব ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থেকো! যা কর তা কর—চেঁচিয়ে মর কেন?

ধীরা। একদিন নয়, দু'দিন নয়—পনের বৎসর আমি চুপ করে আছি নন্দলাল! ভয়ে ভয়ে চন্দ্রহাস ব'লে ডাকতে পারি না—কাঁদতে পাই না! আমি হাসি কান্নার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি নন্দলাল—সময়ের দোষে তোমার উপরেও আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছি! কেন তুমি চন্দ্রহাসের কথায় আমায় বাধা দাও? নন্দলাল, তুমি চন্দ্রহাসকে তোমার ঘরে লুকিয়ে রেখেছ বুঝি? তুমি জান—তুমি যেতে সেখানে—সে বড় হয়েছে—বুদ্ধিমান হয়েছে—তাই তুমি তাকে এনে লুকিয়ে রেখেছ! তুমি নিজে আদর কর তাকে—নিজে খেতে দাও! আর আমি স্বপ্নে দেখি—স্বপ্নে পাই—ধরতে যাই পালিয়ে যায়! নন্দলাল, আমার চন্দ্রহাসকে একবার দেখাও!

নন্দলাল। আমি কি গেছি নাকি যে তাকে নিয়ে এলুম! সে কি এখানে—আর পেরে উঠি না! ইচ্ছা করে পাখীর মত উড়ে যাই—গিয়ে একবার দেখে আসি! আর যেতে পারি না ধীরা—সেদিন গিয়ে বাঘের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছি।

ধীরা। কোথায় বল না—আমিই না হয় একবার গিয়ে দেখে আসি।

নন্দলাল। হ্যাঁ, তাহলেই চারপো হয়! তুমি যাও গিয়ে চোখের জল ফেলে তাকে টেনে নিয়ে এসো—আর মাটী ফুঁড়ে শত্রু গজিয়ে উঠে

তার দফা-রফা করুক ! যা—যা, নিজের কাজ করগে যা—আমায় এখন বিরক্ত করিসনি।

ধীরা। নন্দলাল, চন্দ্রহাস আমার না তোমার ?

নন্দলাল। ওগো বাছা, সে তোমারও নয় আমারও নয়—ভগবানের ! সেতো পালিয়েছিল আমার চোখ বেঁধে দিয়ে, সেতো ছুটে গেছলো মশানে তোমার কোল থেকে সাগরের অস্ত্রের তলায় ! তার ওপর তোমার আমার আবার দাবী কিসের ? দাবী সেই ভীল সর্দ্দারের ! হ্যাঁ, বাহাদুর সে—আমরা বাঁচাতে পারিনি তাকে—সে বাঁচিয়েছে চন্দ্রহাসকে।

ধীরা। তাব'লে ভীল সর্দ্দার একবার আমায় চোখের দেখাও দেখতে দেবে না ? সে এই পনের বছর প্রতিপালন করেছে ব'লে সব দাবীটাই তার হলো—আর আমি এতটুকু রক্তের ডেলাকে চোখ চাইয়ে কথা বলাতে শেখালুম—আমার দাবী ভেসে গেল মিথ্যায় পরিণত হয়ে হতাশার অন্ধকারের স্রোতে ? নন্দলাল, নিয়ে এসো আমার চন্দ্রহাসকে—তুমিই রেখে এসেছ তাকে ভীলের আশ্রয়ে ! যদি তাকে না এনে দাও—আমি বুঝবো, তুমি তাকে মেরে ফেলেছ—

নন্দলাল। বেশ করেছি যা—

ধীরা। তার রক্ত মাংস শৃগাল-কুকুরকে বিলিয়ে দিয়েছ !

নন্দলাল। ধীরা, দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে ! এত ছোট মন তোমার—এত বড় কঠিন কথা আমায় শোনাতে পারলে ? তোমার জন্য পাগল হয়ে কি আমি নিজের মাংস নিজে চিবিয়ে খাবো ? চন্দ্রহাসকে দোবো না—পাবে না তুমি তাকে ! হ্যাঁ—আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি ! তার জন্যে কি করবে—আমার মাথায় লাঠি মারবে ?

ধীরা। তোমার মাথায় লাঠি মারবে ভগবান—যদি আমার চন্দ্রহাসকে ফিরিয়ে এনে না দাও !

নন্দলাল। দোবো না—

ধীরা। আমায় পথ দেখিয়ে দাও—

নন্দলাল। দোবো না।

ধীরা। নন্দলাল, আর আমি তোমার এতটুকু দয়ার প্রত্যাশী নই! আমি একা খুঁজবো এই সারাটা জগৎ—তাকে ফিরিয়ে এনে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে দোবো! শত্রু মিত্র সবাই দেখবে—শত্রুতার অস্ত্রের তলায় মিত্রতার আলিঙ্গন তাকে রক্ষা করবে! শত অভিশাপ—শত দীর্ঘশ্বাস আমি করসঙ্কেতে সরিয়ে দোবো—বিপদে সন্তানকে রক্ষা করবো সংহারিণী মূর্ত্তি ধরে। [প্রস্থানোদ্যত]

নন্দলাল। যেও না, শেষে বাঘের পেটে যাবে—

ধীরা। আমি তোমার মত ভীরু নই—স্বার্থপর নই! নিস্বার্থ সেবায় পথ চলবো মরণকে জয় ক'রে—

[প্রস্থান।

নন্দলাল। যা মরগে যা—যা খুসী করগে যা! আমাকে এরা না মেরে ছাড়বে না দেখছি! কোথায় গেল আবার দেখি? ওরে কপিল—কপিল! দোরটা দিয়ে যা—আমি ফাঁকে যাবো! এই এক গুণধর পুত্র, কাজের মধ্যে কাজ শিখেছেন শুধু মুগুর ভাঁজা! মুগুর ভেঁজেতো সব হবে! যাক্, ছেলেটার বিয়ে-থা দিয়ে সংসার থেকে ভালয় ভালয় স'রে পড়ি—আর ভাল লাগে না! কপিল—ওরে কপিল—

দুই কাঁধে দুইটী মুগুর লইয়া কপিলের প্রবেশ

কপিল। বাবা! আমায় ডাকছো?

নন্দলাল। হ্যাঁ বাপধন! তোমার মুগুর ভাঁজা হ'লো?

কপিল। না—না, এখনো কোথায় কি? এই সবে মাত্র আরম্ভ করেছিলুম।

নন্দলাল। হ্যাঁ বাবা, কাঁধ থেকে মুগুর নামিয়ে আমার দু'একটা কথা শুনবে কি?

কপিল। কেন বাবা, কাঁধে মুগুর থাকলে কি আমি শুনতে পাব না? তবে একটা কথা বাবা, ছোট কথা আমি কাণে তুলবো না! খাবারের দিক দিয়ে রাধাবল্লভী, ক্ষীরের বরফি, ক্ষীরমোহন, ছানার পায়েস, সরপুরিয়া, রাতাবি, কড়াপাক, ফুলকো লুচি, খাস্তা কচুরী যত পার শোনাও, আমার কোন আপত্তি নেই! ক্ষীর, দই, ল্যাঙ্‌ড়া আঁব, বোম্বাই আঁব,—ওহোহো, কত বলবে—বলতে বলতে জিবে জল আসছে! এ সব কত শোনাবে শোনাও তো বাবা—এই আমি মুগুর রাখলুম! লোকে যে বলবে পালোয়ান নন্দলালের ব্যাটা গাড়োয়ান তা আমি সইবো না বাবা—ছোট কথা কাণে নোবো না—মেজাজ ছোট করবো না—আর ছোট লোকের সঙ্গে মিশবো না! এতে তোমার আপত্তি থাকে বল—আমি মুগুর ভাঁজিগে—

নন্দলাল। বাবা সোনার চাঁদ আমার, কাত্তিক আমার—একটা কথা রাখ বাবা—

কপিল। কি বল—? রাজপুত্র মদনকুমারের মত বন থেকে ঘোড়া ধ'রে আনতে হবে? এখুনি যাচ্ছি—ও হাতী ঘোড়া বাঘ সিঙ্গী টিকটীকি গিরগিটী সব এক চালান নিয়ে আসছি—কিন্তু এনে রাখবো কোথায় বাবা?

নন্দলাল। ও সব কিছু করতে হবে না? তুমি যে কি রত্ন—তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। তুমি নন্দলালের ব্যাটা অকাল কুষ্মাণ্ড! দোহাই বাপধন, দিনকতক মুগুর ভাঁজা বন্ধ রেখে আমার দুটো উপদেশ কাণে নাও! আমি চোখ বুজলে এর পর যে কুমড়ো গড়াতে হবে।

কপিল। কিন্তু তুমি দেখে নিও বাবা, আমি গড়িয়ে গড়িয়ে মুগুর ভাঁজবো।

নন্দলাল। খুব ভেঁজো বাবা—খুব ভেঁজো! বেটা খাজা কোথাকার—এখন আমার কথা শুনবি না কি?

কপিল। বাবা, আমার গুলো দেখছো? পাঞ্জা দেখছো? কব্‌জি দেখছো? বাবা, একবার মুগুর ভাঁজি তুমি দেখ।

নন্দলাল। আর দেখে কাজ নেই বাপধন—মুগুর ভাঁজতে ভাঁজতে কোন্ দিন ডানা গজিয়ে উড়ে না যাও।

কপিল। ডানা গজাবে কি বাবা? আমার এই গুলো সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হবে! বাবা, তুমি আমাকে একবার এই রাজ্যের সেনাপতি ক'রে দিতে পার? আমি একবার দেখি! এক হাতে মুগুর, এক হাতে তরোয়াল নিয়ে থট্ থট্ থট্ থট্ ক'রে ঘুরে বেড়াব—বন্ বন্ বন্ বন্ ক'রে ছুটবো—

নন্দলাল। ও বাবা, এর ওপর আবার সেনাপতি হবে?

কপিল। হবো না? গুলো দেখছো বাবা—বাবা, আমি যুদ্ধ করবো!

নন্দলাল। সর্ব্বনাশ করলে! সংসারের মধ্যে একটী ছেলে—তাও পাগল হয়ে গোল্লায় গেল! হ্যাঁরে কাঠগোঁয়ার মুখ্যু—এ সেনাপতি হ'বার নেশা কে তোর মাথায় ঢোকালে? ঘুঁটে কুড়ুনীর বেটা চন্নন বিলেস!

কপিল। কেন, আমার মা ঘুঁটে কুড়ুতো না কি? আর তুমি যে মুখ্যু বলছো—কই, তুমি বানান কর দেখি গোবর্দ্ধন—হ্যাঁ, তা আর করতে হয় না।

নন্দলাল। ঘাট হয়েছে বাপধন—ঘাট হয়েছে! তোমায় মুখ্যু ব'লে আমি অন্যায় করেছি! এক গোবর্দ্ধন বানান করতে বলেই বাবাকে ঢিট্ ক'রে দিয়েছ! যে চাল চেলেছ বাপধন, মুখ্যু বাপ আর জীবনে কখনো পণ্ডিত ছেলের কাছে ঘেঁসছেন না! কথায় কথায় গোবর্দ্ধন বানান করতে বললেই গেছি আর কি।

কপিল। হুঁ হুঁ বাবা, তার ওপরে মুগুর ভাঁজা—তার ওপরে সেনাপতি—

নন্দলাল। ওরে ঐ বোকচণ্ডী সেনাপতি—আমি তোকে একলা ফেলে রেখে তীর্থ করতে চললুম! এই বেলা নিজের সংসার নিজে বুঝে নে।

কপিল। কেন?

নন্দলাল। বিয়ে-থা কর—নইলে রান্নাবান্না ক'রে খেতে দেবে কে?

কপিল। বেশ, তবে এখ্খুনি বিয়ে করবো—ক'নে কই?

নন্দলাল। ক'নে আছে কথাবার্ত্তা কয়েছি! ভাল দিন দেখে আমার সঙ্গে চল্—বিয়ে ক'রে টুক্টুকে বউ নিয়ে আসবি।

কপিল। যাবো মানে? আমাকে সেখানে সেই ক'নের বাড়ীতে গিয়ে খোসামোদ ক'রে মাথা হেঁট ক'রে বিয়ে করতে হবে নাকি? আমার ব'য়ে গেছে—আমি কেন মাথা হেঁট করতে যাবো? ক'নে আসুক—ক'নে বোলাও—

নন্দলাল। দূর আহাম্মক, তা বুঝি কখনো হয়? যা চিরকাল হ'য়ে আসছে তাই হবে! বরকেই যেতে হয় ক'নের বাড়ী বিয়ে করতে—ক'নে আসতে যাবে কেন?

কপিল। আসবে না কেন? এদিকে মুল্লুক মেরে আসছেন ট্যাঙোস্ ট্যাঙোস্ ক'রে ঘুরে—আর বিয়ে করবার সময় বরের বাড়ী যেতে পারেন না? এসব চালাকী—নিজেদের মান বজায় রাখবার জন্যে, বরগুলোকে খেলো করবার জন্যে, ক'নেরা এই রকম একটা মন-গড়া ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে! এর জন্যে প্রত্যেক বরের প্রতিবাদ করা উচিৎ! অন্ততঃ যারা মুগুর ভাঁজে তাদের চুপ ক'রে থাকলে চলবে না! আমি তো কিছুতেই যাবো না ক'নের বাড়ী—ইচ্ছে হয় ক'নে আসুক—ক'নে বোলাও—

নন্দলাল। সবাই যাচ্ছে—তুই যাবি না মানে? তোর বাবা গেছে, তোর ঠাকুর্দ্দা গেছে, তোর চৌদ্দ পুরুষ গেছে, তুই তো ছেলে মানুষ।

কপিল। যা হ'য়ে গেছে হ'য়ে গেছে! এতদিন বরেরা বর্ব্বরের মত ক'নের বাড়ী ঘাড় হেঁট ক'রে প্রবেশ করেছে—আর যাবে না! পথে

বেরুচ্ছেন, ঘাটে বেরুচ্ছেন, হুটোপাটী করছেন, আর বিয়ে করতে যাবার সময় বরকে যেতে হ'বে? কেন—বরের কি বাপ-মা মরা দায় না কি? বাবা, এ রকম অন্যায় আদেশ করো না—তাহ'লে মুগুর ভাঁজা সন্তান তোমার মুগুর ফেলে একেবারে দেশত্যাগী।

নন্দলাল। আমি কোন কথা শুনতে চাই না—বিয়ে করতে যাবি কি না?

কপিল। না, আমি সেখানে হ্যাঙলার মতন যেতে পারবো না! হা-পিত্যেশ ক'রে ব'সে থাক—কখন ক'নে আসবে—গলায় মালা দেবে—তারপর খেতে দেবে—না না, ও সব বাধ্য-বাধকতার ভেতর আমি নেই! সারা রাত্তির চোরের মত ব'সে থেকে বিয়ে করতে হবে এর মানে কি? এখন আমাদের বুক ফুলিয়ে উন্নতি করবার সময়! আমি মুগুর ভাঁজ্‌ছি কি ক'নের কাছে মাথা হেঁট করবো ব'লে?

নন্দলাল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘাড় হেঁট ক'রে সব শুনতে হবে!

কপিল। আর হয় না বাবা—উপায় নেই—মুগুর ভেঁজে ফেলেছি! এখন মাথা উঁচু—বুকের ছাতি উঁচু—এই কব্‌জি—এই গুলো—মুগুর হাতে নিয়ে এই রকম ক'রে দাঁড়ালে বুক গুর্ গুর্ গুর্ গুর্ ক'রে উঠবে।

নন্দলাল। বলি বিয়ে করতে যাবি কি না?

কপিল। আমি যাবো না—বিয়ে করবো না! যারা মুগুর ভাঁজে তারা বিয়ে করে না বাবা!

নন্দলাল। যারা মুগুর ভাঁজে তারা বিয়ে করে না বাবা—তোর বাবা বিয়ে করবে।

কপিল। তা বাবার সখ হয়ে থাকে বাবা করুকগে—আমি করবো না।

নন্দলাল। আঃ, দূর ছাই—আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে! আচ্ছা দাঁড়া তোর বিয়ে দিতে পারি কি না দেখছি! এই কাণ ধ'রে—

কপিল। বাবা, বাবা, বিবেচনা ক'রে কাণ ধর! আমার মুগুরের অপমান করো না বলছি! বউ এলেই ঘর ভেঙে দেবে—তোমায় পর ক'রে দেবে—বিয়ে করার চেয়ে মুগুর ভাঁজা ভাল বাবা—মুগুর ভাঁজা ভাল—　　[প্রস্থান।

নন্দলাল। কাণ ছিঁড়ে দোবো—ঐ মুগুর তোর মাথায় ভাঙ্‌বো—
[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতগুহা

একখানি কাতান হাতে সম্বর

সম্বর। কাতানখানায় আজ ধার দিয়েছি! একটা বাঘ কি সিঙ্গী পাওয়া যেতো, তাহ'লে একবার কুপিয়ে দেখতুম—কতটা এর ধার তৈরী হ'লো! একবার দেখবো নাকি?

চন্দ্রহাস। (নেপথ্যে) বাপজী—বাপজী!

সম্বর। কিরে বাচ্ছা? [চোখ বাঁধা ধৃষ্টবুদ্ধিকে লইয়া চন্দ্রহাসের প্রবেশ] আরে একি! আজকের এই শিকার না কি?

চন্দ্রহাস। বাপজী!
নহে শিকার—অতিথি আমার!
হে মহামান্য সুজন অতিথি মহান্!
এসো, খুলে দিই চোখের বাঁধন!
(চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল)
অনুমান, পথশ্রমে
চোখের বাঁধনে পাইয়াছ বহু ক্লেশ!

অপরাধী আমি,
যুক্ত করে ক্ষমা চাহি সে কারণ !

ধৃষ্টবুদ্ধি। অতি ভয়ঙ্কর স্থান !
ত্রাসিত অন্তর মোর,
চক্ষে দেখি সম্মুখে আমার
কৃতান্ত সমান ভীমকায় ব্যাধের মূরতি !
মূর্ত্তিমান দানব কবলে নিপতিত যেন ;
চলিয়া এসেছি যেন পৃথিবীর বহু দূরে—
দূর হ'তে অতি দূরান্তরে !
কেবা এ যুবক ? কি উদ্দেশ্য ?
সমুন্নত দেহ, সুস্থির নয়ন,
ললাটে সৌভাগ্য লেখা,
স্বল্পভাষী, সুমিষ্ট আলাপী,
আমার জীবনদাতা,
তবু সাহস না হয়,
খুঁজে দেখি নয়নে বদনে—
কি উদ্দেশ্যে—
সসম্মানে বিনয় বচনে
নিয়ে এলো এ ভীষণ স্থানে !

চন্দ্রহাস। মতিমান্ !
অনুমান, বিস্মিত হয়েছ তুমি
আসি এই অচেনা আশ্রয়ে ?
নাহিক সংশয়—এই মম আশ্রয় আবাস !
কৃতান্ত দোসর এই শক্তিমান ব্যাধ
পিতৃতুল্য রক্ষক আমার !

জন্ম মম উচ্চ কুলে—
দৈবাধীন ক্ষত্রিয় যুবক আমি,
ভাগ্যের তাড়নে বিপন্ন জীবনে
নগরের সৌধ অট্টালিকা করি পরিত্যাগ
প’ড়ে আছি ব্যাধের আশ্রয়ে !
ধর্ম্মবলে ব্যাঘ্রের কবলে বাঁচাইনু তোমা—
ভাগ্যবান আমি—অতিথি আমার তুমি !
ক্ষণেক অপেক্ষা কর,
ক’রে দিই আহারের আয়োজন—
যথাসাধ্য শয্যার রচনা !

[প্রস্থান ।

ধৃষ্টবুদ্ধি । বলতে পার ব্যাধ—এ যুবক কে ?

সম্বর । আমরা জানি আকাশের চাঁদ—মাটীতে ঠিক্‌রে পড়েছিল—আমরা নিয়ে খেলাঘরের পুতুল খেলা খেল্‌ছি ! দেখছিস্, কেমন মিষ্টি কথা—কেমন বুদ্ধি ক’রে অতিথি সৎকার করে ? তুই কে বলতো—মনে হচ্ছে কোন্ ভাগ্যবান ঘরের মানুষ ।

ধৃষ্টবুদ্ধি । আমি কৌণ্ডিল্যের অধীশ্বর—এই যুবক আজ আমার প্রাণ রক্ষা করেছে !

সম্বর । কৌণ্ডিল্যের অধীশ্বর ? তোকে বাঁচিয়েছে আমার এই বাচ্ছা ? ওরে, রাজা আমার ঘরে অতিথি—ওরে মান্যি দিয়ে যা—মান্যি দিয়ে যা—

ধৃষ্টবুদ্ধি । না ব্যাধ, তুমি যুবককে ডেকে দাও ! আমি ঘোর সমস্যায় নিপতিত, আমি শুধু তাকে জিজ্ঞাসা করবো—শত্রু না মিত্র ?

সম্বর । আরে অতিথি রাজা, এ কেমন কথা বলছিস্ ? এ আমার তেমন বাচ্ছা নয় ! তুই ওকে শত্রু ভাবলেও ও তোকে শত্রু ভাবতে যাবে

কেন? তোর সঙ্গে ও বাচ্ছার কিসের সম্বন্ধ? আর ও যদি তোর শত্রু হবে—তবে বাঘের মুখ থেকে তোর জান বাঁচাবে কেন বলতো? থাকিস্ নগরে—চিকণ-চাকণ দেশে—তাই বন-জঙ্গল ভাল লাগছে না—তাই মনে করেছিস্ এরা সব শত্রু! একদিন না হয় বনে থাকলি! বনের ফল খেয়ে আর গাছের ছালে শুয়ে একটা দিন এখানে কাটালে জাত যাবে না তোর! কইরে, কোথা গেলি সব—

গীতকণ্ঠে ভীল-রমণীগণের প্রবেশ

ভীল-রমণীগণ। গীত

ওগো চাঁদ কুড়াতে এলো কে বন-বিতানে।
কিরণ দেখে কে বরণ দিল হেন যতনে॥
আমরা ফুল-চয়নে চাঁদ ধরেছি ডালিতে,
সে চাঁদের হাসি অমিয় দেখি আঁখিতে,
তার রূপের হাটে কুসুম ফোটে কত স্বপনে॥

[সম্বর এই গানের মধ্যে চলিয়া গেল এবং
একটী ডালিতে ফলমূলাদি লইয়া
গানের শেষে প্রবেশ করিল]

সম্বর। এই নে রাজা—এই বুনোর ঘরে দুটো বনের ফল মুখে দে! এখানে ছানা মাখন নেই যে খেতে দোবো।

ধৃষ্টবুদ্ধি। কই, যুবক কোথায় গেল—আমি একবার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই—

সম্বর। সে আসতে পারবে না—তোর জন্যে গাছের ছাল পেতে বিছানা তৈরী করছে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। এ তার অভদ্রতা! অতিথির সম্মান রক্ষার জন্য যুবকের কর্ত্তব্য ছিল স্বয়ং আমার সম্মুখে আহার্য্যের পাত্র নিয়ে আসা! পরিচয়

দিয়েছে ক্ষত্রিয় ব'লে—এই কি ক্ষত্রিয়ের রীতি ? যুবককে পাঠিয়ে দাও—নইলে ফেলে দাও ঐ আহার্য্য শৃগাল-কুকুরের মুখে।

সম্বর। কি ? শৃগাল-কুকুরের মুখে ফেলে দোবো ? সরল প্রাণ নিয়ে তোর মুখে খাবার ধ'রেছি ঐ বাচ্ছার কথায় ! নইলে আমার কোন প্রয়োজন ছিল না তোকে অতিথির মত ঘরে এনে তোর সামনে খাবারের ডালি নিয়ে দাঁড়াবার ! শুধু বাচ্ছার অতিথি তুই—তাই মান্যি দিয়েছি—নইলে তাও দিতাম না।

দুষ্টবুদ্ধি। আমি জানতেম না যে যুবক আমাকে এখানে নিয়ে আসবে আমায় অপমান করবার জন্য ! সে আমার জীবন রক্ষা করেছে—এ অপেক্ষা ব্যাঘ্রের কবলে মৃত্যু আমার ভাল ছিল।

চন্দ্রহাসের প্রবেশ

চন্দ্রহাস। শান্ত হও বীরবর !
আহারে অরুচি যদি,
এসো বিশ্রাম শয়নে—
প্রস্তুত শয়ন-শয্যা !

দুষ্টবুদ্ধি। রেখে দাও মৌখিক নম্রতা !
পদে পদে দংশন করিছ তুমি
গৃহে আনি অতিথি তোমার—
কেন, কোন্ অভিপ্রায়ে ?
থাকে যদি অন্তরের অসৎ উদ্দেশ্য কোন—
সাবধান—পরিণাম তার অতীব ভীষণ।

চন্দ্রহাস। কেন বীরবর ! আমি তো দিই নি ধ'রে
বিষের আহার্য্য ? করি নি তো অসম্মান ?
হ্যাঁ, হয়তো বা সম্ভব হতো—

যদি নিজে আমি দাঁড়াতাম
হাতে নিয়ে আহার্য্যের ডালি !
সে কারণ—
অসংযত বাক্য নাহি কর উচ্চারণ ;
রাখিও স্মরণ—নহে ইহা আপনার
সুখৈশ্বর্য্যময় কৌন্তিল্যের বিলাস ভবন !
জেনো হে অতিথি, আছ দাঁড়াইয়া
স্নেহ-মায়াহীন সুকঠিন পর্ব্বতের বুকে
পাষাণ রচিত গৃহে ! ওই ভীল দেহ
প্রত্যক্ষ প্রতিহিংসার দাবাগ্নি ভীষণ,
ওই নারী অরাতির অরাতি রাক্ষসী,
স্থির অচঞ্চল শুধু আমার ইঙ্গিতে !
আমি যদি আজ্ঞা দিই,
শরবিদ্ধ দেহ তব আঁখির পলকে
পড়িবে পাষাণ বুকে প্রাণশূন্য হয়ে !

ধৃষ্টবুদ্ধি। উত্তম ওহে জীবনদাতা! কহ—
হেন ঋণ তব পরিশোধ করিব কেমনে ?

চন্দ্রহাস। ঋণ পরিশোধ ? জীবনের মূল্য দিয়ে ?
কহ কৌন্তিল্য ঈশ্বর ! অসহায় কালে
ব্যাঘ্রের কবলে পড়ি'
প্রাণ ভয়ে ভীত হইলে যেমতি,
কাতর হইলে যথা পরিত্রাণ আসে,
সেই মত—বহু অতীতের কথা—
পিতৃ-মাতৃহীন একটী বালক,
ভীত ত্রস্ত হ'য়ে মৃতপ্রায় পড়েছিল

তব শার্দ্দূল প্রকৃতি মাঝে ;—
তুমি গিয়েছিলে অত্যাচারে নখাঘাতে
বিদীর্ণ করিয়া বুক শোণিত শোষণে—
অনুমান, স্মরণে জড়িত তাহা !
যদি খুঁজে এনে আমারি প্রথায়,
অবিকল তব জীবনদাতার রীতি ও নীতিতে
তোমা হেন অতিথি সেবার মত—
ধর্ম্মাচারে কর তার সেবা,
সেই হবে প্রায়শ্চিত্ত—তৃপ্তি তায়—
হয়ে যাবে ঋণ পরিশোধ।

ধৃষ্টবুদ্ধি। তারপর ?

চন্দ্রহাস। আসুন হে মতিমান্ !
সাথে মোর বিশ্রাম শয়নে তব।
এক মনে চিন্তা কর অঋণী হইতে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। না—না, ফিরে যাবো রাজধানী !
অরণ্য নিবাসে
কিংবা অন্যের আবাসে বাস
করি নাই অভ্যাস কখনো।

চন্দ্রহাস। যথা অভিরুচি তব !
কিন্তু আমি জানি—
অন্যের আবাসে বাস,
অন্যের ঐশ্বর্য্য ভোগ
চিরদিন অভ্যাস তোমার—
বিবেকে স্মরিয়া জিজ্ঞাস অন্তরে তব !
দধিমুখ বিনাশ সাধন,

অত্যাচার পুত্র তার চন্দ্রহাস প্রতি,
তাদেরি আবাসে তাদেরি ঐশ্বর্য্য ভোগ—
ভেবে দেখ, সে কি বীরত্ব প্রকাশ
কিম্বা ক্ষত্রিয় আচার তব ?

ধৃষ্টবুদ্ধি। উদ্ধত যুবক ! বাচালতা কর পরিহার—
নহে শাস্তি পাবে যথারীতি। (তরবারি উন্মোচন)

চন্দ্রহাস। (অস্ত্রে অস্ত্র প্রতিহত করিয়া)
তারপর ? অস্ত্র বল করিবে পরীক্ষা ?
বনবাসী দরিদ্র হলেও, নাহি ভাব
সহায় সম্বল হীন এই ক্ষত্রিয় যুবক !
পর্ব্বতের প্রতি স্তরে
জেগে আছে সহায় আমার !
অর্থ বলে বলী তুমি—কিন্তু
দৈব বলে আমি বলবান !—
সেই বলে যোগ্য অস্ত্র তোমার সম্মুখে।

সম্বর। ওরে বাচ্ছা, ও সাদা কথার মানুষ নয় ! তুই স'রে দাঁড়া তোর ক্ষত্রিয় আচার নিয়ে ! এই বুনো জাতের কাপ্তানের কোপটা একবার দেখিয়ে দিই নগরের ঐ আর্য্যের আস্ফালনকে ? কিরে, বীরের বেটা বীর ! লড়াই দিবি নাকি ? দেখবি একবার এই ব্যাধজাতির কব্‌জির জোর ? দেখবি তার হাঁক-ডাকে ভীলের চেহারাগুলো ? খাবি একটা অস্ত্রের ঘা ? ওরে—এই ভীল, বাঘ-সিঙ্গীর গলা টিপে বুক চিরে তার রক্ত পান করে—তবু সে মানীর মান রাখতে জানে—দেবতার পূজো করতে জানে—অতিথির সেবা করতে পারে ! দরকার হ'লে নিজের রক্ত দিয়ে একজনের জীবন দিতে পারে ; আজ সেই জাতির প্রাণে দাগা দিয়ে তুই অস্ত্র তুলে দাঁড়িয়েছিস্ ? আয় তার পরীক্ষা দিয়ে দিই।

চন্দ্রহাস। থাক্ বাপজী, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অতিথির মস্তিষ্ক বিকার উপস্থিত —ওকে বধ করাতো আমাদের ধর্ম্ম নয়।

সম্বর। না না, আমি ওকে গাছে বেঁধে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দোবো।

চন্দ্রহাস। আমার প্রাণে কষ্ট দিবি বাপজী? না বাপজী—

সম্বর। বাচ্ছা—

চন্দ্রহাস। ওকে বধ ক'রে কি হ'বে? অতিথি, আমি এখনো বলছি —শয়ন শয্যায় শুয়ে ক্লান্তি নিবারণ করুন!

ধৃষ্টবুদ্ধি। না, এই মুহূর্ত্তে আমি এ-স্থান পরিত্যাগ করতে চাই!

চন্দ্রহাস। আসুন তবে- উষ্ণীষে আবার আপনার চোখ বেঁধে দিই। (ধৃষ্টবুদ্ধির চক্ষু বাঁধিয়া দিল) এবার আর আমি যাবো না অতিথি—এই ভীল-রমণীগণ আপনার রক্ষিণী হয়ে পাহাড়তলীর বনের বাইরে আপনাকে নিরাপদে পৌঁছে দেবে! তোমরা যাও—রাজাকে সসম্মানে পৌঁছে দিয়ে এসো। [ভীল-রমণীগণ ধৃষ্টবুদ্ধিকে লইয়া চলিয়া গেল।

সম্বর। বাচ্ছা, ছেড়ে দিলি?

চন্দ্রহাস। আমাকে সিংহ শিশু ক'রে তৈরী করেছ বাপজী! ছেড়ে দিলুম তাকে খেলার ছলে---আবার ধ'রে নিয়ে আসতে—!

সম্বর। তোর মনে আছে—ও তোর বাপকে বিষ খাইয়েছিল?

চন্দ্রহাস। মনে আছে বাপজী—আমি কল্পনায় তা দেখেছি! দেখতে পাচ্ছি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা—দেখতে পাচ্ছি তাঁর বিষ পান—দেখতে পাচ্ছি তাঁর যন্ত্রণা—দেখতে পাচ্ছি তাঁর মৃতদেহ। শুনতে পাচ্ছি—নীরবতার শুষ্ক-মুখে তাঁর কাতর আহ্বান—চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ! কখনো ঘুমন্ত তাঁকে দেখি—আবার শয্যার পার্শ্বে আমার মায়ের করাঙ্গুলি ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন আমার শিয়রে! তাঁদের স্নেহের করস্পর্শে আমার ঘুম ভেঙে যায়—তপ্ত নয়নাশ্রু তাঁদের গণ্ড ব'য়ে আগুনের মত আমার

ঘুমন্ত চোখে ঝরে পড়ে—আমি চমকিত হয়ে শয্যা ছেড়ে উঠে বসি! বাপজী, তারা আমার মা—আমার বাবা—

সম্বর। না—না রে বাচ্ছা, তারা নিষ্ঠুর পাষাণ! তারা চ'লে গেছে ইহজগত ছেড়ে তোকে কাঁদাতে—তুই কান্নার জলে তাদের দেখিস্ তোরই বেদনার ছবি! তুই কাঁদিসনি বাচ্ছা—ওরে, আমি তোর বাপজী—আমি তোর মা—তোর জন্যে আমি তুনিয়া উল্টে দোবো—তোকে রাজা করবো—আমি তোরই বাপ-মায়ের রাজ্যে! বাচ্ছা, দুঃখ করিসনি—তাহ'লে আমার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

চন্দ্রহাস। বাপজী, আমি যাবো একবার নগরে—আমার বাপ-মায়ের সিংহাসনকে প্রণাম করতে।

সম্বর। তু'দিন পরে সময় হ'লে আমিই তোকে ইঙ্গিত করবো! এখন আয়, কিছু খাওয়া-দাওয়া করবি আয়! ভয় কিসের? ভগবান ব'লে যদি কেউ থাকে—সেই বিচার ক'রে তোর সুখের পথে আলো জ্বালবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নগর উপকণ্ঠে হরিমন্দির

দধিমুখ

দধিমুখ। শুভ্র প্রভাতের নম্র আভা
নিশার আঁধার হ'তে মুক্তিলাভ ক'রে
ধীরে ধীরে রূপের বিভায়
রঞ্জিত করিয়া সুনীল আকাশ
হাসি মুখে নেমে এলো শ্যামল ধরায়!

বিভাসিত প্রকৃতি সুন্দরী—
জীব তার হৃষ্টচিত্ত রূপের পরশে ?
হাসে কর্ম্ম, হাসিছে উৎসাহ,
হাসে স্বর্ণচূড়াসহ শ্রীহরি মন্দির !
ও আমারই রচনা ! চারু শিল্পকর
আমারি ইঙ্গিতে, আমারি ভাণ্ডার হ'তে
রত্নের সম্ভার ল'য়ে, প্রস্তরে প্রস্তর তুলি'
নিপুণ করেতে গড়েছে কাটিয়া ;
স্থির নেত্রে ব'সে আছে সেথা শ্রীহরি-বিগ্রহ !
যাবো—যাবো ? দেখিব কি গিয়ে—
পূজা নিয়ে পূজার বিগ্রহ—
কতখানি স্থির অচঞ্চল ? দেখিয়া আসিব—
হাসিছে কি বেদীর বিগ্রহ ?—
কিম্বা শুষ্কমুখে তার ক্ষুধার বেদনা ল'য়ে
ফেলে অশ্রুনীর—আমি যথা
আমার বেদনা ল'য়ে ঝরা জলে মৃত্তিকা ভিজাই !
যাই, দেখে আসি—পূজা দিব
আঁখি নীর নৈবেদ্য সাজায়ে।

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। কোথায় যাবে—ঐ মন্দিরে ?

দধিমুখ। হ্যাঁ, বিগ্রহ দেখবো—আজ প্রসাদ পাবো—

গোপাল। এখানে তো অতিথি-ভিখিরী আসে না—কেউ প্রসাদ পায় না। আগে হতো—এখন সব উঠিয়ে দিয়েছে ! আগে ঘটা ক'রে পূজো হতো—লোকে আসতো যেতো—আনন্দ করতো—শাঁক ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি হতো—এখন আর হয় না।

দধিমুখ। মন্দিরে বিগ্রহ আছেন না তাঁকে পাথরের টুকরো ভেবে নদীর জলে ডুবিয়ে রেখেছে ?

গোপাল। না অতটা করেনি—লোক দেখানো ধর্ম্মটাও লোক দেখাতে চায় তো ? তবু পাথরের বিগ্রহখানা বেদীর উপর দাঁড়িয়ে আছে ! আমার কিন্তু ভাল লাগে না ! তাই এমনি ক'রে লুকিয়ে লুকিয়ে সাজি ভ'রে ফুল নিয়ে আসি—এমনি ক'রে নিজের হাতে ফুল দিয়ে সাজি—বেদীর উপর সাজিয়ে রাখি ! এখানে কেউ ভয়ে আসতে চায় না—ওখানে ঐ কালী-মায়ের মন্দির—ওখানেও কেউ যায় না ! দেখবে এস না—পাথরের ঠাকুর কত কাঁদছে—পাষাণ ফেটে চোখের জল ঝরে !

দধিমুখ। তুমি দেখেছ বালক ? এই এতটুকু ক্ষুদ্রমতি তুমি—তুমি দেখতে পাও ঐ পাষাণ বিগ্রহের চোখের জল ? একি, তুমি কাঁদছ ? একি তোমার চপলতার কান্না ? না ঐ পাষাণ বিগ্রহের শুষ্ক মুখ দেখে দেবতার পায়ে আপনাকে বিলিয়ে দেবার কান্না ? বালক, এই এতটুকু বয়সে কে শেখালে তোমাকে অশ্রুজল ফেলতে ? ওরে, এ যে স্বর্গ—এ যে মোক্ষের নিদর্শন—ও অশ্রু যে বুকে রেখে বুক জুড়াবার রত্ন—ও যে ভক্তির স্রোত—আমাকে স্নান করিয়ে দাও বালক তোমার ঐ অঝোর ঝরা নির্ম্মল নয়ন জলে। (গোপালকে বক্ষে ধরিলেন) ওরে নেমে পড়—নেমে পড়, এতে স্মৃতির দংশন—বুক ভেঙে যায়—চৈতন্য হারিয়ে ফেলি—(নামাইয়া দিলেন)

গোপাল। বাঃ, তুমি বেশতো ! কে তোমায় ব'লেছিল কোলে ক'রতে—আর কেইবা বললে তোমায় কোল থেকে নামিয়ে দিতে ?

দধিমুখ। ওরে, এই মুখখানির ভিতর আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজে পেয়েছি—ঠিক এমনি বয়সের এমনি একখানি কচি মুখ আমি বুকে চেপে ধ'রে আদর করতাম ! সে হাসতো কাঁদতো—আমি শান্তি পেতাম—সান্ত্বনা দিতাম ! সে রত্ন আমার কেড়ে নিয়েছে কে জান ? মন্দিরের ঐ পাষাণ

দেবতা—ওর দেওয়া দুঃখে যে কত ব্যথা—তা শুধু আমি জানি—আর কেউ কোন দিন খুঁজে দেখেনি।

গোপাল। ছি, ঠাকুরের দোষ দিও না—অনাচারে ঠাকুর পাষাণে পরিণত হয়েছে! ঠাকুর শাস্তি দিতে ছুটে যায়—লোকে তাকে শাস্তি দিয়ে পেছিয়ে আনে! দেখরে ঐ ঠাকুরের দুর্দ্দশা? যারা সেবায়েৎ তারা ঠাকুরের ভোগের আগে প্রসাদ খেয়ে নেয়—অন্নের চাল চুরি ক'রে বিক্রয় করে—নৈবেদ্যের ফল-ফুলুরী নিজেদের ঘরে রেখে দিয়ে দু'খানা বাতাসা ধ'রে দেয়—প্রদীপ জ্বালাবার ঘিটুকু পর্য্যন্ত নিজেরা খায় আর বিক্রয় ক'রে অর্থ সঞ্চয় করে! ঠাকুর কি তাতে আশীর্ব্বাদ করবে, না বুক দিয়ে তাদের রক্ষা করবে? ঠাকুর কাঁদে—তাই সে চোখের জল আমার চোখেও ঝরে।

দধিমুখ। শুধু তুমিই কাঁদছ না বালক—আমার চোখেও সপ্তসিন্ধুর স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

গোপাল।　　　গীত

বুক ভেঙে যায় ওই দেবতার বেদনায়।
পূজার ঠাকুর পায় না পূজা পাষাণ চোখে দেখে যায়॥
পাষাণ গালে অশ্রু রেখা,
মুছাতে কেউ দেয় না দেখা,
বাজে না তাই মোহন বাঁশী সোনার নূপুর রাঙা পায়॥

দধিমুখ। বালক! তোমার নাম কি?

গোপাল। নামে কাজ কি—আমায় বন্ধু ব'লে ডেকো—

দধিমুখ। বন্ধু! আমার বালক বন্ধু? এও ভাল, অসহায় সংসারে একটা সাথী পেলাম!

গোপাল। এসো না, দেখবে এসো না ঠাকুরের কান্না!

দধিমুখ। যাবো? কিন্তু আমার এই মলিন বেশ—এই কুৎসিৎ আকৃতি—ভিক্ষুক আমি—যদি বাধা দেয় তারা?

গোপাল। কে বাধা দেবে? যারা মন্দিরে আছে তারা চোর! ঠাকুরের সোনার মুকুট, সোনার হার, পায়ের নূপুর সব খুলে নিয়ে চুরি করেছে! কাউকে খেতে না দিলে তারা যে দোষী হবে—লোকে বলবে, যারা রক্ষক তারাই ভক্ষক! তুমি অতিথি ভিখিরী মানুষ—খেতে না দিলে তুমি শুনবে কেন? জোর ক'রে যাবে—এসো—আমার সঙ্গে এসো—

[গোপাল দধিমুখের হাত ধরিয়া লইয়া গেল।

মুগুরহস্তে কপিলের প্রবেশ

কপিল। এ পুত্রের উপর বাবার ভয়ঙ্কর অমানুষিক অভাবনীয় জগৎ-বিধ্বংসী অত্যাচার! সকালবেলা বিছানা থেকে উঠে ছোলা খেয়ে মুগুর ভাঁজতে না ভাঁজতেই, পাঠশালার গুরুমশায়ের মত এক হাতে এক গাছা বেত আর এক হাতে বিয়ের তালিকা নিয়ে বাবা মশাই এসে উপস্থিত! ব্যস্, অমনি মুগুর ভাঁজা বন্ধ—আমিও অমনি ছোলার ঢেঁকুর তুলতে তুলতে একেবারে দে লম্বা! দাও—এখন কার বিয়ে দেবে দাও! মনে করেছ, বিয়ে করবো ব'লে অমনি ধিন্‌তা-ধিনা ধিন্‌তা-ধিনা করে এক কদম নেচে দোবো! মুগুর নৃত্য অমনি দেখালেই হলো? মুদ্রা লাগে—মুদ্রা খরচ করতে হয়! বিয়ে করবে—অমনি মুগুর নাচ নেচে এক মুগুরে ক'নের মাথা ফাটিয়ে দোবো না!

নাগরিক কন্যাগণের প্রবেশ

নাঃ কন্যাগণ। হ্যাঁগা কপিল, তোমার নাকি বিয়ে?

১ম নাঃ কন্যা। কবে গো কবে?

২য় নাঃ কন্যা। কোথায় গো কোথায়?

৩য় নাঃ কন্যা। কার সঙ্গে গা?

৪র্থ নাঃ কন্যা। হ্যাঁগা, মালা গাঁথবো কি?

১ম নাঃ কন্যা। হ্যাগা, কার বর গো—কার বর ?

কপিল। তোর ঠাকুর্দ্দার বর ! (মেয়েরা হাসিয়া উঠিল ; হাহা ক'রে হাসলেই হয় না—কথার মানে বুঝে হাসতে হয় ! বানান কর দেখি গোবর্দ্ধন ! হ্যা হ্যা—সাঙ্ঘাতিক বানান—অনেকে ঐ গোবর্দ্ধন লিখতে হলধর লেখে ! ভাবলে কি হবে—ও একেবারে গিরিগোবর্দ্ধন ! আমার বাবা পর্য্যন্ত চিট হয়ে গেছে ! বিয়ের কথা বলেছ কি, গোবর্দ্ধন বানান করতে বলবো। বিয়ের কনেকে পর্য্যন্ত বানান করতে বলবো—ভয়ে আর কখনো বিয়ে করতে চাইবে না।

১ম নাঃ কন্যা। ওগো কপিল—আমরা বিয়ে করবো—

কপিল। কাকে ?

নাঃ কন্যাগণ। এই তোমাকে।

কপিল। তবে বাগিয়ে ধরবো নাকি মুগুর—দেখবে দেখাবো নাকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুগুর নৃত্য ! বাবা যুগলবীর, একবার চাঙ্গা হওতো —অকালপক্ক ক'নের দল আমায় নৈশ আক্রমণ করেছে ! সম্মুখে ক্ষিপ্ত ক'নেগণের ভীষণ বিবাহ পণ ! রে মুদ্গারদ্বয়, যদি তোমরা কাঠ হও—যদি আকাট না হও,তবে দিগ্বিজয় করে মাথা ফাটিয়ে ব্যূহ ভেদ ক'রে পালিয়ে যাও—নইলে বাবা তোমায় এরা খ্যাঙ্‌রা ক'রে উঠোন ঝাঁট দেবে। (সুরে) বাপ একবার নাচতো দুলাল—কালাধলা দু'ভাই মিলে ঘুরে ঘুরে একবার নাচতো দুলাল—

নাগরিক কন্যাগণ। **গীত**

নাচতো কপিল সোনা নাচে যেমন কপি অবতার।
তুমি নাচবে ভাল দেখবো ভাল খুলবে কি বাহার॥
নেচে নেচে মুগুর ভাঁজ, কনের বর বরটী সাজ,
হেসে হেসে ক'নে খোঁজ মুগুর কর পগার পার॥

কপিল। ও কপিই বল আর বরই বল—মুগুর আমার ঠিক আছে!

নাঃ কন্যাগণ। কিন্তু আমরা বিয়ে করবো!

কপিল। মুগুর পেটা ক'রে তুলো ধুনে ফেলবো! মার—কাট্—আজ পৃথিবীর যত ক'নে আছে—মেরে কেটে পুঁতে ফেলবো—যদি গাছ বেরোয়—গাছ কেটে উনুনে জ্বাল দিয়ে ভাত রেঁধে খাব—এই লাগ—লাগ—লাগ—লাগ—লাগ—(মুগুর ঘুরাইতে লাগিল)

নাঃ কন্যাগণ। ওগো বাবা গো— [নাগরিক কন্যাগণের প্রস্থান।

কপিল। গোবর্দ্ধন বানান জানে না—বিয়ে করবে! বেঁচে থাক আমার মুগুর—এতেই আমি দিগ্বিজয়ী হবো! বিয়ে করতে হয়তো এই মুগুর বিয়ে করবো।

নরোত্তমের প্রবেশ

নরোত্তম। রাজার ছেলে বেঁচে আছে শুনে অবধি আমার আর আনন্দ রাখবার জায়গা নেই! তাই আনন্দময় তোমায় একটা প্রণাম ক'রতে এলুম! (মন্দির লক্ষ্য করিয়া প্রণাম) এই রাজকুমারের বিয়ে দিয়ে রাজা-রাণীকে আশীর্ব্বাদ করবো! বিয়ের ঘটক আমি—বিয়ে দেবো আমি—বিয়েতে লুচি খাবো আমি! (কপিলকে দেখিয়া) একি, কপিল? তুমি এখানে মুগুর হাতে দাঁড়িয়ে?

কপিল। দেশশুদ্ধু লোককে ঢিট্ করবো বলে! প্রণাম। বিয়ে বিয়ে ক'রে কি বকছেন? ঘটকালী করবেন—বিয়ে দেবেন—লুচি খাবেন—তার মানে? আমি বিয়ে নেই করেঙ্গা।

নরোত্তম। তোমার নয়—তোমার নয়—এ আর একজনের বিয়ে।

কপিল। নিজেও বিয়ে করবো না—কাউকে করতেও দেবো না, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুগুর নৃত্য দেখাবো আর গোবর্দ্ধন বানান করতে বলবো।

নরোত্তম। কি সর্ব্বনাশ! তোমাকে এমন ক্ষেপালে কে?

কপিল। আমার বাবা—বলে বিয়ে করতে হবে! বাবাকে ঢিট্ ক'রে দিয়েছি—গোবর্দ্ধন বানান জানে না!

নরোত্তম। তোমার বাবাকেতো এই বানান ব'লে দিয়ে এলুম—

কপিল। আপনি বানান ব'লে দিয়েছেন? সর্ব্বনাশ করলে—বাবা গোবর্দ্ধন বানান করলেই আমায় টোপর প'রে বিয়ে করতে হবে। ঠাকুর-মশাই, আমায় একটু পঙ্কোদ্ধার করতে পারেন? মহামান্য বাবার হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন—ক'নের বাড়ী গিয়ে, আমি কোণ্‌ঠেসা হয়ে প'ড়ে থাকতে পারবো না—আমার মুগুরের কল্যাণ করুন। আমার ভয়ানক বিপদ।

নরোত্তম। এঁ্যা, বিয়ে করতে বলে? তাই ত, এরকম বিপদে মানুষ পড়ে?

কপিল। বলুন ঠাকুরমশাই বলুন—বাবা কঠিন পণ করেছে, আমায় কাণ ধ'রে ক'নের খপ্পরে পৌঁছে দেবে।

নরোত্তম। তুমি এক কাজ কর—তাহ'লে আর কেউ তোমায় বে করতে বলবে না! তুমি মেয়েমানুষ সাজতে পার? তাহ'লে তোমাকে মেয়ে-মানুষ মনে ক'রে কনেরা আর কেউ তোমায় বিয়ে করতে চাইবে না।

কপিল। ঠিক বলেছেন—ঠিক বলেছেন—একটু পায়ের ধূলো দিন ঠাকুরমশাই—এ একেবারে অকাট্য ব্যাপার!

নরোত্তম। হ্যাঁ, মেয়েমানুষ সেজে পড়—তারপর কি কি করতে হবে—আমার বাড়ীতে যেও—পরামর্শ দেবো'খন।

কপিল। পায়ের ধূলো দিন ঠাকুরমশাই—পায়ের ধূলো দিন—

নরোত্তম। হ্যাঁ, এ যা মন্তর দিলুম—একেবারে সাংঘাতিক মন্তর—আমি চল্‌লুম এখন—কেমন—কাজ আছে—

কপিল। আর একটা কথা—

নরোত্তম। সঙ্গে এসো—বলতে বলতে চল—আমি শুনতে শুনতে যাই—

কপিল। কথাটা হচ্ছে কি জানেন—এই—এই— [উভয়ের প্রস্থান।

প্রহার করিতে করিতে সাগর দধিমুখকে লইয়া উপস্থিত

সাগর। বেরো—বেরো—পাজি চোর কোথাকার—

দধিমুখ। না—না, প্রহার করো না—প্রহার করো না—আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথায় ক্ষত! বিগ্রহ দর্শন করতে এসেছিলাম—পিঠ পেতে তোমাদের বেত্রাঘাত বরণ করতে নয়! কেন, কি করেছি আমি?

সাগর। কি করেছি আমি? ঠাকুরের গয়না চুরি করেছিস্। ঐ দেখ্—ঐ দেখ্—ঠাকুরের খালি গা—গয়না সব উপে গেল নাকি?

দধিমুখ। আমি চুরি করেছি?

সাগর। একটা একটা ক'রে সব খুলে নিয়েছিস! পাকা চোর কোথাকার—আবার মিথ্যে কথা? চোরের মতন চেহারা—উনি চুরি করেন নি—চুরি করেছি আমি?

দধিমুখ। আমি চোর?
হে আকাশ!
হে বাতাস জীবন সঞ্চারী!
ওগো প্রকৃতি সুন্দরী!
ওগো বক্ষে তার বিরাজিত জড় বা চেতন,
ওগো তরুলতা চারু গুল্মরাশি,
ওগো শিশিরসিক্ত বিকসিত কুসুম নিচয়,
ওগো ওই মন্দিরের প্রস্তর বিগ্রহ,
সাক্ষী হও—সাক্ষী হও অন্তরের আবেদনে—
আমি চোর—আমি চোর!

ওগো শাস্তিদাতা !
শুধু বাহ্য আবরণে, এই কলেবরে
পাইয়াছ চোরের সন্ধান—
বেত্র করে অঙ্গে তাই দিয়েছ আঘাত ;
কিন্তু বুক চিরে দেখিতে যদ্যপি,
দেখিতে সেথায় যদি মণিময় বেশভূষা কত, তবে—
নত হয়ে করে ধ'রে এই ভিক্ষুক অধমে
বসাইতে রাজসিংহাসনে !
চোর—চোর ? কে—কে চোর ?
চোর তুমি ! বিশাল এ বিশ্বখানা চরণে দলিয়া,
রক্ত খেয়ে তার বক্ষের ভাণ্ডার হ'তে
সর্ব্বস্ব লুটিয়া নেছ—চোর তুমি—চোর তুমি !

সাগর। তবে এই বেত্রাঘাত— (প্রহার)

দধিমুখ। ওঃ, ওঃ, ভগবান !
বধির অন্ধ পাষাণ কি হয়েছ তুমি,
আর্ত্তের পীড়নে পাথরের রচনা বলিয়া ?

কলিঙ্গের প্রবেশ

কলিঙ্গ। পাথরের করুণা প্রত্যাশী
কে তুমি পীড়িত আর্ত্ত ?
কে ? এ কি সাগর ? নামাও উদ্যত বেত্র !
কি করেছ ? হৃদিতন্ত্রী এতখানি পাষাণে বেঁধেছ ?
দরিদ্র ভিখারী কি করেছে অপরাধ,
সিংহের বিক্রমে প্রহারের ব্যথা দাও বুকে ?

সাগর। এ তস্কর !

কলিঙ্গ। তারপর ?

সাগর। বিগ্রহের অঙ্গ হ'তে খুলেছে বসন—
মহামূল্য স্বর্ণ আভরণ !

কলিঙ্গ। তারপর ?

সাগর। পলায়নে উদ্যত যখন—ধ'রেছি তস্করে !

কলিঙ্গ। তুমি স্বচক্ষে দেখেছ ?

সাগর। হ্যাঁ কলিঙ্গ !

কলিঙ্গ। মিথ্যা কথা ! তস্করে তস্কর গড়ে !
করি আত্মসাৎ পরের দ্রব্য,
সাধু সাজি অন্যে করে অপরাধী !
আমি বলি, তুমিই তস্কর—
তোমারে ধরিয়া ফেলে দিব কারাগারে,
তস্কর হইয়া নির্দ্দোষী প্রহারে অপরাধী করি !

সাগর। যাও—যাও আত্মগর্ব্বী—
তোমা সনে বাক্যে মোর নাহি প্রয়োজন !

কলিঙ্গ। সত্য, তুমি চুরি ক'রেছিলে ?

দধিমুখ। হে আর্ত্তের জীবনরক্ষক !
ঈশ্বরের অমোঘ ইচ্ছায়, এই বিশ্ব চরাচরে
জড়ত্ব নাশিয়া বিবেক চেতনা দিয়া
শ্রেষ্ঠতর মানবের সৃষ্টি !
হ্যাঁ—জীব সৃষ্টি ঈশ্বরের—মানবই প্রধান !
অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি শুধু মানবে পেয়েছে ?
কিন্তু সে মানব—আজ এত সে অজ্ঞান—
তুচ্ছ করি বিশ্বরূপী দেব ভগবানে,
অহঙ্কারে দেবের বিগ্রহে সামান্য প্রস্তর ভাবি

দেব অঙ্গ হ'তে খুলে নেবে স্বর্ণ আভরণ ?
বিধি সৃষ্ট নর আমি—
আমি যেই তস্কর তাড়নে
সর্ব্বস্ব হারায়ে পথের ভিখারী—
জীবন থাকিতে আমি সেই তস্কর সাজিব ?
ওহে মতিমান্ ! নহি চোর আমি—
অধম ভিক্ষুক শুধু চোরের তাড়নে !

কলিঙ্গ। কেবা তুমি ? কিবা নাম তব ?

দধিমুখ। হে মহান্ ! নাম ছিল—
ভুলিয়া গিয়াছি নাম ভিক্ষুক সাজিয়া !

কলিঙ্গ। কোথা বাস ?

দধিমুখ। সন্ধ্যা যথা নেমে আসে
জগতের শঙ্খধ্বনি সনে,
নিশার আঁধার যথা
শৃঙ্খলিত করে চরণে আমার—
দিনান্তে তখন নিবাস তথায় !

কলিঙ্গ। কেন এসেছিলে হেথা ?

দধিমুখ। শুধু ভিক্ষা নিতে –
দেবতার পদে প্রসাদ যাচিতে !

কলিঙ্গ। পাইয়াছ ?

দধিমুখ। দেখিয়াছ তুমি—কত কৃপা দেবতার !
তুলে দিতে মুখে ক্ষুধার আহার্য্য
দেব ভগবান পৃষ্ঠে দেছে তীব্র কশাঘাত !
সাক্ষ্য তুমি—দেখ দেখ পৃষ্ঠদেশে
রক্তফাটা রেখা তার কেমন অঙ্কিত !

কলিঙ্গ। রে ভিক্ষুক ! এ কঠিন অত্যাচার
কার জান ?—অবিবেকী মানবের !
নির্ম্মম এ অভিশাপ কার জান ?—
বিধাতার ! শান্তির প্রলেপে
সৃষ্টিকাণ্ড রচিয়া তাঁহার,
শার্দ্দূল আচারে ভক্ষ্যরূপে গ্রাস করে
আপন সৃজিত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর !
সে দংশনে বিষ যদি পাও—
বিষই তোমার প্রাপ্য !
শান্তিতে বিষাদ, স্বার্থছায়া প্রেমের তরঙ্গে,
দারিদ্র্যে দাহন,—প্রকৃতির স্বভাব ভাবিয়া
অঙ্গের ভূষণ সম বরিতে উচিত !
হে ভিক্ষুক ! তবু তুমি প্রীতিপূর্ণ নেত্রে
দেখ এ সংসার ! আছে হেথা মানুষ এখনো
পরদুঃখে প্রাণ দিয়ে কাঁদিবার !
সর্ব্বদিক দিয়ে তোমার সেবার ভার
নিজে আমি করিনু গ্রহণ !

[প্রস্থান।

দধিমুখ। এই রীতি বিধাতার—
এক হাতে করে বেত্রাঘাত—অন্য হাতে
নিয়ে আসে সান্ত্বনার ঔষধি প্রলেপ !
চমৎকার—চমৎকার !

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। বন্ধু ! বাঃ, বেশ তো তুমি !

দধিমুখ। কিন্তু ততোধিক চমৎকার তুমি!—হাত ধ'রে নিয়ে গেলে—তারপর নিজের কাজে কোথায় মিশে গেলে দেখতে পেলুম না। পরিণামে আহার্য্যের পরিবর্ত্তে পেয়েছি তীব্র কশাঘাত!

গোপাল। আমি দেখেছি—

দধিমুখ। তবু একবার আসতে পারলে না কাছে? উদ্যত বেত্র থামাতে পারলে না আমাকে বাঁচাতে? যাও—যাও—স্বার্থপর তুমি—

গোপাল। তারা আমাকেও প্রহার করেছে!

দধিমুখ। তোমাকেও? কই, দেখি দেখি বেত্রাঘাত চিহ্ন—কই, দেখি তোমার যন্ত্রণা—

গোপাল। গীত

আমি সমান প্রাণে প্রাণে ব্যথা পাই।
রেথায় রেথায় বাজের ব্যথায় তোমায় আমায় প্রভেদ নাই॥
সত্যিকারের বন্ধু তুমি একই ঘরে বাস,
তোমার মত মনটী আমার একই ভোগে আশ,
তোমার যদি অশ্রু ঝরে আমিও তায় ভেসে যাই॥

গোপাল। এসো ঐখানে এসো। আর ওদের প্রহার করতে সাহস হবে না—এবার যত্ন ক'রে আসন পেতে আমাদের সামনে মিষ্টান্নের থালা ধ'রে দেবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

কৌণ্ডিল্যনগর—রাজসভা

ধৃষ্টবুদ্ধি ও সাগর

ধৃষ্টবুদ্ধি। সত্য কথা বল সাগর! আজ একটা বহু পুরাতন সত্যকে আমি সত্য বলে গ্রহণ করতে চাই! পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে তুমি আমার কাছে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করেছিলে চন্দ্রহাসকে হত্যা ক'রে—দুই হস্ত রক্তে রঞ্জিত ক'রে—সে কি সত্য?

সাগর। আমি বলি কলিঙ্গকে বন্দী করুন—নন্দলালের ঘর জ্বালিয়ে দিন।

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমার কথার উত্তর দাও!

সাগর। নইলে নন্দলালও ঢিট্ হবে না—কলিঙ্গের তো কথাই নেই—আপনাকে আজ পর্য্যন্ত রাজা ব'লে স্বীকার করলে না।

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাগর!

সাগর। আজ্ঞে হ্যাঁ—

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি হত্যা করেছিলে চন্দ্রহাসকে?

সাগর। চন্দ্রহাস কে বলুনতো—আমার মনে পড়ে না—বোধ হয় অনেক দিনের কথা বলছেন? যে রকম কাজ-কর্ম্মের ভিড়, সব কথা মনে থাকে না মহারাজ!

ধৃষ্টবুদ্ধি। মহারাজ দধিমুখের পুত্র চন্দ্রহাস—

সাগর। মহারাজ দধিমুখ কে বলুন তো?

ধৃষ্টবুদ্ধি। কৌণ্ডিল্যের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর!

সাগর। ও হ্যাঁ হ্যাঁ—তার পুত্র চন্দ্রহাস? ও একরকম ভুলেই গেছি মহারাজ!

ধৃষ্টবুদ্ধি। যাকে হত্যা করেছ—জীবনে তাকে ভুলতে পারলে সাগর? যার জন্য হাত পেতে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নিয়েছ, তার একটা দাগও তোমার স্মৃতির মধ্যে জড়িয়ে নেই?

সাগর। ঐটেই আমার দোষ মহারাজ—সব কথা মনে রাখতে পারি না! আমিই তাকে হত্যা করেছিলাম নাকি? হাত পেতে মুদ্রা নিয়েছিলাম নাকি? আমি সব ভুলে গেছি।

ধৃষ্টবুদ্ধি। ভুলে গেলেও এই অস্ত্র তোমায় স্মরণ করিয়ে দেবে—

(তরবারি নিষ্কাষিত করিয়া সম্মুখে ধরিলেন)

সাগর। আজ্ঞে হ্যাঁ—বোধ হয় যেন হত্যা করেছিলাম—

ধৃষ্টবুদ্ধি। তার অর্থ?

সাগর। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাকে রক্ত দেখিয়েছিলাম!

ধৃষ্টবুদ্ধি। সে কি চন্দ্রহাসের রক্ত?

সাগর। বোধ হয় তারই রক্ত!

ধৃষ্টবুদ্ধি। তোমার সে বিষয়ে সন্দেহ আছে নাকি?

সাগর। বোধ হয় যেন একটু একটু সন্দেহ হচ্ছে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি চন্দ্রহাসকে হত্যা করেছিলে?

সাগর। চন্দ্রহাসকে? চন্দ্রহাসকে—হত্যা—

ধৃষ্টবুদ্ধি। হত্যা করনি?

সাগর। আজ্ঞে হ্যাঁ—

ধৃষ্টবুদ্ধি। না হত্যা করনি—আমার বিশ্বাস চন্দ্রহাস জীবিত!

সাগর। তা যদি বেঁচে থাকে মহারাজ—তাহলে সে রক্তবীজ! রক্তবীজ কি রকম ছিল জানেন?—

ধৃষ্টবুদ্ধি। গল্প শোনবার জন্য তোমায় এখানে ডাকিনি! আমি জানতে চাই—সে জীবিত না তোমার হস্তে নিহত?

নন্দলালের প্রবেশ

নন্দলাল। আমি জানি মহারাজ—চন্দ্রহাস জীবিত—

সাগর। ওরে বাবা জীবিত—[পলায়নে উদ্যত]

নন্দলাল। (সাগরের হাত ধরিয়া) পালাচ্ছ কোথায়? করকরে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ঘরে তুলেছ—সত্য কথা ব'লে যাও—চন্দ্রহাস জীবিত না মৃত? আমি বলছি জীবিত!

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি জান নন্দলাল—চন্দ্রহাস জীবিত?

নন্দলাল। হ্যাঁ মহারাজ! সাগরের হাতে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিয়ে আমি চন্দ্রহাসের প্রাণ রক্ষা করেছি!

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাগর!

সাগর। আজ্ঞে আমার ঠিক মনে নেই!

নন্দলাল। হাতে মুদ্রা পেয়ে সাগর চন্দ্রহাসকে হত্যা না ক'রে চ'লে এসেছে! আমার দেহের রক্ত দিয়ে তার দুই হস্ত রঞ্জিত ক'রে দিয়েছি—সাগর তা চন্দ্রহাসের রক্ত ব'লে আপনাকে দেখিয়েছে! এই দেখুন, এই হাতে এখনো ছুরি বসাবার দাগ বর্ত্তমান! আমি বলছি—সাগর চন্দ্রহাসকে হত্যা করেনি—সে জীবিত।

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাগর! নন্দলাল কি মিথ্যা বলছে?

সাগর। মহারাজ! ঐ নন্দলাল আমার মাথায় লাঠি তুলেছিল—সে চন্দ্রহাসকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে! আমি প্রাণের ভয়ে চন্দ্রহাসকে ফেলে পালিয়ে এসেছি! পাছে আপনি আমায় দণ্ড দেন, তাই ওরই হাতে অস্ত্রের ঘা বসিয়ে, নন্দলালের রক্ত এনে আপনাকে চন্দ্রহাসের রক্ত ব'লে দেখিয়েছি! শুধু প্রাণের ভয়ে মহারাজ—আমায় মার্জ্জনা করুন।

ধৃষ্টবুদ্ধি। নন্দলাল! এ কথা সত্য?

নন্দলাল। এ সত্যের ভিতর একটু মিথ্যা আছে মহারাজ! সাগরকে মুদ্রা দিয়ে চন্দ্রহাসকে মুক্ত করেছি! আমার অঙ্গে ও অস্ত্রাঘাত করেনি—

আমি নিজে হাতে নিজের রক্ত সাগরের হাতে তুলে দিয়েছি ! সত্য কথা বল সাগর—নইলে নন্দলাল ছেড়ে কথা কইবে না ! বাঘের মত ঘাড় ধ'রে রক্ত চুষে খাবো।

ধৃষ্টবুদ্ধি। ঔদ্ধত্য রাখ নন্দলাল ! আমি দেখছি তোমার মূল উদ্দেশ্য চন্দ্রহাসকে রক্ষা করা।

নন্দলাল। হ্যাঁ মহারাজ, সত্য—

ধৃষ্টবুদ্ধি। তাহ'লে তুমিই অপরাধী ?

নন্দলাল। সহস্রবার !

ধৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস এখন কোথা ?

নন্দলাল। জানি না—

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি জান—

নন্দলাল। জানলেও বলবার ইচ্ছা নেই মহারাজ !

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি না বল্‌লেও আমি জেনেছি, সে এখন ভীলের আশ্রয়ে।

নন্দলাল। আপনার দৃষ্টি ভগবানের মত সর্ব্বত্রই পরিচালিত যদি, তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি তাকে—চন্দ্রহাস এখন যুবক !

নন্দলাল। আর সে নিজে এখন আত্মরক্ষা করতে শিখেছে !

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি সে ভীল আশ্রয়ে যাবার পথ জানো ?

নন্দলাল। জানি—

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমার সঙ্গে চল—

নন্দলাল। কেন মহারাজ—তাকে বেঁধে আনতে ?

ধৃষ্টবুদ্ধি। হ্যাঁ, আমি চন্দ্রহাসকে চাই—

নন্দলাল। তাকে দেখে এসেছেন আপনি নিজে, অথচ পথ চেনেন না ?

ধৃষ্টবুদ্ধি। সে আমার চক্ষু বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল—চক্ষু বেঁধে অরণ্যে ছেড়ে দিয়ে গেছে! আমি আবার যাবো সেই পর্ব্বত-গুহায়—আমি চন্দ্রহাসকে চাই—

কলিঙ্গের প্রবেশ

কলিঙ্গ। চন্দ্রহাস? সে কি রাজসভায়? কই, কোথায় চন্দ্রহাস? মহারাজ, আজ যৌবনে পদার্পণ ক'রে সে কি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছে?

ধৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ, আজ আমার আনন্দের অবধি নেই—চন্দ্রহাস বেঁচে আছে! সাগর, শুনে যাও। [সাগর কাছে আসিলে ধৃষ্টবুদ্ধি তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন, সে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল] তোমরাই ব'লেছিলে আমার আদেশে সাগর তাকে হত্যা করেছে; কিন্তু সকল সন্দেহ, সকল সংশয় ঘুচিয়ে চন্দ্রহাস বেঁচে আছে!

কলিঙ্গ। শুনেছি, গভীর অরণ্যে চন্দ্রহাস আপনার জীবন রক্ষা করেছে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। তারই কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য চন্দ্রহাসকে আমি আমার সুমুখে দেখতে চাই!

কলিঙ্গ। সে মহারাজের অনুকম্পা; কিন্তু শত্রুর প্রতি এ কৃতজ্ঞতা দেখানো মহারাজের অন্যায়!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কে? চন্দ্রহাস আমার শত্রু?

কলিঙ্গ। শত্রু না হ'লে সে আপনার আজ্ঞায় মশানে প্রাণ হারাতে গিয়েছিল কেন?

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমিই বুঝি নেতা হয়ে সাম্রাজ্যবাসীকে তাই জানিয়ে দিয়েছ?

কলিঙ্গ। না মহারাজ, প্রকৃতির বাতাসে তার বিজয়-দুন্দুভি স্বয়ং ধর্ম্ম নিজের হাতে বাজিয়েছেন।

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাবধান কলিঙ্গ! সামান্য শৃগাল হয়ে সিংহের সম্মুখে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না—

কলিঙ্গ। স্বীকার করি সামান্য বৃত্তিভোগী কর্ম্মচারীর এটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ—কিন্তু রাজকুমারের পক্ষ সমর্থন করতে আমি ভীরুতার আশ্রয় গ্রহণ করবো না! তাতে আমায় যে শাস্তি ইচ্ছা দিতে পারেন! আমি জানি, আমার এ জীবনের কোন মূল্য নেই! যতক্ষণ মূল্য ছিল ততক্ষণ এই কৌণ্ডিল্যের বুকে শত্রুবিমর্দ্দন তরবারি হাতে দাঁড়িয়েছিলাম—এবার তার ভিত্তি কেঁপে উঠেছে—এবার আমি অশক্ত—আমি নিরস্ত্র—আমায় বন্দী করুন—ইচ্ছামত দণ্ড দিন!

নন্দলাল। এ বৃদ্ধেরও ঐ কথা মহারাজ—কার্য্য শেষ! আপনার অন্তরায় হয়ে আর উঠে দাঁড়াবার শক্তি আমার নেই! আপনার ঘুমন্ত প্রতিহিংসাকে জাগিয়ে তুলে চরিতার্থ করবার এই পরম সুযোগ! এখন শুধু ভগবানে নির্ভর করেছি—তাতে আমার জীবনলীলা শেষ হয়, জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়—তবু ভগবানের চরণপ্রান্তে আশ্রয় পাবো। আর ক্ষোভ কিসের? রাজকুমারকে রক্ষা করেছি, তাকে তার শত্রু চিনিয়ে দিয়েছি—এখন আর মরতে ভয় পাই না! কিন্তু যতক্ষণ বেঁচে থাকবো, প্রতিহিংসা গোপন ক'রে বেঁচে থাকবো না।

ধৃষ্টবুদ্ধি। এখনো বল—চন্দ্রহাস কোন্ পর্ব্বত-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে?

নন্দলাল। বলবো না—

ধৃষ্টবুদ্ধি। মৃত্যু বরণ করবে, তথাপি বলবে না?

নন্দলাল। মৃত্যুকে বরণ করবো যথার্থ মিত্রের মত?

কলিঙ্গ। সাধু সাধু নন্দলাল! জীবন-মরণের এই সন্ধিস্থলে ঘোর পরীক্ষা তোমার সম্মুখে! দিয়ে দাও জীবন—তোমার আদর্শ পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমিও যাবো সেই মৃত্যুর পথে! রক্ষা করেছ যাকে বুক

দিয়ে—ফেলে দিও না তাকে নিদারুণ ঝটিকার মাঝখানে! জীবন দাও—তথাপি প্রকাশ করো না চন্দ্রহাস কোথায়! ভগবানের আশীর্ব্বাদ পাবে—প্রজামণ্ডলীর সহানুভূতি পাবে—রাজকুমারের হাসির আলো তোমার মরণ ব্রতকে উজ্জল ক'রে দেবে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। উত্তম। সাগর! [সাগরের প্রবেশ] অগ্নিদণ্ড প্রস্তুত?

সাগর। প্রস্তুত—আপনি আদেশ করলেই নিয়ে আসি—

ধৃষ্টবুদ্ধি। যাও—যাও—নিয়ে এসো—জ্বালিয়ে দাও এই বিশ্বাস-ঘাতকের দেহ—

সাগর। যে আজ্ঞে—যে আজ্ঞে— [প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। এখনো স্বীকার কর কলিঙ্গ—কে এই কৌণ্ডিল্যের অধীশ্বর?

কলিঙ্গ। চন্দ্রহাস—

ধৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস! নন্দলাল, এখনো বল, কোথায় সে চন্দ্রহাস? (সিংহাসনে বসিলেন)

সশস্ত্র চন্দ্রহাসের প্রবেশ

চন্দ্রহাস। চন্দ্রহাস আপনার সম্মুখে!

কলিঙ্গ ও নন্দলাল। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস! (চন্দ্রহাসকে জড়াইয়া ধরিল)

চন্দ্রহাস। অপেক্ষা করুন, আমাকে কার্য্য শেষ করতে দিন।

ধৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস?

চন্দ্রহাস। হ্যাঁ আমি! আমার জন্য কাউকে পীড়ন বা বধ করতে হবে না! আমার জন্য গুপ্তচর পাঠাতে হবে না—আপনাকে চিন্তার দাহনে পুড়ে মরতে হবে না! আমি একক এসেছি, আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার অভিপ্রায় উপলব্ধি করতে! আপনি চান চন্দ্রহাসকে—আর আমি চাই—

ধৃষ্টবুদ্ধি। কি চাও?

চন্দ্রহাস। দ্বিধা শূন্য হয়ে নেমে আসুন সিংহাসন থেকে—আমি এসেছি আমার পিতার সিংহাসনকে প্রণাম করতে!

দুষ্টবুদ্ধি। তার অর্থ?

চন্দ্রহাস। অর্থ তার অন্তর্নিহিত আমার—
প্রকাশিলে তাহা মন্ত্রমুগ্ধ সম
ভূমিতলে পড়িবে আছাড়ি!
ওই মণিময় রত্ন সিংহাসন—
হেরি অতীতের কল্পনার চোখে,
ধ'রেছিল একদিন জনকে আমার,
করে দিয়ে রাজদণ্ড, শিরে দিয়ে
শিরোশোভা রতন মুকুট;
কত অনন্ত অসীম আশা তাঁর,
উদ্দীপনা কত আছিল অন্তরে,
কত জল্পনা কল্পনা,
কত ভবিষ্য মন্ত্রণা,
কত আবেদন, কত নিবেদন,
কত আরাধনা, সাম্রাজ্যের মঙ্গল সাধনা,
হয়ে গেছে সম্পাদন
কত নিরালায় ওই সিংহাসনে—
আঁকিয়া ফেলেছি আমি অন্তরে আমার!
বুঝি সাক্ষ্য আছে তার উর্দ্ধে ওই চন্দ্রাতপ,
ঝলসিত স্বর্ণের ঝালর স্বর্ণসূত্রে গাঁথা মুক্তা পাঁতি,
ওই সারি সারি স্তম্ভশ্রেণী, ওই মুক্ত বাতায়ন,
ওই সিংহাসন, ওই মন্ত্রীর আসন,
তুমি নিজে—সর্ব্বোপরি স্বয়ং সেই ভগবান!

কত হাসি ছিল এইখানে—
কালচক্রে ডুবে গেছে সব রোদনের জলে !
কার তরে ? ওগো স্বার্থপর ! তুমি—তুমি—
বুক চিরে মোর, শার্দ্দুল হিংসায়
হৃদপিণ্ড ল'য়েছ ছিঁড়িয়া, করিয়াছ রক্তপান !

ধৃষ্টবুদ্ধি। সাবধান উদ্ধত যুবক ! নহে ইহা
পর্ব্বত গহ্বরে ভীলের আশ্রয় তব !
নত শিরে পদে ধরি চাহ ক্ষমা ভিক্ষা—
নহে মৃত্যুদণ্ড সুনিশ্চিত ! (তরবারি উন্মোচন)

চন্দ্রহাস। রে মৃত্যুমুখী পতঙ্গ ! স্বভাবে তোমার
নিজ হস্তে জ্বেলেছ অনল
মৃত্যু আকর্ষণে পুড়িয়া মরিতে !

কলিঙ্গ ও নন্দলাল। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস—

ধৃষ্টবুদ্ধি। তবে হত্যা—হত্যা—(অস্ত্র উত্তোলন)

চন্দ্রহাস। হত্যার সে প্রতিশোধ নির্ম্মম হত্যায়। (অস্ত্রাঘাতে উদ্যত)

[সহসা মদন আসিয়া চন্দ্রহাসের অস্ত্র প্রতিহত করিল]

মদন। সাবধান ! যে হও সে হও তুমি—
পিতার শিয়রে মম তুলেছ কৃপাণ।
প্রতিদানে শত্রুতায় বক্ষ রক্তে তব
মম শাণিত কৃপাণ করিব রঞ্জিত।

চন্দ্রহাস। কৃতজ্ঞতা দেখালে ভাল—
রীতি-নীতি শিখিনু সুন্দর !
মনে আছে—পাণ্ডবের যজ্ঞীয় তুরঙ্গ
বন হ'তে বনান্তরে ছুটিল যখন
ললাটে অঙ্কিত জয় চিহ্ন ল'য়ে,

বিপর্য্যস্ত অন্তরে তোমায় সুশান্ত করিতে
কেবা সেই ধ'রেছিল হয় ? আমি—আমি—
এত শীঘ্র ভুলিলে আমারে তুমি ?

মদন। হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই তুমি—বীর তুমি—
সেই দিন হ'তে বন্ধুত্ব স্থাপিত তোমার সনে !
বন্ধু তুমি—কোষবদ্ধ কর তরবারি !
দেহ বন্ধুত্বের পরিচয়—
পিতৃ অরি না সাজ আমার !

চন্দ্রহাস। যদি শান্তি পাও—ওগো বন্ধু,
ফেলে দিনু মুক্ত তরবারি,
বন্ধুত্বের বিনিময় দিতে
তুমি লও শির মম বিমুক্ত কৃপাণে !
ওগো বন্ধুর জনক ! শত্রু যদি আমি,
লও মম যুক্ত কর—
স্বেচ্ছায় পরিব আমি বন্দীর বন্ধন !

সাধনার প্রবেশ

সাধনা। না, নারে পুত্র, বাঁধিয়া রাখিব তোমায়
পুত্রের সমান—মাতা যথা পুত্রে বাঁধে
প্রসারি যুগল বাহু নিবিড় বেষ্টনে।

অগ্নিদণ্ড হস্তে সাগরের প্রবেশ

সাগর। মহারাজ ! অগ্নিদণ্ড প্রস্তুত—আদেশ করুন—নীরব থাকলে চলবে না—আদেশ করুন !

সাধনা। কে আছ ? কলিঙ্গ—নন্দলাল ! বাঁধ ঐ নির্ম্মম অত্যাচারী সাগরকে ! বাঁধ—

নন্দলাল। রাজরাণীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য! সাগর। (হাত ধরিয়া) এই বুড়ো হাড়ে আজ ভেল্কি লাগিয়ে দোবো—তোর হাড় পর্য্যন্ত আজ চিবিয়ে খাবো—

সাগর। মহারাজ—আদেশ করুন!

কলিঙ্গ। নন্দলাল! নিয়ে এসো সাগরকে—আমার মনোনীত কারাগারে সাগরকে ফেলে দিয়ে আসি! আর ভয় নেই নন্দলাল-- চন্দ্রহাস নির্ভয়—মা এসে দাঁড়িয়েছেন সন্তানের কাছে স্নেহের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে! [কলিঙ্গ ও নন্দলাল সাগরকে লইয়া চলিয়া গেল—সাগর যাইতে যাইতে বলিল—"মহারাজ, আদেশ করুন!"]

ধৃষ্টবুদ্ধি। রাজ্ঞি, দুর্ম্মদ বারণ আমি—
কেন আস প্রকৃতিস্থ করিতে আমায়?
কার্য্যে মোর কাঁদে যদি বসুন্ধরা, কাঁদে সমীরণ,
ওঠে যদি বিশ্বব্যাপী আর্ত্তনাদ,
শ্রবণের তৃপ্তি তায় মোর!
শত্রু চন্দ্রহাস—শত্রু বধে আত্মতৃপ্তি খুঁজি!

সাধনা। না—না মহারাজ,
পরিত্যাগ কর সিংহাসন,
ফিরাইয়া দাও চন্দ্রহাসে
সাম্রাজ্য তাহার!

ধৃষ্টবুদ্ধি। না না, ফিরে দোবো ব'লে
বসি নাই সিংহাসনে!
পত্নী যদি তুমি,
তবে মরি বাঁচি লক্ষ্য নাহি কর;
শুধু কার্য্যে মোর সহায় হইতে
পার্শ্বে এসে দাঁড়াও আমার!

সাধনা। কেন, পত্নীত্ব দেখাতে মোর ?
স্বামীভক্তি শিখাতে জগতে ?
না না স্বামী,
ধর্ম্মকর্ম্মে শুধু পতির সহায় পত্নী,
কিন্তু অধর্ম্ম সাধনে চির অন্তরায় !
পতির পুণ্যের ভাগ নিতে পারে পত্নী,
কিন্তু পাপ অংশ করে না গ্রহণ !
অন্যায়ের বিদ্রোহিনী আমি—
আছে সত্ব মোর, রাণী আমি সাম্রাজ্যের !
পাপ কার্য্য সম্পাদনে
সৈন্য অস্ত্র ল'য়ে দাঁড়াইবে তুমি,
অস্ত্র হাতে আমিও চলিব একা
বিজয়িনী যথা শক্তি সমদ্ভুতা—
শত অত্যাচারে চন্দ্রহাসে আমিই বাঁচাবো !

ধৃষ্টবুদ্ধি। মদন, মদন, যদি পুত্র তুমি মোর,
যদি পিতৃভক্তি থাকে,
যদি সিংহাসনে থাকে সাধ,
তবে দণ্ড দেহ—হত্যা কর চন্দ্রহাসে—
পিতার শিয়রে তব তুলিল যে শাণিত কৃপাণ !

মদন। ক্ষমা কর পিতা ! শত্রু তব
নিজে তুমি করহ শাসন !
কি জানি কিসের লাগি জাগিছে সঙ্কোচ ;
ঘৃণা হয়, নত হয় মাথা লজ্জার তাড়নে !
মনে হয় শত্রু নয় চন্দ্রহাস—
বুঝি পিপাসিত, উপবাসী

ক্ষুধার্ত্ত ভিখারী কোন
অতিথির মত এসেছে দুয়ারে ;
শুধু অশ্রুভরা চোখে
ভিক্ষা চায় কাম্য বস্তু তার !
ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও পিতা—
নহে চ'লে গেছে ইহকাল
পরকালও চলিবে কালের কবলে !

দুষ্টবুদ্ধি। তবে দূর হও, দূর হও অবাধ্য সন্তান ! (পদাঘাত)

মদন। কেন পিতা, কোন্ অপরাধে ?

সাধনা। এও ভাল—এও ভাল রে মদন !
পদাঘাতে নেমে গেল পাপ কার্য্যভার ;
বেঁচে থেকে জগতে আলো অন্ধকার
দেখে যাবি প্রকৃতির বিচিত্র প্রথায়,
কিন্তু কৃপাণ ধরিয়া করে
তোমা সম এই মম সন্তানের বুকে
অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইতে যদি,
তবে বাঁচাইতে পরের সন্তানে
সবটুকু শক্তি নিয়ে মোর—অভিশাপে
আপন সন্তানে পুড়াইয়া ফেলি'
ভস্মমাত্র রাখিতাম তার !
যাও—যাও পুত্র, ত্যজ সভাস্থল !
নহ রাজপুত্র তুমি – মাতা তব ভিখারিণী—
তাহারি সন্তান তুমি ! আর এই ভাই তব,
জ্যেষ্ঠ তব—জননীর তব প্রথম সন্তান !

[ধীরে ধীরে মদন চলিয়া গেল]

ধৃষ্টবুদ্ধি। শত্রু—শত্রু—স্বয়ং বিধাতা হইতে
আত্ম-পরিজন সাধিছে শত্রুতা মোর!
সরে যাও—সরে যাও পতি বিদ্রোহিনী—
চন্দ্রহাসে হত্যা আমি করিব নিশ্চয়! (হত্যায় উদ্যত)

সাধনা। না না স্বামী—এই শেষবার—
পায়ে ধরি রাখ কথা!
তোমার কারণ আর পারি না কুড়াতে
জগতের বজ্র অভিশাপ,
কলঙ্ক কালিমা আর দীর্ঘশ্বাস যত!

চন্দ্রহাস। স'রে যাও, স'রে যাও মাতা—
পারি না দেখিতে আর দুর্গতি তোমার!
এত লাঞ্ছনায় ক্ষুদ্র করি তোমা
চাহিনা ও রাজ-সিংহাসন!
বাধা আমি জগতের যদি
মৃত্যু শাস্তি করিব বরণ!

সাধনা। কিসের মরণ? পত্নী আমি—
পতি করে অকাতরে দিব প্রাণদান
তোমা হেন পুত্রের কারণ!

ধৃষ্টবুদ্ধি। দেখি কত শক্তি তব—
চন্দ্রহাসে কেমনে বাঁচাবে! (হত্যায় উদ্যত)

সাধনা। মা সতীকুলরাণী—জগজ্জননী—

ধৃষ্টবুদ্ধি। মা নাই—মা নাই সংসার মাঝারে—

ত্রিশূলহস্তে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ

সিদ্ধেশ্বরী। মা আছে—মা আছে প্রত্যক্ষ সংসারে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কে—কে তুমি?

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। গীত

কেমনে চিনিবে বল কেবা এলো কি ছলে ॥
স্নেহ-সিন্ধু উথলিল মোক্ষ রাজে পদতলে ॥
দক্ষ আর দাক্ষায়ণী অকল্যাণে মা কল্যাণী,
হাস্যময়ী কাত্যায়ণী শুভ শিব সিমন্তিনী,
হয়েছে মা সন্ন্যাসিনী নয়নে যার বিশ্ব চলে ॥
না ভাবিলে হয় কি ভাবা না দেখিলে হয় কি দেখা,
চরণ পদ্মে আছে আঁকা অলক্তের রাঙা রেখা,
কপালখানায় থাকলে লেখা কোলের ছেলে নেয় সে কোলে ॥

সিদ্ধেশ্বরী। ওরে বনবাসী সন্তান! কেন এসেছিস এই বৈষম্যের মাঝখানে? কি পাবি এখানে? যদি পাবার থাকে—সে ভাণ্ডার আমি তোকে দেখিয়ে দোবো! ওরে বনের রাজা, বনস্পতি ডাকছে তোকে—আগে তার চোখের জল মুছিয়ে দিবি আয়— [সন্ন্যাসী ও সিদ্ধেশ্বরী চন্দ্রহাসকে লইয়া চলিয়া গেলেন]

সাধনা। দেখ মহারাজ! চন্দ্রহাস কে—কত সরলতার মাঝখানে আশ্রয় পেয়েছে সে! ঐ যায় মহারাজ—এতটুকু স্নেহ দিয়ে তুমি আহ্বান করতে পার না চন্দ্রহাসকে? চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস—দাঁড়াও বাবা—আমিও তোমার মা—মুখের কথায় ব'লে যাও—তুমিও আমার সন্তান কি না!

[প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। স্নেহ? চন্দ্রহাসকে স্নেহ? প্রকৃতির বুক থেকে সকল স্নেহ তাকে আকর্ষণ করলেও আমি দোবো শত্রুতা! আমার কাছে মাত্র চাতুরীর স্নেহটুকু তার প্রাপ্য!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান

সখীগণ

সখীগণ। গীত

এমন বকুলতলার বকুল ফুলে।
মালা গেঁথে পরাবি বল কা'র গলে॥
এই নিরালার সুবাস নিয়ে,
যৌবন দোলে মন মজিয়ে,
ফুলরাণীর সঙ্গ পেয়ে থাকি বিরলে॥
চাঁদ পেলে মনোভোলা,
পরাবো তায় তারার মালা,
সাজাবো অমিয় ডালা যদি লো মিলে॥

বিষয়া ধীরাকে টানিতে টানিতে প্রবেশ করিল

ধীরা। হ্যাগা রাজকুমারী, তোমার এ সব কি কাণ্ড? আমায় ছেড়ে দাও বাছা!

বিষয়া। না, তোমায় বলতে হবে! (সখীগণের প্রতি) তোরা স'রে যাতো ভাই—ধাত্রী-মার সঙ্গে আমার কথা আছে! [সখীগণের প্রস্থান] বল ধাত্রী-মা—ও চন্দ্রহাস কে—কোথায় থাকে?

ধীরা। আমি জানি না—

বিষয়া। বল ধাত্রী-মা—আমিওতো তোমার মেয়ে—আমার গোপন করছো? তোমরা সবাই চন্দ্রহাসকে চেনো—অথচ তার পরিচয়

দিতে চাও না! কলিঙ্গ দাদা বলেন 'জানি না'—নন্দলাল দাদা বলেন 'চুপ কর ও কথা ব'লতে নেই'—মা বলেন 'রাজপুত্র'—বাবা বলেন 'শত্রু'—তুমি তখন বললে তোমার ছেলে—এখন বলছ 'জানি না'! কেন বলতো তোমরা নানাজনে নানা কথা কও? চন্দ্রহাস কে—এ কথাটা আর কেউ সাহস ক'রে বলতে পারছ না?

ধীরা। যদি বলবার দিন পাই রাজকুমারী, তখন বলবো। এখন সে ভিখারী—বনে থাকে—বনের মানুষ! আমার ছেলে? হয়তো সে ছিল—হয়তো আমায় মা ব'লে ডাকতো—হয়তো আমি বুকে ক'রে মানুষ করেছি! কিন্তু সে স্বপ্ন—স্বপ্নের মত এসেছিল—স্বপ্নের মত লুকিয়ে আছে! রাজকুমারী, সত্যি তুমি চন্দ্রহাসকে দেখেছিলে?

বিষয়া। দেখিনি? আমি তখন গবাক্ষ পথে দাঁড়িয়ে। একটা সন্ন্যাসিনীর হাত ধ'রে চ'লে যাচ্ছে—চোখে জল—আমার দিকে চাইলে—সে এক মুহূর্ত্তের দেখা! কেন কাঁদছিল ধাত্রী-মা? তার কিসের দুঃখ?

ধীরা। তার বুকভরা দুঃখ মা—জগতের সবটুকু দুঃখ তার বুকে এসে জেঁকে ব'সেছে! তুমি দেখেছ তাকে? আমাকে একবার ডাকতে পারলে না? আমি যে পনের বছর তাকে দেখিনি! তার মুখখানি ভুলতে বসেছি—এখন সে কত বড় হয়েছে—আমায় কি আর মনে আছে? আমি শুনেছি তার কচি মুখের মা বলা ডাক! সে কি এখন আমায় ডাকবে মা ব'লে?

বিষয়া। বল না—সে কি তোমারই ছেলে?

ধীরা। আমার? হ্যাঁ আমার? সে মা মরা ছেলে—তার মা দিয়েছিল আমাকে বুকে ক'রে প্রতিপালন করতে! তাকে বিলিয়ে দিয়েছি পরের হাতে—তবু শান্তি পাচ্ছি না—সে বেঁচে আছে—সে নগরে এসেছে—সে মানুষ হয়েছে! আমায় একবার দেখাবে না? যদি আসে, তাকে ধ'রে রেখে দিও—আমি দেখবো—চন্দ্রহাসকে দেখবো—

বিষয়া। মা বুঝি চন্দ্রহাসকে খুব ভালবাসেন? আমি দেখেছি, চন্দ্রহাসের নাম নিয়ে তাঁকে চোখের জল ফেলতে! মা বলেছেন—চন্দ্রহাসকে আমাদের বাড়ী নিয়ে আসবেন।

ধীরা। না আনলে যে তাঁর অধর্ম্ম হবে! এ যে তারই ঘর-বাড়ী—এ যে তারই উদ্যান—এখানে যে তার বাপ-মায়ের স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

বিষয়া। তবে সে চ'লে গেল কেন?

ধীরা। তোমার বাবা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে—থাকলে কেটে ফেলবে! তোমার জন্মদিনের উৎসবে চন্দ্রহাসের বাপকে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

বিষয়া। আমার বাবা?

ধীরা। হ্যাঁ, সিংহাসনের জন্যে! চন্দ্রহাস রাজপুত্র—এখন সে ভিখারী—ভিখারী—

বিষয়া। ধাত্রী-মা, তুমি চন্দ্রহাসের খোঁজ কর—তাকে ফিরিয়ে আন—আমি বাবাকে বলবো—তাকে এই রাজ্যের রাজা করতে।

ধীরা। চুপ্ কর—ও কথা বলতে নেই! তোমার বাবা শুনতে পেলে তোমাকেও কেটে ফেলবে।

বিষয়া। কেন কেটে ফেলবে? তবে তুমি আমায় চন্দ্রহাসের কাছে রেখে এসো—আমি তার সেবা করবো—তাকে যত্ন করবো—

ধীরা। পারবে মা—তার যত্নের ভার নিতে? সে জগতের অভিশাপ কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ হচ্ছে—তাকে তোমার যত্নের আশ্রয়ে টেনে নিতে পারবে? তুমি দেখেছ তাকে—চোখের জলও দেখেছ! সে আশ্রয় চায়—সে ভিক্ষা চায়—সে দয়া চায়!

বিষয়া। আমি তার জীবনগতির সকল বাধা ছিঁড়ে দোবো ধাত্রী-মা! পিতার রোষদৃষ্টি হ'তে আমি তাকে রক্ষা করবো! তার দুঃখে আমিও কাঁদতে পারবো! আমি তার কান্নার জল মুছিয়ে দিয়ে মুক্তকণ্ঠে কোকিল-কাকলির সঙ্গে সুর মিশিয়ে আনন্দের গান গাইব! চন্দ্রহাসকে আমি

আপনার ভাববো ! ধাত্রী-মা, তুমি খুঁজে আন চন্দ্রহাসকে—আমি তার মুখে তার দুঃখের কথা শুনবো ।

ধীরা । কোথায় খুঁজবো তাকে ? ভগবানকে ডাক মা—তোমার কামনার রত্ন তিনিই তোমাকে মিলিয়ে দেবেন ! আমি শত সাধনায় তাকে খুঁজে পাইনি ! এসেছিল—ধরতে পারিনি ! কিন্তু আসবে—বুঝি তোমারই সাধনায় আর তোমার জননীর স্নেহের আকর্ষণে সে এখানে চোখের জল ফেলতেও আসবে ! সে যে তার পিতার পরিচয় পেয়েছে—সে যে মানুষ হয়েছে—সে যে দিন পেয়েছে—নইলে আসবে কেন ? যদি আসে ধ'রে রেখো মা—লুকিয়ে রেখো মা ! সে আমার ছেলে—আমার চন্দ্রহাস—ঐ নন্দলাল জানে, সে কোথায় থাকে—আমি তার পায়ে ধ'রে কাঁদবো—সে দয়া করলে আমি চন্দ্রহাসকে পাবো—আর তাকে যেতে দোবো না—সে আমার ছেলে—সে আমার ছেলে—আমি তার মা—

[প্রস্থান ।

বিষয়া । চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস ! একবার একটীবার তোমায় দেখেছি ! সে দেখার পরিণামে আমি জগৎ-সংসার হারিয়ে ফেলেছি ! আমি বরণ করেছি তোমাকে আমার বাসনার প্রদীপ জেলে ! এসো প্রিয়—এসো এই সাজানো আলোকে তোমার সকল দুঃখের অবসাদ করে ! [চন্দ্রহাস উপস্থিত] কে—কে তুমি ?

চন্দ্রহাস । আমি অপরিচিত---

বিষয়া । তুমি—তুমি—

চন্দ্রহাস । আমি চন্দ্রহাস ।

বিষয়া । তুমি চন্দ্রহাস ? এখানে কি করে এলে ?

চন্দ্রহাস । ঐ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন ক'রে !

বিষয়া । কেন এলে ?

চন্দ্রহাস। তোমায় দেখতে! সেদিন দেখেছিলাম সাশ্রুনয়নে গবাক্ষের পথে—দেখলুম নিপুণ শিল্পকরের তুলিকায় আঁকা একখানি নিখুঁত চিত্র! ভাল ক'রে দেখতে পাইনি তখন—আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাই দেখতে এলুম।

বিষয়া। তা ব'লে এই চোরের মতন? অন্দরের এই উদ্যানে? বাবা আমার যা ভয় হয়েছিল! কেউ দেখলে তোমায় কি বলবে বলতো?

চন্দ্রহাস। বলবে একটা লম্পট চোর! অন্যে বলবার আগে তুমিই না হয় সেগুলো বলে নাও! আমি কিন্তু চোর বা লম্পট নই! তোমায় দেখে আশা মিটছে না আমার! এ আশা মেটাতে, তোমাকে তোমার রূপের প্রশংসাবাদ শোনাতে, ইচ্ছা করলে এই উদ্যান থেকে তোমায় চুরি ক'রে নিয়ে পালাতে পারি; কিন্তু সে উদ্দেশ্যে আমি আসিনি!

বিষয়া। তবে কেন এসেছ?

চন্দ্রহাস। তাও জানি না! তবে দেখবার সাধ হয়েছিল—বুঝি তারই আকর্ষণে এসেছি! যদি বিরক্ত হও, আমি ফিরে যাচ্ছি—কেননা এরূপভাবে আমার পরম শত্রুর আনন্দের উদ্যানে প্রবেশ আমার বা তোমার পক্ষে ততটা নিষ্কণ্টক নয়।

বিষয়া। তাহ'লে চোরের মত এসেছ—চোরের মত পালিয়ে যাবে ব'লে?

চন্দ্রহাস। রাজকন্যাকে চুরি ক'রে দেখতে আসাটা সত্য; কিন্তু ফিরে যাবার আগে দেখা করবো তোমার জননীর সঙ্গে—দেখা করবো তোমার দাদার সঙ্গে—আর দেখা করবো আমার মায়ের সঙ্গে, যে মায়ের অনুকম্পায় আজও আমি বেঁচে আছি।

বিষয়া। কে, ধাত্রী-মা?

চন্দ্রহাস। হ্যাঁ রাজকুমারী! জান, আমার সে মা কোথায়?

বিষয়া। আমি ডেকে আনবো ? বলে, তোমায় পনের বছর দেখেনি — তোমার জন্য কি কান্না তার—চন্দ্রহাস বলতে ধাত্রী-মা পাগল ! আমি ডেকে আনছি—[প্রস্থানোদ্যত]

চন্দ্রহাস। দাঁড়াও ! তোমার সঙ্গে হয়তো এমনি ক'রে আর কখনো কথা বলবার সুযোগ পাবো না ! তোমার কাছে এসে অন্যায় ক'রে থাকি তার মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি ! আর যদি অতিথি ব'লে স্বীকার কর— তবে এই অতিথির কৃতজ্ঞতার চিহ্ন আমার হাতের এই অঙ্গুরিয়টা তোমার চাঁপার কলির মত অঙ্গুলীতে ধারণ কর—যদি দ্বিধা না থাকে কর ধারণে অধিকার দাও !

বিষয়া। চোর হয়ে চুরি করতে না এলেও, অতিথি হয়ে ডাকাতি করবার সাধটুকু আছে দেখছি ! আচ্ছা নাও, এই বাঁ-হাতে পরিয়ে দাও ! (বিষয়া বাম হস্ত বাড়াইয়া দিল, চন্দ্রহাস বিষয়ার হাতে নিজের অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিল)

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। আর ফুলের মালা একছড়া আছে—আর একছড়া আনবো নাকি ?

বিষয়া। কি পাজি দেখ—তুই এখানে কখন এলি ?

গোপাল। তোমার চোখ আছে কি—চোখ থাকলে দেখতে পেতে —আমি কখন এসেছি ! ঐ কুঞ্জে ব'সে এই মালাছড়াটা গাঁথছিলাম ! তুমি কি রকম বলতো দিদি ? অমন দামী অঙ্গুরী হাত পেতে নিলে— তার বিনিময়ে ওঁকেও একটা কিছু দাও। এই নাও, এই মালাছড়াটা ওঁর গলায় পরিয়ে দাও !

বিষয়া। সেই ভাল—দেতো মালাটা ! (মালা লইয়া) অতিথি, ফুল শুখিয়ে যায়, তবু এই ফুলের কথা মনে রেখো— এ তোমার অঙ্গুরী দানের বিনিময়। (চন্দ্রহাসের গলায় মালা পরাইয়া দিল)

গোপাল। (হাতে শাঁক বাজাইবার অনুকরণে ফুঁ দিয়া) এই পোঁ—

বিষয়া। ওকি—গোপাল !

গোপাল। শাঁক বাজাচ্ছি—তোমার বিয়ে হলো, সবাইকে ব'লে দোবো—

বিষয়া। না রে না, বিয়ে কোথায় ?

গোপাল। তবে ওর গলায় মালা দিলে কেন—আমি ব'লে দোবো—

বিষয়া। ছি, এ কথা বলতে নেই—

গোপাল। হ্যাঁ, আমি ব'লে দোবো—

বিষয়া। না, ভাই লক্ষ্মীটী—কত আদর করবো—কত ভালবাসবো—

গোপাল। না, আমি ব'লে দোবো—

বিষয়া। ব'লে দিলে কাণ ছিঁড়ে দোবো—গুম্ গুম্ করে ঘুসি মারবো—

গোপাল। দাও না, কাণ ছিঁড়ে দাও না—ঘুসি মার না—আমি ঐ আংটীর কথাও ব'লে দোবো—

বিষয়া। পাজি ছেলে, দাঁড়াও তোমায় জব্দ করছি—

গোপাল। তুমি চুরি ক'রে বিয়ে করলে কেন ? দুয়ো, দিদি হ্যাঙ্‌লা—

চন্দ্রহাস। হা হা হা হা, শোনো শোনো, গোপাল, আমার কাছে এসো ! (গোপাল কাছে আসিল) তোমার দিদির দোষ নেই—আমি এখানে চুরি ক'রে এসেছি কিনা—তাই তোমার দিদি অতিথি সৎকার করতে চুরি ক'রে আমার গলায় মালা দিয়েছেন।

গোপাল। ও, তুমিও চোর নাকি ? কই না, তোমায় দেখলে মনে হয়, তোমারি সর্ব্বস্ব চুরি গিয়েছে ! তুমি এসেছ চোরের কাছ থেকে তোমার প্রাপ্য আদায় করতে !

চন্দ্রহাস। কি, কি বললে গোপাল ! এতো তোমার যোগ্য কথা নয়—তুমি কেন অনলে ঘৃতাহুতি দাও—কে তোমায় শেখালে এমন একটা ইঙ্গিতের অস্ত্রাঘাত করতে ?

গোপাল। **গীত**

বারণ কর যদি আর বলিব না।
খেলিতে সাধ হ'লে আর খেলিব না॥
কুঞ্জবনে মালা না গাঁথিব,
পরাতে গলায় কারে না খুঁজিব,
নিরজনে শুধু নীরবে কাঁদিব, নয়নের জল আর মুছিব না॥
আশার বুকে আশা না ধরিব,
আশার হাসিতে আর না হাসিব,
নিরাশা তুফানে ভাসিয়া চলিব কুলে যেতে তরী কভু খুঁজিব না॥

চন্দ্রহাস। গোপাল, এ গান তুমি কোথায় শিখলে ?

গোপাল। এ একজনের প্রাণের গান—সে দুঃখে গাইতে পারে না ব'লে আমি যখন তখন গেয়ে বেড়াই! সে ও শোনে—আমিও শুনি—দিদি, মন্দিরের সেই পাগলটাকে এই গানটা আর একবার শুনিয়ে আসি! এ তারই প্রাণের গান—শোনে আর চোখের জলে বুকে ভেসে যায়— [প্রস্থান।

বিষয়া। খুব ছেলে যা হোক, এই রকম নিত্য-নূতন কত রঙ্গই করে! তুমি দাঁড়াও, আমি ধাত্রী-মাকে ডেকে নিয়ে আসচি! [প্রস্থানোদ্যত]

মদনের প্রবেশ

মদন। বিষয়া—বিষয়া! আশ্চর্য্য—ও কে উদ্যানে ?
অপরিচিত—অথচ—একি! চন্দ্রহাস ?
তুমি এ উদ্যানে ? কতক্ষণ, কোন্ অভিপ্রায়ে,
কাহার আদেশে,
তস্করের প্রায় পশিয়াছ হেথা ?

চন্দ্রহাস। না, নহি তস্কর রে মদন!
চঞ্চল এ অন্তরের তাড়নায়,

উদ্যানের অঞ্চল আশ্রয়ে খুঁজিতে এসেছি
বিধাতার মধুর সৌন্দর্য্য সৃষ্টি !

মদন। পেয়েছিলে অনুমতি কারো ?

চন্দ্রহাস। না—নেমেছি ওই প্রাচীরে উঠিয়া।

মদন। জান, রাজ-পরিবার নিত্য ভ্রমে এ উদ্যানে—
ভিন্ন নহে অন্তঃপুর হ'তে ?
ভগ্নী মম একাকিনী আছিল উদ্যানে
অনাচারে কি হেতু পশিলে হেথা ?

চন্দ্রহাস। দেখেছিনু একদিন ঐ গবাক্ষ পথে
ভগ্নী তব আছিল দাঁড়ায়ে
শিল্পীর সুনিপুণ হস্তের একখানি চিত্র সম !
দেখিয়া বিস্মিত আমি,
ভাল ক'রে দেখি নাই—তাই
আসিয়াছি নয়নের সাধ মিটাইতে !
শুধু সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে !

মদন। আর চৌর্য্যবৃত্তি অপরাধে দণ্ডিত হইতে !

চন্দ্রহাস। তার অর্থ ?

মদন। নারী অসম্মান !

চন্দ্রহাস। না মদন, শিখি নাই কোন দিন
করিবারে নারী অসম্মান !
প্রকৃতির বুকে ভেসে ভেসে
দেখে যাই শুধু প্রকৃতি সৌন্দর্য্য !
প্রকৃতি কম্পনে মানস-রঞ্জন বিমুক্ত উদ্যানে
ফুটে যদি একটী কুসুম
শোভায় সৌরভে উজ্জ্বল গরবে—

কোন্ গতিশীল পথিকের চরণ বিক্ষেপ
স্তব্ধ নাহি হয় চলিতে চলিতে
নয়নের আশা মিটাইতে
অপার্থিব সে সৌন্দর্য্য করি দরশন ?
কি প্রয়োজন ছিল জগতের বুকে
বিশ্বশিল্পী বিরচিত সৌন্দর্য্য সৃষ্টির—
যদি কেহ নাহি থাকে এ জগতে
সে সৌন্দর্য্য নয়নে দেখিয়া
তৃপ্তি পেয়ে প্রশংসা করিতে ?
নহে ইহা নারী অসম্মান বন্ধু—
মাত্র সৌন্দর্য্যের পূজা !

মদন। কিন্তু দস্যুতা করেছ তুমি
নিভৃতে নির্জ্জনে করি বাক্যালাপ
সম্পূর্ণ বিবাহ-যোগ্যা অনূঢ়ার সনে !

চন্দ্রহাস। দোষ থাকে অত্যাচারে—বাক্যালাপে নয় !

মদন। বনবাসী অনার্য্য আচারী তুমি—
হ'তে পারে ইহাও সম্ভব—
কথায় চাতুর্য্য কিম্বা ভূজবলে
এসেছিলে কুমারী হরণে !

চন্দ্রহাস। সত্য কথা, বনবাসী আমি,
পশু সম বনে বনে করি বিচরণ,
কিন্তু শিখি নাই পশু আচরণ ;
হিংসানীতি পরায়ণ সিংহ মেরে
রক্ত মেখে খেলিতে শিখেছি ;
আর্য্য রক্ত নিয়ে অনার্য্যের ঘরে

শাস্ত্রবিধি রক্ষা করি স্বধর্ম্ম পালনে !
করধৃত যষ্টি আমি নহি তব—
আদেশে তোমার শিখি নাই ঘুরিতে ফিরিতে !
আসিয়াছি মানব হৃদয় ল'য়ে—
নহি আমি আসক্তির দাস !
কিসে আমি চোর ?
কবে কোথা দেখিয়াছ চৌর্য্যবৃত্তি মোর ?
কার এ উদ্যান ? কার ওই অট্টালিকা ?
প্রবেশি সেথায় কেবা দেখাইল চৌর্য্যবৃত্তি,
মূল তার কর অন্বেষণ !
এ আমারই সংসার—আমারই খেলার উদ্যান !
চোর তুমি ! বিতাড়িত করিয়া আমারে
কৌশলে অনধিকার করেছ প্রবেশ !
তবু—তবু ওগো বন্ধু,
এতটুকু করুণা প্রত্যাশী হ'য়ে
তোমাদেরি আত্মীয়তা খুঁজিয়া বেড়াই—
তুমি যে খেলার সাথী শৈশবে আমার !
যদি দোষ থাকে
ক্ষমা কর বন্য-পশু জ্ঞানে !
কিন্তু ভোগের আসনে
ভাগ্যবান মানব রতন তুমি—
দেহ তুমি মানবের পরিচয় !

মদন। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস ! পড়িয়াছ
পিতার আমার বিষের নয়নে তুমি,
তাই ভাবি পিতৃ অরি তোমা ;

কিন্তু ভুলি নাই বন্ধু সৌজন্য তোমার !
না না, কিসের মানব আমি ?
কোথা মানবতা মোর ? ধর অস্ত্র—
শরীরের কোন্ অংশে মোর
বিরাজিত মানব হৃদয়,
তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছিন্ন করি ধরিয়া আপন করে
দেখ সেথা আছে কি জাগ্রত
শৈশবের সেই চন্দ্রহাস ?
আছে কি তোমার স্মৃতি ?
আছে কি সেথায় নিরমল সুশীতল
মাধুর্য্যের তব জ্যোছনা বর্ষণ ?
যদি ঘুমাইয়া থাকে
মন্ত্রে তব জাগাইয়া তোলো !
তুমি হও নীতি ও ধর্ম্মের
বিপুলা জাহ্নবী সম মধুময় সিন্ধুনদ,
আমি রাক্ষস আচারী অরণ্য কেশরী
ভাসিতে ভাসিতে লীন হ'য়ে যাই
ক্ষুদ্র এক পরিত্যক্ত তৃণখণ্ড সম !
চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস ! হও তুমি পিতৃশত্রু—
এই বান্ধবের বক্ষ তব
মুক্ত আছে মিত্রতা বিলাতে !

চন্দ্রহাস। বন্ধু—বন্ধু— (উভয়ের আলিঙ্গন)

সাধনার প্রবেশ

সাধনা। থাক ওই ভাবে
এক হয়ে দুইটী বিভিন্ন প্রাণ—

এক সত্বা এক অনুভূতি ল'য়ে !
ধরার এ সুখের মিলনে,
স্বর্গীয় বীণার তানে
ঈশ্বরের অমিয় আশীষ বাণী,
অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে আসুক নামিয়া
অনিবার পুষ্পবৃষ্টি সম
ঝরা ফুল যেন ধারার আকারে !
চন্দ্রহাস ! কি চাও কুমার—
কেন এলে পুনঃ এই শত্রুতার মাঝে !

চন্দ্রহাস। অন্তরের ভাণ্ডার আবাসে মোর
কুড়াইয়া স্নেহটুকু তব
আসিয়াছি করিতে সঞ্চয় !
মাতৃস্নেহ নিয়ে যে জননী
উদ্যত কৃপাণ হ'তে
বাঁচাইল সন্তানের প্রাণ,
নিঃস্ব এ জীবনের সম্বল মাত্র—
সভক্তি প্রণাম একটী আনত শিরে
পদপ্রান্তে আসিয়াছি দিতে উপহার। (প্রণাম)

সাধনা। চন্দ্রহাস ! শুধু স্নেহ দিয়ে তোরে
রাখি নাই ঘিরে ! গচ্ছিত রেখেছি তোর,
এই উদ্যানের মুকুলিত তরুলতা,
ওই অট্টালিকা, অগাধ ঐশ্বর্য্য তোর,
এই রাজ্য, রাজসিংহাসন,
রাজবেশ, রাজার প্রকৃতিপুঞ্জ !
চন্দ্রহাস ! কবে নিবি ? মা ব'লে ডাকিয়ে

আপন গচ্ছিত রত্ন কবে নিবি হাত পেতে ?
গুরুভার সহিতে পারি না আর,
কেঁপে ওঠে সকল সন্তার,
ব্যোম সমীরণ জড় বা চেতন
উচ্চরোলে কহে সব শুধু চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস !
ওরে সুখের ঐশ্বর্য্যে দেখি অশান্তি আগুন ;
শান্তি নাই - তৃপ্তি নাই—
বুঝি দীর্ঘশ্বাসে পুড়ে ভস্ম হই !
ফিরে নে—ফিরে নে চন্দ্রহাস
তোর প্রাপ্য তুলে নে যতনে !
আমি শুধু জননী থাকিব তোর—
মদন থাকিবে তোর আজ্ঞাবাহী দাস—
শ্রীরামের অনুজ লক্ষ্মণ সম !

চন্দ্রহাস। মাগো, স্নেহে তব সব ফিরে পাব—
কিন্তু ফিরিয়া পাইব না শুধু
বিষের পানীয়ে মরা পূজ্যপাদ জনকে আমার !

সাধনা। দিও অভিশাপ সে ক্ষতিপূরণে—

চন্দ্রহাস। না দেবী, দিও আশীর্ব্বাদ সন্তপ্ত জীবনে !

সাধনা। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস—স্নেহের দুলাল !

ধীরার প্রবেশ

ধীরা। চন্দ্রহাস ? কইরে, কই আমার চন্দ্রহাস ? ঠাকুরের কাছে মানত ক'রে রক্ত দিয়ে বাঁচানো আমার চন্দ্রহাস কই ? (চন্দ্রহাসকে দেখিয়া) কে ? তুই ? সেই এতটুকু চন্দ্রহাস তুই ? ওরে বাবা আমার, আমি বেঁচে আছি—তোকে দেখবো ব'লে বেঁচে আছি—

চন্দ্রহাস। কে—ধাত্রী-মা? আমি বেঁচে আছি—তোমার স্নেহের আকর্ষণেই আমি বেঁচে আছি! সত্যি মা, আমি তোমার সেই এতটুকু চন্দ্রহাস!

ধীরা। আয়তো আয়তো বাবা, তেমনি ক'রে ছোট বেলার মত আমার বুকে মাথাটা রাখ্‌তো! দেখি, কে তোর বুকে ছুরি বসাতে আসে! সাগর? নখ দিয়ে চিরে তার বুকের রক্ত খাবো! রাজা ধৃষ্টবুদ্ধি? তাকে দ'লে পিষে ফেলবো আমি! রাজরাণী তুমি? রাজকুমার তুমি? রাজকুমারী বিষয়া তুই? কে তোমরা? চন্দ্রহাস আমার গলার কণ্ঠহার—আমি দোবো না তাকে—আমার দুলাল—আমার ছেলে—আমার বাবা—

সাধনা। ধীরা, ছেলেকে বুকে নিয়ে চীৎকার করলেই সব হবে? ছেলেকে খেতে দাও—ওর বুকভরা ক্ষিদে-তেষ্টা! তুমি অমন করলে ও এখানে আসবে কেন? তুমি যদি নিজে অমনি ক'রে কাঁদ, আর ছেলেকে কাঁদাও, তাহলে আমি রাগ করবো! চন্দ্রহাস কি শুধু তোমারই ছেলে? সে আমার ছেলে—

ধীরা। এঁ্যা ছেলে? চন্দ্রহাস তোমার ছেলে? তবে নাও মা, আমার ছেলের ভার তবে তুমি গ্রহণ কর—তুমি যদি চেষ্টা কর, মা হ'তে পারবে—ওকে রাজা করতে পারবে—

সাধনা। চন্দ্রহাস, তোমার ধীরা-মার সঙ্গে অন্তঃপুরে এসো—

চন্দ্রহাস। অন্তঃপুরে যাবার এখনো আমি যোগ্য নই মা! তোমার স্নেহ সত্য—তোমার মাতৃত্ব সত্য—কিন্তু আমার পুত্রত্ব এখনো ঘুর্ণীর বাতাসে বিক্ষুভিত ভীত ত্রস্ত! এই শাণিত কৃপাণে আগে ঝটিকা-ঝঞ্ঝার ধ্বংস সাধন করি—তারপর—[প্রস্থানোদ্যত]

মদন। কোথা যাও—কোথা যাও চন্দ্রহাস?

চন্দ্রহাস। তোমার পিতার সাক্ষাতে! তুমিও এসো—নিরস্ত্র নয়—সশস্ত্র—

[চন্দ্রহাস ও মদনের প্রস্থান।

ধীরা। না না চন্দ্রহাস—যাসনি বাবা—যাসনি সেখানে—

[প্রস্থান।

সাধনা। যাচ্ছে অন্যায়ের কাছে ন্যায়ের দাবী দেখাতে। আমার কামনা—সত্যের জয় হোক! বিষয়া, আর বেশীক্ষণ উদ্যানে থেকো না—অন্তঃপুরে এসো— [প্রস্থান।

বিষয়া। এ সব কি? যেন স্বপ্নের ঘটনা—আমি যেন বুঝেও বুঝতে পারছি না! চন্দ্রহাস কি আমাদের শত্রু না মিত্র?

গোপালের পুনঃ প্রবেশ

গোপাল। কিগো দিদিমণি—কি রকম লাগলো?

বিষয়া। গোপাল! এ সব কি?

গোপাল। গীত

এ সব বিয়ের আগে লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না।
প্রজাপতি ফুরফুরিয়ে পাখ্না মিলে নইলে উড়তে চায় না॥
কথার এখন অনেক বাকী,
বউ কথা কও ডাকবে পাখী,
চোখে চোখে ছান্‌লাতলায় দেখাদেখি নইলে কোথাও হয় না।

গোপাল। দিদি, সিঁথি-ময়ূর পর—বর আসছে টোপর মাথায় দিয়ে—

বিষয়া। দাঁড়াতো পাজি—আজ তোর দুষ্টুমী ঘোচাচ্ছি—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ধৃষ্টবুদ্ধির বিশ্রামগৃহ

অসুস্থ অবস্থায় ধৃষ্টবুদ্ধি উপস্থিত

ধৃষ্টবুদ্ধি। নির্ম্মল বিমুক্ত আকাশ কাল-বৈশাখীর ঘন কৃষ্ণ মেঘে ছেয়ে ফেলেছে! ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ—ওর পশ্চাতে আছে বিদ্যুৎ বিকাশ—সহস্র হুঙ্কার—বজ্রাঘাত—প্লাবনের বারিধারা। চক্ষের সম্মুখে প্রলয়ের নৃত্য দেখতে পেলেও প্রকৃত কর্ম্মচারীকে আলোড়িত সমুদ্রের অগাধ জলরাশির তুফানে ঠেলে ছুটতে হবে—প্রতিমুহূর্ত্তে জীবন বিপন্ন করে।

মদনের প্রবেশ

মদন। পিতা!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কে মদন? কি চাও?

মদন। চন্দ্রহাস সাক্ষাৎপ্রার্থী—

ধৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস সাক্ষাৎপ্রার্থী! যাও—যাও, তাকে ব'লে দাও—আমি অসুস্থ—সাক্ষাৎ পাবে না!

মদন। পিতা, ধর্ম্মতঃ এ সিংহাসন তারই প্রাপ্য!

ধৃষ্টবুদ্ধি। না বৎস, আমি দেখছি এ সিংহাসন তোমার প্রাপ্য!

মদন। বুঝতে পারলুম না পিতা!

ধৃষ্টবুদ্ধি। তোমার পিতা এই কৌণ্ডিল্যের অধীশ্বর—তার সিংহাসন তোমার পিতার—রাজদণ্ড রাজমুকুট তোমার পিতার—সমগ্র প্রকৃতিপুঞ্জ তোমার পিতার! আমার একমাত্র পুত্র তুমি—তোমার পিতৃভক্তি দেখিয়ে এই সিংহাসন তুমি গ্রহণ কর পুত্র।

মদন। পিতা, কৌণ্ডিল্যের সিংহাসন আপনার ?

ধৃষ্টবুদ্ধি। হ্যাঁ পুত্র, ভগবান আমায় দান করেছেন—

মদন। না পিতা, ভগবান হয়তো অন্যের সিংহাসন আপনার কাছে গচ্ছিত রেখেছেন—আজ তিনি আপনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যার প্রাপ্য তাকে সমর্পণ করতে দৃঢ় সঙ্কল্প !

ধৃষ্টবুদ্ধি। অবাধ্য হয়ো না পুত্র ! ভেবে দেখ, তুমি আমার সর্ব্ববিষয়ে উত্তরাধিকারী—ভবিষ্যতে তুমি কৌণ্ডিল্যের অধীশ্বর হবে—অভিষিক্ত হয়ে রাজমুকুট রাজদণ্ড ধারণ করবে—অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হবে—

মদন। না পিতা, সে রাজমুকুট নয়—বিষধরের উদ্যত ফণা ; সে রাজদণ্ড নয়—বিষের পাত্র ; সে সিংহাসন নয়—চিতাবহ্নি ; ঐশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে পাব অশান্তির উন্মাদনা ! যা দান করবেন আমাকে ধর্ম্মের শাসনে হবে তা আমার মৃত্যুর কারণ !

ধৃষ্টবুদ্ধি। অবুঝ হয়ো না পুত্র—এই নাও, এই মুহূর্ত্তে এই রাজমুকুট আমি তোমায় দান করছি ! ধর—বিলম্ব করো না—অবিশ্বাসে নয়—দ্বিধায় নয়—বিশ্বাসে অকপটে আমি দান করছি তোমাকে ! নাও, হাত পেতে গ্রহণ করণ—

মদন। প্রলোভনে রাজমুকুট নিয়ে পরের ঐশ্বর্য্যের উপর ব'সে পাপ-জীবন অতিবাহিত করা অপেক্ষা ধর্ম্মের দাসত্ব ক'রে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বনবাসী হওয়া সহস্র গুণে শ্রেয় ! পিতা, ও মুকুট চন্দ্রহাসের—সে তারই কামনায় তোমার দ্বারে অতিথি। তাকে ফিরিয়ে দাও ঐ মুকুট—সংসারে ধর্ম্মের হাসি উজ্জ্বল আলোকধারা নিয়ে ফুটে উঠুক !

ধৃষ্টবুদ্ধি। এ মুকুট তুমি নেবে না ?

মদন। আমায় ক্ষমা করুন পিতা ! পুত্রকে ধ্বংসের পথে পাঠানো পিতার কর্ত্তব্য নয় ! আপনার সকল আদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করবো—মাত্র ঐ মুকুট গ্রহণের আদেশ উপেক্ষা ক'রে !

ধৃষ্টবুদ্ধি। উত্তম! আরও কিছুদিন ভেবে দেখ পুত্র—এ রাজমুকুট তোমারই প্রাপ্য! চন্দ্রহাস কেউ নয়—

মদন। কিন্তু চন্দ্রহাসের আর একটী আবেদন আছে—

ধৃষ্টবুদ্ধি। কি আবেদন?

মদন। পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব কৌণ্ডিল্য অধীশ্বরের অশ্বশালায় আবদ্ধ—পাণ্ডবগণ অশ্ব উদ্ধারে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে—অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধে চন্দ্রহাস আমাদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস?

চন্দ্রহাসের প্রবেশ

চন্দ্রহাস। হ্যাঁ মহারাজ! পাণ্ডব যুদ্ধে আমি আপনার পক্ষ গ্রহণ করবো! যার নামে আপনি দিবারাত্র শান্তিহারা, যার জীবন নিয়ে আপনি এক টুকরো মাটীর ঢেলার মত খেলা করছেন, যার জন্য আপনার নিদ্রায় ব্যাঘাত—চিন্তায় আপনার ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে, সেই চন্দ্রহাস জীবন বিনিময় দিয়েও পাণ্ডব যুদ্ধে আপনার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস! নৃশংস শার্দ্দূলের কবল থেকে তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ—আজ আবার আমার জন্য তুমি পাণ্ডব যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠিত নও! চন্দ্রহাস, আজ আমারও আকাঙ্ক্ষা তোমার উপকারে কথঞ্চিৎ প্রত্যুপকার দান করি! উত্তম, পাণ্ডব যুদ্ধে তুমিও আমার বাহিনী চালনা করবে! এক্ষণে তুমি আমার অতিথি! মদন, তুমি নিজে চন্দ্রহাসের আহারাদির আয়োজন ক'রে দাও—শয্যা প্রস্তুত ক'রে দাও—সেবা-যত্নের জন্য দাস-দাসী নিয়োজিত কর—চন্দ্রহাস এখন থেকে আমাদের পরমাত্মীয়!

মদন। যথাদেশ পিতা— [প্রস্থান।

চন্দ্রহাস। মহারাজ, এখন আপনি অসুস্থ—আমার জন্য এতটুকু চিন্তা করবেন না! মুকুট-দণ্ড, রাজসিংহাসন এর চিন্তা নিয়ে মস্তিষ্ক বিকারের

কোন প্রয়োজন নেই! আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যতদিন না পাণ্ডব যুদ্ধের মীমাংসা হয়, ততদিন আমি আপনার দাসানুদাস—মদনকুমার আমার কনিষ্ঠ সহোদর তুল্য! একত্রে যুদ্ধ করবো—একত্রে বিপক্ষ সৈন্য ধ্বংস করবো—নিজের আহার্য্য পানীয় দিয়ে নিজেদের যুদ্ধ-বীরের জীবন রক্ষা করবো—আপনাকে বিশ্বাস ক'রে আপনারই বীরবাহুতে প্রয়োজনমত নিদ্রার জন্য উপাধানের কার্য্য নির্ব্বাহ করবো! কিন্তু যে দিন সেই মহাযুদ্ধের অবসান হবে, কৌণ্ডিল্যনগরে যুদ্ধ শান্তির হাসি ফুটে উঠবে, সেই দিন আপনার তপ্ত রক্তে আমার এই শক্রবিমর্দ্দন তরবারি রঞ্জিত হ'য়ে সূর্য্যালোকে ঝলসে উঠবে! আপনি আমার পিতৃহন্তা—এ-দাগ এ-বুক থেকে অপসারিত হবে না—উজ্জ্বল অক্ষরে সে শক্রুতা জাজ্বল্যমান থাকবে! এখন নয়—আজ আমি আপনার পরম মিত্র!

ধৃষ্টবুদ্ধি। উত্তম, যুদ্ধের পর হয় তুমি মরবে—নয় আমি মরবো! এখন যাও, ঐ পার্শ্বের কক্ষে বিশ্রাম কর—আমি অসুস্থ।

দধিমুখের প্রবেশ

দধিমুখ। আপনি অসুস্থ? হ্যাঁ, আমি শুনেছি মহারাজ—আপনি অসুস্থ! আমি নবাগত চিকিৎসক আপনার সাম্রাজ্যে!—এক সন্ন্যাসীর কৃপায় আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র আমার নখ-দর্পণে! চঞ্চল নাড়ীকে দমন করতে, স্পন্দিত বক্ষকে সহজগতিতে নিয়ে আসতে আমি অদ্বিতীয় কবিরাজ! আপনারই সাম্রাজ্যে নগর উপকণ্ঠে হরিমন্দিরের নিত্যপ্রসাদ পাই—শাস্ত্র চর্চ্চা করি—আপনি অসুস্থ শুনে ছুটে এসেছি মহারাজ! দেখি আপনার দক্ষিণ হস্ত—আমি পরীক্ষা করবো আপনি সবল কি দুর্ব্বল! (দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া) দুর্ব্বল—দুর্ব্বল—অগ্নির দাহনে, লোভের দাপটে, দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে, অভিশাপের তাড়নায়! কই, দেখি আপনার বক্ষ (হাত দিয়া বক্ষ দেখিয়া) একি, এ যে পাথর—তাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে; তুষারবারিধির প্রবাহ সঙ্ঘাতে! প্রতিকার করুন মহারাজ—প্রতিকার করুন—নইলে শুধু ঐ বক্ষ নয়—ঐ

উন্নত গর্ব্বিত দেহখানাও ডুবে যাবে—গ'লে যাবে চক্ষের পলকে একটী লহমায়! (চন্দ্রহাসকে) তুমি কে? ওঃ, তুমিও যে রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত—দেখি দেখি তোমার দক্ষিণ হস্ত! (চন্দ্রহাসের দক্ষিণ হস্ত টানিয়া লইলেন)

গীতকণ্ঠে সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী। গীত

দুর্ব্বলে কি সবলে কি ওষধি দিতে এলে।
কি আছে সম্বল বল কি দিবে তা কুতূহলে।
কি রোগে কি অনুরাগে,
কি ওষধি প্রাণে জাগে,
সুবিধান কত ভাগে অনুপান দাও ব'লে॥
বিষম বিকার ব্যাধি,
পরিতাপ নিরবধি,
নিরাময় হয় যদি সুধা সম দাও ঢেলে॥

সন্ন্যাসী। বাঃ, বলিহারী কবিরাজ মশাই! ডাইনে বাঁয়ে রোগী—নাড়ী টীপে দু'জনকে দু'টী বড়ী খাইয়ে দাও—তাহলেই তোমার জয়-জয়কার!

ধৃষ্টবুদ্ধি। (দধিমুখকে) কে তুমি?

দধিমুখ। আমি দরিদ্র নিরাশ্রয় চিকিৎসক—খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম ঠিক তোমারই মত রোগী—ধরেছি দুই হস্তে দুই রোগীর কর! ঔষধ চাই—একজন বিষের সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রোগী—একজন রাজ্যহারা রোগী! একজন ঐশ্বর্য্যের আগুনে মুকুট-দণ্ডের কণ্টক যন্ত্রণায় অস্থির—একজন দরিদ্রতার কবলে দাঁড়িয়ে হস্তচ্যুত রত্নের পানে তাকিয়ে স্থির নিশ্চল! একজন প্রলোভনে প্রবুদ্ধ রোগী—একজন হতাশায় সুষুপ্ত রোগী! একজন ধর্ম্মের ভাণ মাত্র—একজন ধর্ম্মের সেবক মাত্র! একজন বিষ—একজন অমৃত,একজন চোর—একজন গৃহস্থ; এর যোগ্য ঔষধ—মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধি—অভিশাপ—অভিশাপ! আর যুবক, তোমার ঔষধ—এই নীরস শুষ্ক

বুকের একটা আলিঙ্গন ! (চন্দ্রহাসকে বক্ষে ধরিলেন) না না, এ আগুন ! সন্ন্যাসী, পালিয়ে এসো—পালিয়ে এসো – সলিলে অনল দেখতে পেয়েছি —জ্বলে গেল আমার সর্ব্বাঙ্গ—আমার ক্ষত স্থানে প্রলেপ দাও—সান্ত্বনা দাও—এখানে নয়—ঐ মন্দিরে—দেবতার আশ্রয়ে।

[প্রস্থান।

চন্দ্রহাস। সন্ন্যাসী, আমায় বুক দিয়ে আলিঙ্গন ক'রে গেল ও কে ?

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমার অসুস্থতায় চিকিৎসক সেজে অভিশম্পাৎ দিয়ে গেল কে ?

সন্ন্যাসী।

গীত

চেনা ব'লে চিনিতে বিলম্ব এত।
আমার কাছে চেনা হ'লো তোমাদের অচেনা যত॥
কেউ বা ভয়ে চিনতে নারে,
কেউ বা শোকে ভোলে তারে,
আমার চেনায় চিনতে পারে দেখিব কার বিদ্যা কত॥
পোক্ত পাকা কবিরাজে,
রোগ তোদের ধ'রে গেছে,
দাওয়াই নিয়ে থাকবে পাছে রোগ সারাতে লাগবে যত॥

[প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস ! আমি অসুস্থ—তার উপর চারিদিকে শত্রু—পারবে তুমি আমার শত্রু নিপাত ক'রে আমায় রোগ মুক্ত করতে ?

চন্দ্রহাস। আমায় আশ্রয় দিন।

ধৃষ্টবুদ্ধি। চল আমার অন্তঃপুরে। তুমি আমার পরমাত্মীয়—আমি পত্র লিখে দিচ্ছি মদনকে—সে তোমায় অন্তঃপুরে আশ্রয়-আবাস দেখিয়ে দেবে। এসো, আমি পত্র রচনা ক'রে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নরোত্তমের বাটী

নরোত্তম

নরোত্তম। বলি ও সুন্দরী গিন্নী, শীগ্‌গির শোন—শীগ্‌গির শোন! বলি রান্নাঘরে হাত চলছে না মুখ চল্‌ছে? এখন চলাচল বন্ধ ক'রে শীগ্‌গির এসো না গো একবার!

সুন্দরীর প্রবেশ

সুন্দরী। কেন গো কেন, সূয্যি সেক্‌রা চন্দ্রহার দিয়ে গেল বুঝি?

নরোত্তম। আ ছুত্তোর—উনি খালি জানেন সূয্যি সেক্‌রা—আর চন্দ্রহার। কোনো কথা নয় গিন্নি—নাচো—

সুন্দরী। কেন, নাচবো কেন?

নরোত্তম। যা বলছি শোনো না—তুমি এক দুই তিন—এক দুই তিন ক'রে পা ফেল—আমি অমনি টিসিলাক টিসিলাক টিসিলাক টিসিলাক ক'রে রুশনচৌকি বাজাই! গিন্নি, নাচ কাকে বলে একবার দেখিয়ে দাওতো! আমিও একবার পঁচিশের পা ফেলে তাণ্ডব নৃত্য করবো! গিন্নি, এসো একবার হরি ব'লে নাচি এসো!

সুন্দরী। না, আমি নাচবো না!

নরোত্তম। দেশশুদ্ধু লোক নাচছে আর তুমি নাচবে না মানে? (সুরে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল! (নাচিতে সুরু করিল)

সুন্দরী। ওগো শুনছো, একটু থাম না? কি হলো কি? হঠাৎ তোমায় হরি পেলে কেন—নাচ পেলে কেন?

নরোত্তম। আমার ভয়ানক বীভৎস আনন্দ হচ্ছে! রাজকুমার ফিরে এসেছে।

সুন্দরী। রাজকুমার মদন? গেলই বা কোথায় আর ফিরলই বা কোথা থেকে? আর হঠাৎ এমন ফেরাই বা কেন বাবু? কথায় কথায় রাজকুমার ফিরে আসবে আর আমায় অমনি এক দুই তিন, এক দুই তিন ক'রে নাচতে হবে? নাচতে হয় তুমি নাচগে—আমার ব'য়ে গেছে!

নরোত্তম! আহা, রাজকুমার মদন ফিরে এসেছে ব'লে নাচতে বলছি কি? এসেছে আমাদের পুরাণো স্বর্গগত রাজার ছেলে সেই চন্দ্রহাস!

সুন্দরী। চন্দ্রহাস?

নরোত্তম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঝর্‌রা লাগাও গিন্নি—পাঁচিশের পা ফেল!

সুন্দরী। হ্যাঁগা, তাকে যে কেটে ফেলেছে গো?

নরোত্তম। সে গেরো কেটে গেছে গিন্নি—এখন সিন্নি দাও—চন্দ্রহাস জলজ্যান্ত বেঁচে! আমি তাকে নেমন্তন্ন ক'রে এসেছি, তুমি নাচ—নাচতে নাচতে তরকারীতে নুন-ঝাল দাও!

সুন্দরী। এঁ্যা, চন্দ্রহাস বেঁচে আছে? সে নেমন্তন্ন আসবে? কি রাঁধবো গো—কত রাঁধবো গো?

নরোত্তম। শাকের ঘণ্ট, সুক্তো, মুড়িঘণ্ট, কুমড়োর ছোকা, ফুলবড়ি, আলুভাজা, আমসির অম্বল, শেষপাতে দই-সন্দেশ—

সুন্দরী। ওগো, এইবার আমার সত্যি সত্যি নাচ পাচ্ছে যে গো—

নরোত্তম। গিন্নি, হরি ব'লে তবে একবার নেচে নাও! বল, হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—(নৃত্য)

গোপালের প্রবেশ

গোপাল। (সুরে) হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—

নরোত্তম। তুই কেরে?

গোপাল। এই আমি—নেমন্তন্ন এলুম! শুধু আমি নই—আরও সব দলবল আসছে—যত লোক সব হৈ হৈ ক'রে নেমন্তন্ন খেতে আসছে!

নরোত্তম। তার মানে?

গোপাল। কি জানি কে তাদের নেমন্তন্ন করেছে! আমি খালি হাজার-দুই কাঙালীদের ব'লে এসেছি!

নরোত্তম। দু'হাজার কাঙালী ব'লেছিস কিরে? এঁ্যা, দু'হাজার কিরে? সর্ব্বনাশ, তুই কোথাকার কে—এ জ্যাঠামী তোকে কে করতে বললে?

গোপাল। ছোটলোক ভদ্দরলোক নিয়ে হাজার তিনেক হবে!

নরোত্তম। সে কি রে? ঐ তিন হাজার লোক এ বেলা আমার বাড়ীতে পাতা পাতবে নাকি? গিন্নি—

সুন্দরী। নাও, এইবার নাচ—হরিবোল হরিবোল কর—

নরোত্তম। সর্ব্বনাশ করলে! গিন্নি, ঘরে চাবি দাও—পালাই চল—তিন হাজার লোক আমার বাড়ী খেতে আসবে—তার একটা যোগাড় নেই—ব্যবস্থা নেই—পালাই চল! দুষ্টুলোকে আমায় জব্দ করবার জন্যে এই সব করেছে! হ্যারে, ওই ছোঁড়া! তুই কার কথায় দু'হাজার কাঙালী নেমন্তন্ন করলি রে? এখ্খুনি যা, সব বারণ ক'রে আয়—

গোপাল। আমি কি জানি, ঐ কে রাজকুমার চন্দ্রহাস—সেইতো সব করেছে! সে কেবল দল পাকাচ্ছে—যাকে দেখতে পাচ্ছে তাকেই নেমন্তন্ন করছে—আমাকেও তো নেমন্তন্ন করেছে!

নরোত্তম। নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছি দাঁড়াও! গিন্নি, আর রান্নাঘরে যেতে হবে না—রান্না বন্ধ—হাঁড়ীকুড়ি সব ভেঙে ফেল—বাইরের দরজায় একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে আসি—আজ অরন্ধন—রান্নাবান্না বন্ধ—আমরা কেউ বাড়ী নেই। কি সর্ব্বনাশ—এক হাজার ভদ্রলোক—দু'হাজার ছোটলোক? বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে—চন্দ্রহাসটা বেয়াড়া ছেলে দেখছিতো! গিন্নি, প্রস্তুত হও—আজ তিন হাজার লোকের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে।

গোপাল। যুদ্ধ হয়—যুদ্ধ করবো—

নরোত্তম। এই, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দোবো—

গোপাল। এসো না, এসো—এই ঘুসি দেখছো?

নরোত্তম। গিন্নি, ছোঁড়ার তেজ দেখেছ—আমায় ঘুসি দেখাচ্ছে! দেখবি একবার, কাণ ধ'রে তে-শূন্যে তুলে মামার বাড়ী দেখিয়ে দোবো!

সুন্দরী। ওগো, ধর না, ছোঁড়াটাকে বাঁধ না—আমি একবার ওর ভিরকুটী ঘুচিয়ে দিই!

গোপাল। খবরদার বলছি, তোমার রান্নাঘরের হাঁড়ীকুড়ি সব ভেঙে দোবো—আমি হাঁড়া খাবো—

নরোত্তম। এঁ্যা, হাঁড়ী ভাঙ্‌বে? দাঁড়াতো দেখি—

সুন্দরী। হাঁড়ী খাবি? তবে রে মুখপোড়া—

(নরোত্তম ও সুন্দরীর গোপালকে ধরিবার চেষ্টা—ধরিতে গিয়া নরোত্তম ও সুন্দরী পরস্পর পরস্পরকে ধরিয়া ফেলিল)

নরোত্তম। ধ'রেছি—ধ'রেছি—

সুন্দরী। ছাই ধ'রেছ—এতো আমি—

গোপাল। গীত

হা হা হা হা হা ধরা হলো না।
ধরা পড়ি না তাই ধরতে পারে না॥
চোখ থেকে চক্ষু কাণা, হাতে ধরা নাইকো জানা।
পরেশ পাথর ঠেকলে সোনা তত্ত্ব কিছু রাখ না॥
ধরে আছে মায়ার কায়া,
সার ভাব তাই অর্থ জায়া,
ধ'রেছ মায়াতে মায়া আমার ছায়া পেলে না॥

গোপাল। অমন ক'রে চোখ রাঙালে কি হবে—আমার কিছুই করতে পারবে না! আমি দলবল ডেকে নিয়ে আসছি সব! ভাল ক'রে রান্নাবান্না ক'রে না খাওয়ালে, রান্নাঘরে দুধ, ঘী, হাঁড়ীকুড়ি কিছু থাকবে না। [প্রস্থান।

সুন্দরী। মুড়ো খ্যাঙ্‌রা—মুড়ো খ্যাঙ্‌রা ভিজিয়ে রাখছি দাঁড়া—

[প্রস্থান।

নরোত্তম। ব্যাপারটা বেশ পাকা রকম বোঝা গেল না তো ? চন্দ্রহাসকে আহ্লাদ ক'রে খেতে বলেছি ব'লে সে দুষ্টুমী ক'রে দু-তিন হাজার লোক নিয়ে আজ এখানে বিদিকিশ্রী কাণ্ড করবে নাকি ? আমার ব'য়ে গেছে, আমি ঐ একজনের যোগাড় করবো—শুধু চন্দ্রহাসের—আর কেউ পিত্তেশ ক'রে আসে, মরবে উপোস ক'রে দাঁত ছিরকুটে—বিনা নেমন্তন্নে আসে কেন ? আমার ব'য়ে গেছে খরচ ক'রে তাদের খাওয়াতে ! যিনিই আসুন, ধূলো পায়ে লগ্ন—আমি নিজের শ্রাদ্ধ নিজে করতে পারবো না।

স্ত্রীলোক সাজিয়া মুগুর হস্তে কপিলের প্রবেশ

কপিল। ওরে বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্‌রে ! এ রকম বিপদে মানুষে পড়ে ? ও মশাই, ও নরোত্তম ঠাকুরমশাই ! এ হলো কি ? আপনার কথায় মেয়েমানুষ সেজে যে আরও বিপদের ওপর বিপদ ! যখন শ্রীযুক্ত কপিল ছিলুম তখন দূর থেকেই লোকে বলতো বিয়ে করবো, এখন শ্রীমতী কপিলা হয়ে দেশশুদ্ধু লোক তেড়ে ছুটে আসছে বিয়ে করবো ব'লে ! ঠাকুরমশাই, আমায় ক্ষমা করুন, চারিদিক থেকে সব আমায় বিয়ে করতে আসছে।

নরোত্তম। আসবে নাতো কি ? বেশ করবে আসবে—পাঁচশোবার আসবে ! শুধু মেয়েমানুষ সাজলে কি তোমার এতটা বিপদ হতো ? এ দিকে মেয়েমানুষ সেজে ঘোমটা দিয়ে বসে আছ,তার ওপর দুটো মুগুর কি করতে কাঁদের ওপর চাপিয়েছ? হতভাগা হাঁদা কোথাকার! ওহে বোকচণ্ডী, লোকের অপরাধ কি ? তারা যতক্ষণ পেরেছে তোমায় শ্রীমতী কপিলা মনে করেছে ; কিন্তু তোমার মুগুর দেখেই তারা বুঝে নিয়েছে যে, তুমি শ্রীযুক্ত কপিল—সুতরাং এই বিপদ ? যদি বাঁচতে চাও,এই মুগুর দুটো ফেলে দাও —ভাল ক'রে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়াও—এখানে কোন বিপদের ভয় নেই !

কপিল। ঠিক বলেছেন মশাই, এটা কিন্তু আমার মাথায় আসেনি! এই মুগুরই আমার সর্ব্বনাশ করেছে! দুত্তোর মুগুর—এই রইলো মশাই মুগুর—এইবার ঘোমটা টেনে দাঁড়াই, কেমন? ওরা সব এলে আমায় বাঁচাবেন মশাই!

নরোত্তম। ঘোমটার ভেতর থেকে যদি আবার মুগুর মুগুর ক'রে চীৎকার কর, তাহ'লে ঐ মুগুর তোমার মাথায় ভাঙ্‌বো!

কপিল। আপনি যদি এ-যাত্রা আমায় রক্ষা করেন, রাবণের হাত থেকে যদি সীতা উদ্ধার করতে পারেন, তাহ'লে ওগো বাল্মিকী মুনি, তাহ'লে ঐ জোড়া মুগুর ঠিক লবকুশের মত আপনার ঘর আলো ক'রে থাকবে—আর মাঝে মাঝে আপনাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মুগুর নৃত্য দেখিয়ে নৃত্য-জগত বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে যাবো। আপাততঃ কোন রকমে আমায় রক্ষা করুন, নইলে ওরা আমায় বিয়ে করবে।

নরোত্তম। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার জন্যে না হয় দু'একটা মিথ্যে কথা বলবো! তুমি নিশ্চিন্ত থাক—এখানে কেউ ঢুকতেই সাহস করবে না, তা বিয়ে! যদি কেউ আসে, বলবো—তুমি আমার স্ত্রী—

কপিল। এ্যাঁ, আমি আপনার স্ত্রী?

নরোত্তম। আঃ, চ্যাঁচামেচি করো না—ঘোমটা দিয়ে দাঁড়াও—

কপিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভাল, বলবো আমি আপনার স্ত্রী—আমার বিয়ে হয়ে গেছে! এই তবে ঘোমটা দিলুম—(ঘোমটা দিল) ওঃ ঠাকুর-মশাই, এ রকম হৃদয়বল্লভ হয়ে কেউ আমায় রক্ষা করতে চায় নি! আজ আপনারই কৃপায় আমি শ্রীমতী কপিলা!

ঝাঁটা হস্তে সুন্দরীর প্রবেশ

সুন্দরী। দল বেঁধে নেমন্তন্ন আসবে? কই আসুক না একবার দেখি! আ মরগে যা, গায়ের জোর নাকি? ঝেঁটিয়ে আজ বিদেয় করবো সব!

(কপিলকে দেখিয়া) ওমা, এ আবার কে ? কাদের মেয়ে বাছা তুমি ? বলি মুখে কথা নেই কেন গো ? বলি বেড়াতে এসেছ না নেমন্তন্ন এসেছ ?

নরোত্তম। গিন্নি, ও কথা কইবে না—কোন জবাবও দেবে না ! ও বিপদে প'ড়ে এখানে এসেছে !

সুন্দরী। বিপদে প'ড়ে তোমার সঙ্গে কথা কইতে পারে, আর আমার সঙ্গে কথা কইতে দোষ ? বলি ওগো একগলা ঘোমটা দিয়ে আর লজ্জায় কাজ নাই—কথা কও !

কপিল। আমার নাম শ্রীমতী কপিলা—নরোত্তম ঠাকুরমশাই আমায় বিয়ে করেছে !

সুন্দরী। কি করেছে ? বলি হ্যাঁগা,এ বলে কিগো—বিয়ে করেছ কি ?

নরোত্তম। এর একটা কারণ আছে, শোনো না বলি—

সুন্দরী। শুনবো কি ? বিয়ে করেছ আবার শুনবো কি ? বচ্চি ওরে ঐ ধুমসো মাগী— বলি কিসের বিয়ে রে ?

কপিল। আমি ঠাকুরমশায়ের স্ত্রী !

নরোত্তম। চুপ্ কর শূয়ার !

কপিল। গালাগাল দেবেন না বল্‌ছি ! আর চুপ্ করবো কেন, আপনি তো আমার স্বামী—

নরোত্তম। হ্যাঁ, খুব বুদ্ধি তোমার—

সুন্দরী। তা এখন দাঁত খিঁচুলে কি হবে ? আগে গ'ড়ে পিঠে ঠিক ক'রে রাখতে হয় ! ও হলো অবলা জাত, সত্যি বলবে না তো কি মিথ্যে বলবে ? ওরে মিনসে, আমায় লুকিয়ে আবার বিয়ে করা হয়েছে !

নরোত্তম। আরে না না, শোনো না বলি—

সুন্দরী। শুনবো কি ? বিয়েই কর আর যাই কর—মাগীকে আমি ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো—

নরোত্তম। ও গিন্নি, মাথা ঠাণ্ডা কর ! সব মিছে কথা—মিছে কথা !

কপিল। না গো না, ঠাকুরমশাই আমার স্বামী—

সুন্দরী। গলায় দড়ি—গলায় দড়ি! একটায় মন ওঠে না, আবার দুটো? ওরে ও ঘোমটা সুন্দরী, বেরো বেরো বাড়ী থেকে নইলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবো—

কপিল। ঠাকুরমশাই, এ কি রকম ব্যবস্থা? এরকম তো কথা ছিল না—ঝাঁটা মারলে চলবে কেন? একি চালাকি নাকি? কই গোবর্দ্ধন বানান কর দেখি?

সুন্দরী। মার্ ঝাঁটা—(ঝাঁটা প্রহার)

কপিল। কি করছেন ঠাকুরমশাই, আমায় রক্ষে করুন না!

নরোত্তম। গিন্নি—গিন্নি—

সুন্দরী। সরে যাও বলছি—ছেড়ে দাও বলছি—

নরোত্তম। সর্ব্বনাশ করলে! আরে ও শ্রীমতী কপিলা নয়—

সুন্দরী। তবে ও ঘোমটার ভেতর কে! এই ঝাঁটায়—(প্রহার)

কপিল। ওরে বাবা! আচ্ছা এ কি রকম ব্যবস্থা? গোবর্দ্ধন বানান জানে না অথচ ঝাঁটা মারছে—

সুন্দরী। খোল্—ঘোমটা খোল্—

কপিল। আঁা—আঁা—(রোদন)

সুন্দরী। ওমা একি, এ কাঁদে কেন?

কপিল। কাঁদে কেন—ঝাঁটা মারছো কেন?

সুন্দরী। বেশ করেছি—আবার মারবো—

কপিল। ও ঠাকুরমশাই, এ কি! এ গোবর্দ্ধন বানানকেও ভয় করে না—এতো মহাবিপদ—আপনি বারণ করুন না!

নরোত্তম। ওরে বাবা, তোর চেয়ে এখন আমার বিপদ বেশী! ঝাঁটা এখন কুরুকুল ঘেঁসে চলেছে তাই—নইলে আমারআর রক্ষে ছিল না! ও গিন্নি, ভয় নেই—ও তোমার সতীন নয়—ওটা নন্দলালের বেটা কপিল!

কপিল। হ্যাঁ, নন্দলালের বেটা কপিল—

সুন্দরী। নন্দলালের বেটা কপিল? তা একি ঢঙ্?

নরোত্তম। আর ঢঙ্—বিয়ে করবার ভয়ে মেয়েমানুষ সেজেছে—অবশ্য আমার মন্ত্রণাতেই সেজেছে! কিন্তু হতভাগাটা শেষে আমার বাড়ীতে এসে এ কেলেঙ্কারী করবে তা কি জানি? কপিলরে, কিছু মনে করিস্‌নি বাপ্!

কপিল। দাও—আমার মুগুর দাও! (মুগুর তুলিয়া লইল)

সুন্দরী। আহাহা, কি ব্যবস্থা! তোমারও যেমন বুদ্ধি, ওরও তেমনি বুদ্ধি! কপিল, বিয়ে যদি না করিস্ তো আমার বুদ্ধি নে!

কপিল। হ্যাঁ, ঠাকুরমশায়ের বুদ্ধিতে ঝ্যাঁটা হলো, এইবার আপনার বুদ্ধিতে মাথায় লাঠি পড়ুক আর কি! আর আমি কারো কথা শুনছি না—এই মুগুর দিয়ে ঢিট্ করবো সবাইকে! তাই কি আপনাদের একটা আক্কেল আছে? মেয়েমানুষই হোক আর বেটাছেলেই হোক,একটা লোক যে বাড়ীতে এলো, নিজের স্ত্রীই হোক, নন্দলালের বেটাই হোক, আর সতীনই হোক—একজন যে বাড়ীতে এলো, তাকে শুধু ঝ্যাঁটাই মারতে হয়, জলটল খাওয়াতে নেই বুঝি?

সুন্দরী। তা এ-কথা বলতে পার—ঝ্যাঁটা মারবার পর খাওয়ালে দোষ হয় না বটে! কপিল, এসো, চান ক'রে ছ'টী খেয়ে যাও—এ বাপু একটা সুন্দর মীমাংসা হয়ে গেল! [প্রস্থান।

নরোত্তম। বাপ্, আমিও বাঁচলুম! মাথার ওপর দিয়ে একটা ঝড় ব'য়ে গেল! এ রকম বিপদে মানুষে পড়ে! চল, পাতা পেতে আমার শ্রাদ্ধ করবে চল—

কপিল। আপনার বুদ্ধি আমার চেয়ে কম!

নরোত্তম। ঢের হয়েছে,আর জ্যাঠামো করতে হবে না—এখন চল—

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

নগর উপকণ্ঠ—হরিমন্দির

দধিমুখ

দধিমুখ। স্থষ্টির এ মহারঙ্গভূমে
ক্ষীণপ্রাণ ক্ষুদ্র সে মানব—যারা কথায় কথায়
ঝাঁপ দিয়ে মরণের কোলে ধ্বংস হয়ে যায়,
জীবন পর্য্যন্ত বিস্ময় পূরিত চিতে—
কত গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে ক'রে যায় মহা অভিনয়!
রূপান্তর হ'য়ে অনন্ত এ অভিনয় স্থানে
আমিও যে করি অভিনয়!
দেখে যাই হাতে ল'য়ে
জীবন দর্পণে সেই জীবনের ছায়া।
আমি চিকিৎসক—তাই মহাস্থষ্টি যন্ত্রে
মহামন্ত্রে আমি অভিনেতা—আমি চিকিৎসক!

[দ্রুতপদে ভীতত্রস্ত সাগরের প্রবেশ]

কে—কে? জীবনের কার্য্য শেষ করি
আসিয়াছ বুঝি মরণের তীরে?

সাগর। আমি লুকুবো—আমায় ধরতে আসছে!

দধিমুখ। কে? স্বয়ং যমরাজ বোধ হয়?

সাগর। না, কলিঙ্গ—নন্দলাল—

দধিমুখ। তুমি তাদের হাত থেকে বাঁচতে চাও?

সাগর। হ্যাঁ, রাজরাণী আদেশ দিয়েছেন তাদের, আজ আমার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে যেতে! আমি কারাগারের জানালা ভেঙে পালিয়ে এসেছি—আমায় ধরতে আসছে!

দধিমুখ। হ্যাঁ, এইবার তারা ধরবে। এতদিন তারা তোমায় ধরতে পারেনি—তুমিই তাদের ধরেছ—তাদের মাথায় চ'ড়ে নেচেছ! তুমি সাগর, আমি তোমায় জানি! তুমি এই কৌণ্ডিল্যের রাজাকে বিষ খাইয়ে মেরেছ—তার পুত্র চন্দ্রহাসকে কাটতে চেয়েছ—তারা ধরবে না তোমায় —তোমার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নেবে না তোমার ধড় থেকে?

সাগর। আমায় একটু লুকুতে দাও—আমি জ্ঞান পেয়েছি—দৃষ্টি পেয়েছি; আমি প্রায়শ্চিত্ত করবো—তুমি আশ্রয় দাও এই মন্দিরে—নইলে ওরা আমায় বধ করবে!

দধিমুখ। কি বললে? তুমি জ্ঞান পেয়েছ? দৃষ্টি পেয়েছ? প্রায়শ্চিত্ত করবে?

সাগর। হ্যাঁ, যদি প্রয়োজন হয়, নররূপী পিশাচ ঐ ধৃষ্টবুদ্ধির বক্ষরক্ত পান করবো! মহাপাপীর আজ চক্ষু খুলে গেছে—সে আজ পুণ্য নদীতে অবগাহন ক'রে পাপমুক্ত হ'বে!

দধিমুখ। একি সত্য? না প্রাণভয়ে আজ আত্মরক্ষার কৌশলজাল বিস্তার করছো!

সাগর। না—না, আমায় বাঁচাও—তুমি যেই হও—তুমি ভিক্ষুক নও—তুমি দেবভক্ত প্রকৃত মানুষ—আমায় রক্ষা কর—লুকিয়ে রাখ!

দধিমুখ। উত্তম, এ ভাঙা বুকে তবুও আমি অভিনয় করবো সাগর! অনন্ত কালের কবলে সব ধ'রে দিয়ে রূপান্তরিত হয়ে আজ আমি অভিনেতা! ভগবানের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে—সাগর—আমি আশ্রয় দিচ্ছি—আজ জীবন দিয়েও আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করবো! সাগর, এই কি তোমার সেই মুখ, যে মুখে একদিন বিষের খেলা খেলেছিলে হাসির ভঙ্গিমায়? দেখি, দেখি, ভাল ক'রে আমায় দেখতে দাও—

কলিঙ্গ ও নন্দলালের প্রবেশ

কলিঙ্গ। কই, কোথায় গেল সাগর? এই যে, মন্দিরে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাবে? সাগর, এই দেখ তোমার মারণ অস্ত্র—

নন্দলাল। স'রে যাও প্রভু, আমি লাঠি দিয়ে ওকে একটু তুলোধোনা ক'রে হাতের সুখ করি! আমার অনেক দিনের আশা—ও অনেক রক্ত খেয়েছে—মনে করেছে কাক বুঝি সবার মাংস খায় আর কাকের মাংস কেউ খায় না! ও কত বড় সাগর আজ আমি দেখবো—সাগর শুকিয়ে আজ ডোবা করে ছেড়ে দোবো!

দধিমুখ। সাগর আমার কাছে আশ্রয় চেয়েছে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি!

কলিঙ্গ। তার অর্থ? সাগর তোমাকে এই মন্দিরে প্রবেশ করতে দেয় নি—চোর ব'লে প্রহার করেছে—আজ সেই সাগরকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ?

দধিমুখ। হ্যাঁ, আমি আপনার করুণায় মন্দিরে স্থান পেয়েছি—সাগর তা জানে—সে বন্দী—কারাগার থেকে পালিয়ে এসেছে—তাই বিপন্ন হয়ে আমার আশ্রয়প্রার্থী।

কলিঙ্গ। তা হয় না ভিক্ষুক—আর তোমার কি ক্ষমতা আছে সাগরকে আশ্রয় দেবার? তুমি একটা ভিক্ষুক—আর এ রাজরাণীর আজ্ঞা—সাগরের ছিন্নমুণ্ড চাই—

দধিমুখ। না, সাগরকে আমি বাঁচাবো!

নন্দলাল। এ তো বড় মজার লোক দেখছি প্রভু! সাগর ওর মাথায় লাথি মারে আর ও সাগরকে বুক দিয়ে বাঁচাতে চায়! অথচ ওর এতটুকু ক্ষমতা নেই সাগরকে বাঁচাবার! তুমি কি রকম লোক হে? গায়ের জোরটা থাক আর না থাক মুখের তোড়টা খুব আছে! সাগরকে বাঁচাবার তুমি কে হ্যা?

দধিমুখ। তোমার যদি সাগরকে হত্যা করবার ক্ষমতা থাকে, তাহ'লে সাগরকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমারও আছে!

কলিঙ্গ। নন্দলাল, এই ভিক্ষুককে আমিই এই মন্দিরে আশ্রয় দিয়েছি—আহার্য্যের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি—ঐ সাগরের হাত থেকে

আমিই ওকে বাঁচিয়েছি, কিন্তু অধর্ম্ম এখানে এত প্রবল যে আমারি আশ্রিত ঐ ভিক্ষুক আমারি বিরুদ্ধাচরণে উদ্যত! কোন কথা নয় নন্দলাল —হটিয়ে দাও ভিক্ষুককে—টেনে নিয়ে এসো সাগরকে ওর পদাশ্রয় হ'তে!

নন্দলাল। সাগর, ভাল চাসতো ভিখিরীর পা ছেড়ে স'রে আয় এখানে—নইলে মাথার খুলি আর আস্ত থাকবে না তোর! আর তুই যে ভিখিরীর পায়ের তলায় পড়ে আছিস—ও তোকে বাঁচাতে পারবে? কে ও? আমরা থাকতে দিয়েছি তাই থাকে, খেতে দিই তাই খায়! ও তোকে বাঁচাবে?

সাগর। নন্দলাল, আমায় বাঁচাও! কলিঙ্গ, আমায় রক্ষা কর—আমি মানুষ হবো—ধর্ম্মের জয়ধ্বজা ধ'রে আমি পৃথিবী বক্ষে নূতন ক'রে পা ফেলতে শিখবো—

কলিঙ্গ। স্তব্ধ হও, বরং বনের একটা পশু মানুষ হ'তে পারে, কিন্তু মানুষ পশু হ'লে আর শত চেষ্টাতেও মনুষ্যত্ব ফিরে পায় না—যখন ফিরে পায়, তখন তার অস্তিত্ব থাকে না! আর মনুষ্যত্ব চেয়ো না সাগর—সর্ব্বংসহা পৃথিবীর বুকে ধর্ম্মের ধ্বজা তুলে ধ'রে ধরিত্রীর বুকখানা আর কলঙ্কিত করো না! পৃথিবী ব্যথিতা, মর্ম্মাহতা, তৃষিতা—তাকে দিতেই হবে তোমার তপ্ত রক্ত—সে চায় না তোমার চোখের জল—চায় বুকের রক্ত! নন্দলাল, নিয়ে এসো সাগরকে—

নন্দলাল। সাগর, এইবার বুঝে দেখ, সজ্ঞানে মরবার পূর্ব্বে বুকের ভেতরটা কেমন করে! (সাগরকে ধরিতে গেল)

সাগর। না—না, নন্দলাল, আমায় ছেড়ে দাও—আমায় বাঁচতে দাও—

দধিমুখ। ছেড়ে দাও—সাগরকে পাবে না—আমার হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না—

কলিঙ্গ। তোমারও নিস্তার নেই ভিক্ষুক! নন্দলাল, এই বিশ্বাস-ঘাতক ভিক্ষুককে মারতে মারতে মন্দির থেকে বার ক'রে দাও!

দধিমুখ। সাবধান—

নন্দলাল। তবে রে পাজি, যার খাও তাকেই চোখ রাঙাবে? তোর চোখ রাঙানীর নিকুচি করেছে—

দধিমুখ। কাছে এসো না—দূরে দাঁড়ায়ে স্পর্দ্ধা দেখাও—

কলিঙ্গ। কোন কথা নয়—রক্তের স্রোত বইয়ে দাও নন্দলাল—

দধিমুখ। কার আছে সে ক্ষমতা?

কলিঙ্গ। আমার! সামান্য ভিক্ষুক তুমি—তোমারি কি শক্তি আছে আত্মরক্ষা করবার?

দধিমুখ। শক্তি! মন্দিরের ঐ ভগবান—

কলিঙ্গ। ভগবান নাই—

দধিমুখ। ভগবান আছে—সত্য ডাকের প্রত্যেক শব্দে তাকে মূর্ত্তি পরিগ্রহণ ক'রে সামনে এসে দাঁড়াতে হবে! ভগবান সত্য—ভগবান সত্য—ভগবান সত্য—

কলিঙ্গ। ডাক তোমার ভগবানকে! যদি সত্য হয়, সে সত্যের ঝরণায় আমরাও স্নান ক'রে শুদ্ধ হবো। নইলে মিথ্যা ঘোষণা করতে সাগরের রক্ত হবে তার কলঙ্ক চিহ্ন!

নন্দলাল। মার—মার—মার—

দধিমুখ। বিশ্বনাথ!

চক্রহস্তে প্রথম কৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব

প্রঃ কৃষ্ণ। আছি—আছি—

দধিমুখ। বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ—

চক্রহস্তে দ্বিতীয় কৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব

দ্বিঃ কৃষ্ণ। সত্য—সত্য—সত্য—

দধিমুখ। বিশ্বনাথ! জাগৃহি—জাগৃহি—

চক্রহস্তে তৃতীয় কৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব

তৃঃ কৃষ্ণ। সিদ্ধ হও—সিদ্ধ হও—

দধিমুখ। মুক্তি দাও—মুক্তি দাও—মুক্তি নাথ—

চক্রহস্তে চতুর্থ কৃষ্ণমূর্ত্তির আবির্ভাব

চঃ কৃষ্ণ। মুক্ত হও—মুক্ত হও—

কলিঙ্গ। একি, ভিক্ষুক—ভিক্ষুক! নিরস্ত হও—সম্বরণ কর তোমার আকাশকে মাটীতে টেনে আনবার আকুল আহ্বান—আমি অস্ত্র ফেলে তোমার পায়ের তলায় মস্তক অবনত করছি—মুক্তি ভিক্ষা করছি তোমার অভিনব সৃষ্টির পদতলে!

দধিমুখ। সাগর! আজ আমার অযুত বাহু—অকুতোশক্তি! আমি ব্রহ্মা—আমি বিষ্ণু—আমি মহেশ্বর! আমি সৃষ্টি—আমি স্থিতি—আমি প্রলয়—ধ্বনিত হচ্ছে বাতাসে—একমেবা দ্বিতীয়ম্! দেখ্ দেখ্ কত বড় আশ্বাস—জাগিয়ে তুলেছি আমার হরিমন্দিরের বিগ্রহকে! এইবার দেখবো গিয়ে মায়ের মন্দিরে মায়ের বিগ্রহ জাগ্রত কি না—পাষাণে প্রাণ সঞ্চার করবো—আয় দেখবি আয়—

গীতকণ্ঠে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ

সিদ্ধেশ্বরী। গীত

বল জাগৃহি জাগৃহি ভজনে।
জাগিবে জননী ধ্যানে মহা আকর্ষণে॥
শতদলে জাগে মা,
অন্যথা হবে না,
যোগীর সাধনা কর গিয়ে যোগাসনে॥

[সিদ্ধেশ্বরী দধিমুখের হাত ধরিয়া ও দধিমুখ সাগরের হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন—পশ্চাতে কৃষ্ণমূর্ত্তিগণের প্রস্থান।

কলিঙ্গ। নন্দলাল!

নন্দলাল। একি দেখলুম প্রভু?

কলিঙ্গ। মহাপূজার অনুষ্ঠানে দেব-দেবীর ইঙ্গিত মাত্র! চল শুদ্ধাচারে আমরা মন্দিরে মন্দিরে পূজার আয়োজন করি! এ আমাদের পরাজয় নয়—সাধনায় অর্জ্জিত আকাশ-ঝরা দেব-দেবীর আশীর্ব্বাদ!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদ্যান—কুঞ্জবেদী

বিষয়া ও চন্দ্রহাস

চন্দ্রহাস। বিষয়া, তোমার দাদা মদনকুমার কোথা ?

বিষয়া। ভয় নেই, দাদা এখন আসবে না—এসো না—আমরা মনের মিল ক'রে কথা কই—গল্প করি—

চন্দ্রহাস। সেটা কি তোমার পক্ষে দোষের নয় বিষয়া ?

বিষয়া। কেন, তুমি যুবক—আমি যুবতী ব'লে ?

চন্দ্রহাস। হ্যাঁ বিষয়া, এই সংসারের নিয়ম! সংসার প্রকৃত বন্ধু দিতে চায় না—প্রকৃত মিলন দেখতে চায় না ; যা পাওয়া যায় তা কেড়ে নেয়, যা কেড়ে নেয়, তার পরিবর্ত্তে দিয়ে যায় জীবন ভাণ্ডারে শুষ্ক মরু-ভূমির যন্ত্রণা—সংসার ভালবাসে পিপাসিতের আর্ত্তনাদ শুনতে!

বিষয়া। তুমি পার না—এমন সংসারকে পায়ের তলায় দ'লে পিষে ফেল্‌তে ?

চন্দ্রহাস। তাতে লাভ কি ?

বিষয়া। তাতে লাভ—চক্রবাক চক্রবাকী মনের আনন্দে তা'দের জীবনগতি নিয়ে খেলা করবার অবসর পাবে!

চন্দ্রহাস। সংসারে তাদের ঘৃণা করবে!

বিষয়া। তারা যদি ঘৃণা পায় সংসার ত্যাগ করবে।

চন্দ্রহাস। মহাশূন্যেও তাদের আশ্রয় নেই! সেখানেও সংসারের অভিশাপ নিশ্বাসের ধূমাগ্নি দিয়ে পুড়িয়ে মারবে—মৃত্যু অনিবার্য্য।

বিষয়া। সেও সুখের মরণ—দুটী প্রাণ বন্ধুর মত গলা জড়িয়ে মরতে পারবে—উপর থেকে ঝ'রে পড়বে তাদের মরা মাথায় মিলনের যৌতুক—ভগবানের আশীর্ব্বাদ।

চন্দ্রহাস। তেমন প্রিয়া জগতে আছে ?

বিষয়া। তেমন প্রিয় যদি জগতে পাওয়া যায় !

চন্দ্রহাস। বিষয়া, তথাপি সে ভগবানের অভিপ্রায় ! কামনা কর—কামনায় সিদ্ধ হও। এখন যাও, মদনকে একবার ডেকে দাও—আমার বিশেষ প্রয়োজন—তোমার পিতার পত্র আছে।

বিষয়া। ডেকে দিচ্ছি, তুমি বেদীকায় বিশ্রাম কর ! [প্রস্থান।

চন্দ্রহাস। ইচ্ছা করে মিশিয়ে দিই আমার প্রাণখানি এই সরল-প্রাণা কোমল কলিকার সঙ্গে ! সংসার উদ্যানের পবিত্র কুসুম– এ কুসুম জানি না কার বাসর-সঙ্গিনী হবে। (বুকের উপর একখানি পত্র রাখিয়া শয়ন ও নিদ্রাকর্ষণ)

গীতকণ্ঠে প্রজাপতির প্রবেশ

প্রজাপতি। গীত

এই ফুরফুরে হাওয়ায় প্রিয়ার প্রিয় শয়নে।
অঙ্গে বহে মিলন গন্ধ সন্দেহ নাই মিলনে॥
বাতাসে বয় অমিয়,
ওগো প্রিয়া ওগো প্রিয়,
মালায় মালা বদল দিও সঙ্গ সুখ বরণে ॥

[প্রস্থান।

বিষয়ার প্রবেশ

বিষয়া। কই, দাদাকে দেখতে পেলুম না ! তোমার পত্রখানি আমার হাতে দিয়ে যাও ! একি,কুঞ্জবেদীকায় স্নিগ্ধ বাতাসে চন্দ্রহাস ঘুমের কোলে অঙ্গ ঢেলে দিয়েছে ! চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস ! কি আশ্চর্য্য, দিনের বেলায় এত ঘুম ? না—না, বুঝি ক্লান্ত—বুকের ওপর পত্রখানি রেখে ঘুমিয়ে

পড়েছে ! পত্রখানা পড়ে দেখি—আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে ! (চন্দ্রহাসের নিদ্রাবস্থায় তাহার বক্ষের উপর হইতে পত্রখানি তুলিয়া লইয়া পড়িল) একি, এ যে চন্দ্রহাসের মৃত্যুর আদেশ। পিতা এখনো নিরস্ত ন'ন—এখনো শান্ত ন'ন ? চন্দ্রহাসের হাত দিয়ে দাদাকে পত্র পাঠিয়েছেন—"মদন, তুমি পিতৃভক্ত সন্তান—তাই আমার আদেশ—চন্দ্রহাস তোমার নিকট উপস্থিত হ'বা মাত্র তাহাকে বিষ দান করিবে।" না—না, মর্ম্মান্তিক দাহন এই পত্রে ? এ পত্র ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ফেলে দিই। না, তাই বা কেন ? মা'র মুখে শুনেছি—মানুষ গড়ে ভগবান ভাঙে—মানুষ ভাঙে ভগবান গড়ে ! তেমনি এই বিষের পত্র অমৃত দান করবে ! পিতা শত্রুতা ক'রে যতখানি নিদয় চন্দ্রহাসের প্রতি—আমি ঠিক ততখানি সদয় তার প্রতি তাকে মিত্রতার বাঁধনে বেঁধে রাখতে ! ভক্তিমান প্রহ্লাদের বিষের পাত্র অমৃতে পরিণত হয়েছিল, তেমনি এই বিষের পত্র অমৃতে পরিণত হবে ! দেখে যাও পিতা—তোমার অমোঘ শত্রুতার চরম পরিণাম ! চোখের জলে ভেজা এই কাজল কালিতে কুসুম-বৃন্তের লেখনীতে এই বিষ বিষয়ায় পরিণত হলো ! (পত্রে 'বিষ' স্থানে 'বিষয়া' লিখিয়া দিল একটী কাঠিতে চোখের কাজল লইয়া) এইবার পড়ি পত্রখানা—"মদন, তুমি পিতৃভক্ত সন্তান—তাই আমার আদেশ—চন্দ্রহাস তোমার নিকট উপস্থিত হ'বা মাত্র তাহাকে বিষয়া দান করিবে !" ঠিক হয়েছে, পত্র যেমন ছিল থাক—আমি চলে যাই—

[চন্দ্রহাসের বক্ষের উপর পত্র রাখিয়া প্রস্থানোদ্যত।

মদনের প্রবেশ

মদন। বিষয়া, কি পত্র এনেছিল চন্দ্রহাস ? কোথায় সে ?

বিষয়া। তোমায় ডেকে ডেকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে কুঞ্জবেদীকায় ঘুমিয়ে পড়েছে—তুমি ডাক না—

মদন। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস—

চন্দ্রহাস। কে মদন? এসো ভাই, তোমায় প্রয়োজন! তোমার পিতা এই পত্রখানি পাঠিয়েছেন! (চন্দ্রহাস মদনকে পত্রখানি দিল) আর কাউকে দেবার নিষেধ ছিল, তাই দিই নি কাউকে—নতুবা মায়ের কাছে কিম্বা বিষয়ার কাছে পত্র রেখে চ'লে যেতে পারতুম।

মদন। (পত্র পাঠান্তে) চন্দ্রহাস! পিতা এই পত্রে আজ অপূর্ব্ব সৌজন্য দেখিয়েছেন! যা কল্পনারও অতীত তাই আজ সত্যে পরিণত হলো! তোমার প্রতি তাঁর সকল শত্রুতার স্মৃতি এই একটিমাত্র কীর্ত্তিতে সকলের বুক থেকে মুছে যাবে! চন্দ্রহাস, পিতার এ মহৎ অভিপ্রায় সিদ্ধ হোক! পিতা পত্রে লিখেছেন—"চন্দ্রহাস উপস্থিত হ'বা মাত্র তাহাকে বিষয়া দান করিবে!" এসো চন্দ্রহাস, ধর আমার ভগ্নীর কর—আজ হতে বিষয়া তোমার সহধর্ম্মিণী—তুমি আমাদের পরম আত্মীয়ের স্থান অধিকার করলে! (বিষয়াকে চন্দ্রহাসের হাতে দিল)

চন্দ্রহাস। মদন, একি সত্য? সংসার পরিত্যক্ত হতভাগ্য দরিদ্রের পক্ষে এ যে বিদ্রূপের কশাঘাত! এ সম্পূর্ণ অযোগ্যের করে তোমার ভগ্নীদান সঙ্গত হয় নি—তোমার পিতার সহসা এই অনুগ্রহ প্রদর্শনের কারণ বুঝলুম না।

মদন। আমি কারণ জানি না, ধনী-দরিদ্র জানি না; জানি মাত্র—আমি পিতার আদেশ-পত্রের সম্মান রক্ষা করেছি—এই ভবিতব্য! যাও, তোমার মাকে প্রণাম দিয়ে এসো, তিনি শুনলে আনন্দে আশীর্ব্বাদ করবেন! [চন্দ্রহাস ও বিষয়ার প্রস্থান] চমৎকার! পিতার এ আকস্মিক পরিবর্ত্তনে আজ ভগবান পর্য্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে সংসারে তাঁর হাসির ধারা বর্ষণ করবেন!

ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ

ধৃষ্টবুদ্ধি। মদন! আমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন?

মদন। হ্যাঁ পিতা, সর্ব্বতোভাবে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাস মৃত?

মদন। সে কি পিতা? পত্রেতো সে আদেশ ছিল না?

ধৃষ্টবুদ্ধি। ছিল না? কি করেছ মূর্খ? পত্রে লেখা ছিল—"চন্দ্রহাস উপস্থিত হ'বা মাত্র তাহাকে বিষ দান করিবে"—

মদন। না পিতা, পত্রে লেখা ছিল—"চন্দ্রহাস উপস্থিত হ'বা মাত্র তাহাকে বিষয়া দান করিবে।"

ধৃষ্টবুদ্ধি। বিষয়া দান? বিষ নয়? কই? পত্র দেখি! (মদনের হাত হইতে পত্র লইয়া পড়িয়া) হ্যাঁ—বিষয়া—কিন্তু বিষ্, বিষয়া হলো কি করে? আমি লিখেছিলাম বিষ—

মদন। তাহ'লে ভগবান স্বয়ং নিজের হস্তে লিখেছেন বিষয়া!

ধৃষ্টবুদ্ধি। এতদিন ভগবানকে ছাপিয়ে এসে আজ ভগবান আমার উপর ছাপিয়ে যাবে? উত্তম, তাই হোক—চন্দ্রহাসকে বিষয়া দান সত্য হোক! তুমি যাও, চন্দ্রহাসকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও।

চন্দ্রহাস ও বিষয়াকে লইয়া সাধনার প্রবেশ

সাধনা। চন্দ্রহাস এখন আর একা আসবে না মহারাজ! তোমার অনুকম্পায় সে বিষয়ার হাত ধ'রে এসে দাঁড়িয়েছে তোমায় প্রণাম করতে! তাদের আশীর্ব্বাদ কর! (চন্দ্রহাস ও বিষয়া প্রণতঃ হইল)

ধৃষ্টবুদ্ধি। না—না, আমার আশীর্ব্বাদ কার্য্যকরী হবে না—আগে কালীমায়ের মন্দিরে, চন্দ্রহাস তুমি একা গিয়ে প্রণাম ক'রে পুষ্প-পত্র নিয়ে এসো, তারপর আমার আশীর্ব্বাদ! যাও—যাও—বিলম্ব করো না—শুভ মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হয়ে যায়—আমি আশীর্ব্বাদ করবো—

চন্দ্রহাস। যোগ্যজনের আশীর্ব্বাদ আমারও কামনার! মায়ের চরণে প্রণাম দিয়ে কামনা ক'রে আসবো—আমার প্রাপ্য আশীর্ব্বাদ ও যৌতুকের দাবী নিয়ে— [প্রস্থান।

মদন। পিতা, আদেশ করুন, আমিও চন্দ্রহাসের সঙ্গে যাই—

ধৃষ্টবুদ্ধি। না, দাঁড়াও, মহিষী, তুমি বিষয়াকে নিয়ে যাও—আমি এই উদ্যানে একাকী থাকবো—

সাধনা। যোগ্যজনে কন্যা দান ক'রে এখনো তুমি হাসতে পারছো না স্বামী—এখনো কি সন্দেহ রেখেছ? ভাবছ বুঝি একটা নিঃস্ব ভিখারীর হাতে কন্যা দান করেছ? যদি এই ধারণাই থাকে, তবে কেন আদেশ দিলে মহারাজ—কন্যাকে চন্দ্রহাসের হাতে সমর্পণ করতে?

ধৃষ্টবুদ্ধি। আমি আদেশ দিই নাই, আদেশ দিয়েছে ভবিতব্য।

সাধনা। তবে আর সন্দেহ রেখো না! তোমার সকল শক্রতা পরাজিত হয়েছে ভবিতব্যতার কাছে, এই মহাবাক্য স্মরণ ক'রে হাসতে শেখো—নইলে শান্তি পাবে না – প্রায়শ্চিত্ত হবে না—

[বিষয়াকে লইয়া প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। মদন, সাগর কোথা?

মদন। সে কারাগার ভেঙে পালিয়েছে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। পালিয়েছে? মদন, সাগরকে আমার চাই—তাকে প্রয়োজন! যাও—যাও, খুঁজে দেখ তাকে—কি থাক, আমিই দেখছি— [প্রস্থান।

মদন। সাগরকে প্রয়োজন? পিতা তাহলে এখনো প্রকৃতিস্থ ন'ন—নিশ্চয় চন্দ্রহাসের হাতে বিষয়া দানে তাঁর ইচ্ছা ছিল না– তিনি 'বিষ' লিখতে লিখেছেন 'বিষয়া'! চন্দ্রহাসকে একা মন্দিরে পাঠানো এ তার জীবন বিনাশের হয়তো একটা কৌশল মাত্র! আমার সন্দেহ হচ্ছে—চন্দ্রহাসকে ফেরাতে হবে কালীমায়ের মন্দির যাত্রার পথ থেকে—[প্রস্থান।

কলিঙ্গের হাত ধরিয়া ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ

ধৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ, এতদিন আমার শক্রতা ক'রে এসেছ—আজ একটা মিত্রতার কার্য্য কর! আমি চন্দ্রহাসের করে বিষয়াকে সমর্পণ করেছি—আজ আমার আনন্দের সীমা নেই! আজ আমি পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো—-মায়ের পূজা পাঠিয়েছি কালীমন্দিরে। তোমার কার্য্য—যাকে

তুমি মন্দিরে প্রণাম করতে দেখবে, তার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আসবে! আমি রাজ্যের কল্যাণে বলিদান দিয়ে নিজের প্রায়শ্চিত্ত করবো।

কলিঙ্গ। আপনার এ পরিবর্ত্তনে আমি আনন্দিত; কিন্তু ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আসবার ঘাতক আমি নই! কিম্বা তাও সম্ভব হ'তে পারে যদি যোগ্য বলি আমার সম্মুখে দেখতে পাই!

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি না পার আর কাউকে আজ্ঞা দাও!

কলিঙ্গ। না মহারাজ! বলিদানের ভার আমিই গ্রহণ করছি! এখন ঘাতক চাই বিচার করে বলিদান দেবার—অর্থলোভী ঘাতকের কার্য্য স্বতন্ত্র—সে অর্থলোভে নিজের বুকেও ছুরি বসায়! রাজ্যের কল্যাণে, প্রায়শ্চিত্তের জন্য যদি বলিদানের প্রয়োজন হয়—তবে তা আমারি বিচার্য্য বিষয়! বলির রক্ত ছিন্নমুণ্ড দেখতে পাবেন আমারি বিচারে—তাতে কল্যাণ খুঁজে নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করবেন। [প্রস্থান।

ধৃষ্টবুদ্ধি। ভুল করেছি! চন্দ্রহাস কলিঙ্গের প্রিয়; কিন্তু উপায় নেই—আমার ভাগ্য প্রতিষ্ঠানের এও একটা কৌশল মাত্র। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কালীবাড়ীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

চন্দ্রহাস

চন্দ্রহাস। মাগো, সংসার রঙ্গমঞ্চের জাগ্রত জননী, জীবনের পূর্ণতায় নূতন সংসার প্রবেশের দিনে তোমায় সাক্ষ্য রেখে প্রণাম করতে মন্দিরে প্রবেশ করেছি! শিক্ষা দাও—দীক্ষা দাও—শান্তি দাও—

মদনের প্রবেশ

মদন। চন্দ্রহাস, দাঁড়াও—মন্দিরে প্রবেশ করো না—

চন্দ্রহাস। কেন?

মদন। কেন জানি না, তথাপি ফিরতে হবে তোমাকে! যতটা উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এসেছো, তার শতগুণ নিরুৎসাহ নিয়ে পিছিয়ে যাও,—প্রণাম করতে হয় দূর থেকে প্রণাম কর মাকে!

চন্দ্রহাস। সে কি, তোমার পিতার আদেশ—

মদন। পিতার আদেশে মাকে প্রণাম করা অন্যায় নয়; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তোমায় প্রণাম করতে হবে মাকে বিষয়ার হাত ধ'রে! পিতা ভুল করেছেন—তুমি বিষয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসো—আমি ততক্ষণ তোমার এই প্রণামের উদ্দেশ্য কি খুঁজে দেখি—মন্দির তোমার পক্ষে নিরাপদ স্থান কি না পরীক্ষা ক'রে দেখি! যাও—যাও, তুমি বিষয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসো—আমি এইখানে অপেক্ষা করছি!

চন্দ্রহাস। তোমার পিতাকে আর তোমার সন্দেহ করা উচিত নয়! বেশ, আমি বিষয়াকে সঙ্গে নিয়ে আসছি। [প্রস্থানোদ্যত]

কলিঙ্গের প্রবেশ

কলিঙ্গ। এই যে কুমার চন্দ্রহাস! মন্দিরের মাকে তুমি প্রণাম করতে এসেছ?

চন্দ্রহাস। এসেছিলাম ভদ্র—কিন্তু প্রণাম করা হলো না! মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধি আমায় কন্যাদান করেছেন,—তাকেও মন্দিরে এনে একসঙ্গে মাকে প্রণাম করবো। [প্রস্থান।

কলিঙ্গ। মন্দিরে আর কেউ প্রণাম করতে এসেছে?

মদন। এসেছে!

কলিঙ্গ। এই মুহূর্ত্তে আমি সেই প্রণামকারীকে দেখতে চাই!

মদন। প্রণামকারীকে দেখতে পাবেন! শুধু দেখা নয়—তার ফলে হয়তো একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মীমাংসা হয়ে যাবে! কিন্তু চন্দ্রহাস প্রণাম করবে না,—প্রণাম করবে অবিবেকীর বংশধর একটা কলঙ্কিত মাংসপিণ্ড—আপনার যদি কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাও সম্পন্ন করতে পারেন। [প্রস্থান।

কলিঙ্গ। তবে মহারাজ ধৃষ্টবুদ্ধি চন্দ্রহাসকেই হত্যা করতে আমায় পাঠিয়েছিলেন! মা তার প্রণাম নিলেন না, তাই চন্দ্রহাস ফিরে গেল! তবে কে প্রণাম করবে আমার এই আগমনের মুহূর্ত্তে? সে কি ঐ মদন কুমার? ধৃষ্টবুদ্ধির পুত্র? চন্দ্রহাসকে বাঁচিয়ে সে কি নিজের জীবন বিপন্ন করতে চায়? কিন্তু এখনো ধৃষ্টবুদ্ধি চন্দ্রহাসের শত্রু—সে নিজের হাতে কন্যার বৈধব্য গ'ড়ে দেবে তবু চন্দ্রহাসকে মুক্তি দেবে না—শান্তিতে থাকতে দেবে না! এর বিচারে দণ্ড পাবে কে? ধৃষ্টবুদ্ধি! তুমি—তুমি! যদি মদনকুমার যায় ঐ মাকে প্রণাম করতে—তবে তোমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তোমার পুত্রের ছিন্নমুণ্ডই তোমার যোগ্য উপহার! না—এতে পাপ নেই—ধৃষ্টবুদ্ধির অন্ধচক্ষু উন্মিলিত হোক পুত্রের ছিন্নমুণ্ড নিয়ে। [প্রস্থান।

দধিমুখের প্রবেশ

দধিমুখ। মন্দির কাঁপছে—মন্দির দুলছে—মন্দিরের মা বিরাট মূর্ত্তি ধ'রে অট্টহাসি হাসছে—বুঝি পৃথিবীর রক্ত শোষণ করতে তার লোল-রসনা লক লক করছে! খাবে—সব খাবে—

ধৃষ্টবুদ্ধির প্রবেশ

ধৃষ্টবুদ্ধি। কে? ও—

দধিমুখ। আমি চিকিৎসক—

ধৃষ্টবুদ্ধি। তুমি এখানে কেন?

দধিমুখ। মন্দিরের মাকে দেখতে! তাকে জাগাবো বলেছিলুম, সে আপনি জেগেছে—দুলছে—রক্ত চাইছে—

ধৃষ্টবুদ্ধি। মা বুঝি এতক্ষণ রক্ত খেয়েছে—

মদনের ছিন্নমুণ্ড হস্তে কলিঙ্গের প্রবেশ

কলিঙ্গ। হ্যাঁ মহারাজ, মন্দিরের মা এক পেট রক্ত খেয়েছে! প্রণামকারী উপযুক্ত বলি—আমি বিচার ক'রে তাকে অস্ত্রাঘাতে বলিদান দিয়েছি—এই তার ছিন্নমুণ্ড—

ধৃষ্টবুদ্ধি। ছিন্নমুণ্ড? ছিন্নমুণ্ড? দাও—দাও, আমার হাতে দাও—ও আমার প্রাপ্য—

দধিমুখ। ও কার ছিন্নমুণ্ড?

ধৃষ্টবুদ্ধি। চন্দ্রহাসের—

বিষয়া ও চন্দ্রহাসের প্রবেশ

বিষয়া। না পিতা, তোমার কন্যা বিষয়ার হাত ধ'রে তিনি জীবন্ত তোমার সম্মুখে উপস্থিত!

ধৃষ্টবুদ্ধি। তবে এ কার মুণ্ড?

কলিঙ্গ। আপনার পুত্র মদনকুমারের!

ধৃষ্টবুদ্ধি। সে কি? (দধিমুখের উচ্চহাস্য)

বিষয়া। আশ্চয্য হচ্ছো বাবা? বিধাতার আশীর্ব্বাদে বলীয়ান চন্দ্রহাসকে শত চেষ্টাতেও তুমি জয় করতে পার না! শেষ চেষ্টা করেছ, ব্যর্থ হয়েছে—বিষ বিষয়া হয়েছে—ভবিতব্যতার মাথায় কুঠারাঘাত ক'রে কন্যাকে বৈধব্য দিতে গিয়েছ— কি পেয়েছ তাতে? কি হারালে তাতে একবার ভেবে দেখ! তোমার নিজের ভুলে, নিজের উপর শত্রুতা ক'রে আজ তুমি পুত্রহারা—তোমার নিষ্ঠুরতায় পুত্রের ছিন্নমুণ্ড তোমার বুকে।

ধৃষ্টবুদ্ধি। না—না, আমি পালাই--পালাই এই ছিন্নমুণ্ড নিয়ে—

[প্রস্থানোদ্যত।

দধিমুখ। (ধৃষ্টবুদ্ধির হাত ধরিয়া) কোথা যাও? বিষ পান করেছ—রোগগ্রস্ত বক্ষের স্পন্দন দেখতে দাও— ব্যথায় প্রলেপ চাও আমার কাছে, আমি চিকিৎসক—আমার প্রাপ্য দর্শনী দাও— স্থির হ'য়ে দাঁড়াতে হবে তোমাকে এই বিপুল ঝটিকা মাথায় ক'রে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কলিঙ্গ, কলিঙ্গ, নিয়ে যাও এই ছিন্নমুণ্ড—ফেলে দাও—ভাসিয়ে দাও নদীগর্ভে! এ অগ্নিপিণ্ড—আমি পুড়ে যাচ্ছি এর তাপে!

কলিঙ্গ। (মুণ্ড লইয়া) হ্যাঁ হ্যাঁ, এ মুণ্ড এখনো মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেওয়া হয় নি। রাজ্যের কল্যাণে চন্দ্রহাসকে বলি দিতে চেয়েছিলেন—তাই হৃদয় নিহিত নিধি পুত্রের ছিন্নমুণ্ড সেই কল্যাণের ডালি! এ আপনার প্রায়শ্চিত্তের ডালি—ঐ মায়ের প্রাপ্য— [মুণ্ড লইয়া প্রস্থান ও দধিমুখের উচ্চহাস্য]

চন্দ্রহাস। রুদ্ধ কর পৈশাচিক হাসি! এ বলিদানে আপনাদের শিরায় শিরায় আনন্দের রক্ত-প্রবাহ উল্লসিত; কিন্তু আমার চোক্ষে বান্ধবহারা সহানুভূতির জলধারা প্রবাহিত! কিসের বলিদান? কার রক্ত—কে চায়? ঐ মা! মা চেয়েছিলেন চন্দ্রহাসের রক্ত—ভুল ক'রে নিয়েছেন মদনের রক্ত! মা যদি রক্তপিয়াসী, মা যদি ছিন্নমুণ্ডের কাঙালিনী—তবে বান্ধবহারা চন্দ্রহাসের রক্তও তার প্রাপ্য! কই মা—কোথা মা—রক্ত নাও—রক্ত নাও— (আত্মহত্যায় উদ্যত)

বিষয়া। না—না, তবে আমায় হত্যা কর আগে—

দধিমুখ। চন্দ্রহাস—চন্দ্রহাস—

চন্দ্রহাস। না—না, এ সংসার পরিত্যক্ত চন্দ্রহাসের বাঁচবার প্রয়োজন নেই—তার জীবনের কোন মূল্য নেই। তার কণ্ঠরক্ত পিয়াসীর প্রাপ্য! ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—আমার জন্য মদনকুমার রক্ত দিয়েছে—এ দেহরক্তও বন্ধুর কার্য্যে বিলিয়ে দোবো! জয় তারা—জয় তারা—জয় তারা—

কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব

কালী। চন্দ্রহাস—আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর—আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর!

চন্দ্রহাস। মা—মা! কালী কপালিনী মূর্ত্তিতে মন্দির ছেড়ে যদি আশীর্ব্বাদ করতে এলে—তবে পদাশ্রিত সন্তানের নিবেদন—দাও মা আমায় আশীর্ব্বাদী নিদর্শন!

কালী। কি চাও?

চন্দ্রহাস। আমার খেলার সাথী পরম বন্ধু মদনকুমারকে—

কালী। তাই হোক বৎস! এই দেখ, মদনকুমার তোমার সম্মুখে!

[অন্তর্দ্ধান হইলেন।

মদনের প্রবেশ

মদন। স্বপ্ন—স্বপ্ন—সে এক আলোক সাম্রাজ্যের স্বপ্ন—

চন্দ্রহাস। মদন—মদন! (মদনকে আলিঙ্গন)

ধৃষ্টবুদ্ধি। একি সত্য না আমি স্বপ্ন দেখ্ছি? মদন—মদন!

মদন। স্বপ্ন নয় পিতা—সত্য! আমায় আশীর্ব্বাদ করুন পিতা!

ধৃষ্টবুদ্ধি। মদন! মদন! সারা সৃষ্টি আজ আমায় চাবুক মেরে দৃষ্টি দিয়েছে! চন্দ্রহাস, আমার পুত্রতুল্য তুমি—তবু তুমি আমায় ক্ষমা কর আমার সকল অপরাধের!

চন্দ্রহাস। না—না, মতিমান, আপনি প্রকৃতিস্থ হোন্। (চন্দ্রহাস ধৃষ্টবুদ্ধিকে বিনিতভাবে প্রণাম করিল)

দধিমুখ। ওরে অন্ধের চক্ষু খুলেছে—রোগী রোগমুক্ত হয়েছে। আমার দর্শনী—আমার দর্শনী—আমি চিকিৎসক।

ধৃষ্টবুদ্ধি। কি চাও বল?

দধিমুখ। তোমার কন্যা জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করবো—ভিক্ষুকের স্পর্দ্ধায় নয়—এই কৌণ্ডিল্যের অধীশ্বর দধিমুখের অধিকার নিয়ে!

ধৃষ্টবুদ্ধি। কে—কে এই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি?

দধিমুখ। আমি দধিমুখ—আজও বেঁচে আছি—আমি মরি নি—

ধৃষ্টবুদ্ধি। আপনি? আমায় ক্ষমা করুন—এই অস্ত্র গ্রহণ করুন—আমায় হত্যা করুন—কেড়ে নিন্ আমার সকল আধিপত্য! (পদতলে উপবেশন)

চন্দ্রহাস। কে—কে—পিতা? ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি আজ প্রকাশ্য জগতে দাঁড়িয়ে সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করতে এখনো জীবিত? পিতা—পিতা— (পদতলে উপবেশন)

দধিমুখ। না—না, তোমাদের স্থান পদতলে নয়! আমার সকল শান্তি সঞ্জীবিত ক'রে সবাইকে টেনে নিচ্ছি আমার এই আনন্দপূরিত প্রকৃতিস্থ বুকে! (উভয়কে আলিঙ্গন) ধৃষ্টবুদ্ধি, দাও তোমার সকল হিংসা আমার এই বুকে! মিশে যাক—ভেসে যাক তা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে আমার হৃদিস্থিত আনন্দ-প্রবাহের মাঝখানে! এসো বিষয়া, এসো চন্দ্রহাস, তোমাদের বিবাহের যৌতুক—আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর!

শঙ্খ হস্তে সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ

সিদ্ধেশ্বরী। আর সে আশীর্ব্বাদ প্রচারিত হোক আমার এই শঙ্খনাদে! সে শঙ্খনাদ ভেদ ক'রে শতকণ্ঠে উচ্চারিত হোক—জয় মহারাজ দধিমুখের জয়—জয় কুমার চন্দ্রহাসের জয়!

সকলে। জয় মহারাজ দধিমুখের জয়—জয় কুমার চন্দ্রহাসের জয়—

(সিদ্ধেশ্বরী শঙ্খধ্বনি করিলেন)